ফারাজি মুনশির

হস্তানামা

হস্তা নামা

ফরাজি মুনশির

হপ্তানামা

পয়লা বালাম

প্রীতি প্রকাশন
১৯১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

ফরাজি মুনশির হপ্তানামা
প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
১৯১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৯৭
রমজান ১৪১০
এপ্রিল ১৯৯০
প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ
মুদ্রণ
হক প্রিন্টর্স
১৪৩/১, আরামবাগ
ঢাকা-১২১৭
স্বত্ব
ফরাজি মুনশি
দাম
নিউজ ২৫.০০
সাদা ৫০.০০
FARAJEE MONSHIR HAPTANAMA
(A Collection of Newspaper Colums
By
Farajee Munshi)
PUBLISHED BY
ASAD BIN HAFIZ
PREETI PROKASHON
191, BARA MAGBAZAR
DHAKA-1217
PUBLISHED ON
APRIL 1990
COVER DESIGN
MOMIN UDDIN KHALED
PRINTED AT
HOQUE PRINTERS, DHAKA
PRICE
TK 25.00 (news)
TK 50.00 (White)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

দস্তুরে বিস্‌মিল্লাহ	৫	৮৬	তমদ্দুনের বালাখানায় গলিজ
থোড়া ছা বয়ান	৭	৮৯	দ্বীনের তেজারতি, এক
মুছল্লির ফতোয়া	১৩	৯২	দ্বীনের তেজারতি, দুই
পটভূমি	১৬	৯৪	দ্বীনের তেজারতি, তিন
আম্মাজানের ছুরত	১৯	৯৭	বাংলা জবানের আলফাজ
যাহার যাহা হক	২১	১০০	আবার সেই তামদ্দুনিক হামলা?
গো-দরদ	২৪	১০২	আওরতের আহাজারি
মসজিদে দুনিয়ার কথা	২৬	১০৫	শুক্রবার ছুটি
বাংলা আলফাজ	২৯	১০৭	মোনাজাত লইয়া মশকরা
ওক ছাহেবের ওকালতি	৩১	১০৯	এলাকাটা ভাল নয়
জয় বাংলা	৩৪	১১০	বেআদবওস্তাদ
জয় ইনকিলাব	৩৭	১১৩	ইলিশ কালচার
জবানেই বাংলা	৪০	১১৫	কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী
বয়ানেই বাংলা	৪৩	১১৮	গায়ের মুলুকের গোলাম
গলত তালিম	৪৫	১২১	নালায়েক বয়ান
আজব বয়ান	৪৮	১২৪	চেতনায় রবীন্দ্রনাথ
ছিয়াছি তরিকা	৫০	১২৭	কওমিয়াতের ছওয়াল
ধর্মনিরপেক্ষতার বলী	৫৩	১৩০	বাগান গায়েব
একই মুলুক!	৫৫	১৩২	ফতোয়ায়ে আবুল ফজলী
ঘোষ বাবুর নছিহত	৫৮	১৩৫	প্রমোদবালা গ্রেফতার
শকুন্তলা ও দুই বোন	৬০	১৩৭	হিন্দুস্থানী ধর্মনিরপেক্ষতা
বৈশাখী বিমার	৬৩	১৪০	তামদ্দুনিক হামলা
কান কোথায় গেল	৬৫	১৪২	হিন্দুস্তানে মুসলিম কোতল
পার্ট-টাইম প্রগতিশীল	৬৭	১৪৬	৭ই নবেম্বর
গঙ্গা না পদ্মা	৭০	১৪৮	মুহাব্বতের মাদ্রাসা
আজিমউদ্দীনের বেয়াদবি	৭২	১৫০	(মুং) বা (হিং) লিখুন
দাদাদের কিতাবে মুসলিম চরিত্র	৭৫	১৫২	দাউদহায়দার
নাকিল আমদানি	৭৮	১৫৪	হাজার বছর পরে
খুঁটির জোর	৮১	১৫৬	হারামজাদা
রিছোয়াতের হকিকত	৮৪	১৫৯	সত্য সমাগত

www.pathagar.com

প্রীতির কয়েকটি প্রীতিময় প্রকাশনা

সীমান্ত ঈগল- নসীম হিজাযী
কায়সার ও কিস্‌রা- নসীম হিজাযী
হেজাযের কাফেলা-নসীম হিজাযী
আঁধার রাতের মুসাফির-নসীম হিজাযী
ইরান তুরান কাবার পথে-নসীম হিজাযী
আপন লড়াই- আতা সরকার
তিতুর লেঠেল- আতা সরকার
সুন্দর তুমি পবিত্রতম- আতা সরকার
ফরাজি মুন্‌শির হপ্তানামা-ফরাজি মুন্‌শি
পনরই আগস্টের গল্প -আসাদ বিন হাফিজ
ভাষা আন্দোলন ও ডান-বাম রাজনীতি-আসাদ বিন হাফিজ
কি দেখ দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর-আসাদ বিন হাফিজ
আলোর হাসি ফুলের গান- আসাদ বিন হাফিজ

www.pathagar.com

লেকিন দস্তুর মুসাবিদা কমিটির দুছরা তামাম মেম্বর ছাহেবান তাঁহার এই প্রস্তাব বিলকুল নাকচ, বাতিল, খারিজ ও বরবাদ করিয়া দেন। এই নারাজী ছাহেবানরা হইতেছেন ঃ – চেয়ারম্যান ডক্টর কামাল হোসেন, মেম্বর– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, এম আবদুর রহিম, আবদুর রউফ, মোহাম্মদ লুতফর রহমান, আবদুল মোমিন তালুকদার, অধ্যাপক আবু সাঈদ, মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ, আমীরুল ইসলাম, বাদল রশীদ বার-এট-ল, খোন্দকার আবদুল হাফিজ, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, শওকত আলি খান, মোহাম্মদ হুমায়ুন খালেদ, আসাদুজ্জামান খান, আবদুল মোমিন, শামছুদ্দীন মোল্লা, শাহ আবদুর রহমান, ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদ, আবদুল মুস্তাকিম চৌধুরী, অধ্যাপক খোরশেদ আলম, সিরাজুল হক, দেওয়ান আবুল আব্বাস, হাফেজ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ খালেদ, বেগম রাজিয়া বানু এবং ডাঃ ক্ষীতিশ চন্দ্র মন্ডল।

এই ছাহেবান কি হেতুবাদে কোন বুনিয়াদে জনাব আখন্দ ছাহেবের প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেন, তাহার কোনও বয়ান গেজেটে দেখিতেছি না। লেকিন মালুম করিতে তকলিফ হয় না যে, তাহারা তখন কিবলা বদল করিয়াছিলেন। আল্লাহ ছাড়িয়া গায়রুল্লাহর রাহে রাহাগির হইয়াছিলেন। এবং এই গায়রুল্লাহ শায়েদ কোনও আওরত ইয়ানে দেবী ছিলেন। বেয়াদব আদমিরা ফজুল বাত করিয়া থাকে যে, ঐ দস্তুরের আখেরী মনজুরি নাকি ঐ দেবী ছাহেবাই এনায়েত করিয়াছিলেন। এবং যেহেতু সেবায়েত–শাগরেদ ছাহেবান দেবী ছাহেবার খেয়াল–খায়েশ সম্পর্কে আগাম ওয়াকেবহাল ছিলেন, সেহেতু জনাব আখন্দ ছাহেবের বেয়াদবি তাহারা বিলকুল বরদাশত করিতে পারেন নাই। দেবী ছাহেবাই যদি নাখোশ হইলেন, তাহা হইলে জিন্দেগানির আর বাকি থাকিল কি? লেহাজা তাহারা তাহারই কদম মুবারকে এই মুলুকের তামাম লোকের এবং খাছ করিয়া মুসলমানদের ঈমান–আমান ও একিন–এরাদা কাতালা ইয়াকতলু করিলেন, ইয়ানে বলী দিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর লাখো শোকর, ঐ জামানা এখন গুজাস্তা হইয়া গিয়াছে। কওমী ছিপাহছালার জেনারেল জিয়াউর রহমানের তাকতে ও হিম্মতে বিসমিল্লাহ শরিফ এখন আমাদের দস্তুরের শুরুতেই কায়েম মোকাররর হইয়াছে।

আজাদ, ১৭ই জুন, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

দস্তুরে বিসমিল্লাহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই মুবারক আয়াতটি হর মুসলমান হররোজ হামেশা ইস্তেমাল করিয়া থাকেন। তাহার তামাম কায়কারবারের শুরুতে তিনি এই পাক কালাম তেলাওয়াত করিয়া থাকেন। লায়েক-নালায়েক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মিছকিন-মালদারে কোনও ফারাগত নাই। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ইহার তরজমা এইভাবে করিয়াছেন – করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে।

আল্লার লাখো শোকর, এই মুবারক কালাম এখন ইজ্জত তাজিমের সহিত আমাদের মুলুকের দস্তুর ইয়ানে শাসনতন্ত্রের শুরুতেই যোগ করা হইয়াছে। লেকিন যোগ করিতে হইল কেন? দস্তুর যখন পয়দা করা হয়, সেই ৭২ সালেই তো উহা যোগ হওয়া উচিত ছিল। এই মুলুকের অধিকাংশ আদমিলোক মুসলমান এবং আমরা যতদূর ওয়াকিফ আছি, যাহারা ঐ দস্তুরের মুসাবিদা করিয়াছিলেন এবং যাহারা উহা পাকা করিয়াছিলেন, তাহাদের বেশীর ভাগ আদমিও মুসলমান ছিলেন। লেকিন তাহা সত্ত্বেও এই বেয়াদবী গলত হইল কেমন করিয়া? যে মুসলমান হামেশা বিসমিল্লাহ শরিফ তেলাওয়াত করিয়া থাকেন, সেই মুসলমান মুলুকের দস্তুর বানাইবার মত একটি আলিশান বেহেতর কাম করার সময় উহা বেমালুম ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া?

বহুত তালাশ করিয়া শেষতক ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে এই ছওয়ালের জবাব পাইলাম। দেখিলাম দস্তুর মুসাবিদা কমিটির অন্তত একজন মেম্বর ছাহেবের উহা বিলকুল ইয়াদ ছিল। তিনি হইতেছেন জনাব এ, কে, মোশাররফ হোসেন আখন্দ। তিনি বয়ান করিয়াছেন – "শাসনতন্ত্রের শুরুতে "করুণাময় কৃপানিধান সর্বশক্তিমানের নামে" শব্দগুলি থাকা উচিত। বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি হইতেছে ধর্মনিরপেক্ষতা, কিন্তু উহার অর্থ ধর্মহীনতা বা নিরীশ্বরবাদ নয়। বাঙ্গালীরা প্রকৃতিগতভাবে খোদাভীরু। বিশেষত তাহাদের শতকরা ৮৫ জন মুসলমান এবং তাহারা প্রত্যেকটি কাজ "করুণাময় কৃপানিধান সর্বশক্তিমানের নামে" শুরু করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ শব্দগুলি শাসনতন্ত্রে যোগ করা হইলে এদেশের অধিকাংশ লোকের উপর তাহার রাজনৈতিক প্রভাব পড়িবে। পক্ষান্তরে, মিশরের মত অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশও ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।" থোড়া গওর করিয়া দেখিলে মালুম হইয়া যাইবে যে, মূল আয়াতে আল্লাহ লফজটি থাকিলেও জনাব আখন্দ সাহেব উহা বাদ দিয়া সর্বশক্তিমান ইয়ানে অলমাইটি লফজ ইস্তেমাল করিয়াছেন। খায়ের। যে নামেই তিনি ডাকুন না কেন, আল্লাহর উপর তাঁহার ঈমানের আলামত ইহাতে বিলকুল সাবুদ হইয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

থোড়া ছা বয়ান

১৯৬২ ঈছায়ি সনে একবার আফগানিস্তান ছফর করার মওকা হইয়াছিল। ঢাকার দুইখানি রোজানা আখবারের আমরা দুইজন ওয়াকেয়ানবিশ পাকিস্তানের পেশোয়ার হইতে খাইবার গিরিপথ হইয়া কাবুল গিয়াছিলাম। জালালাবাদে এক চা-খানায় দড়ির খাটিয়ায় বসিয়া চা খাইবার সময় এক খাছ আফগান খান ছাহেবের সহিত আলাপ হইল। আমি ঢাকার আদমি শুনিয়া তিনি খাটিয়া হইতে লাফ মারিয়া খাড়া হইয়া গেলেন এবং কোলাকুলি করিলেন। আমার দোস্ত ফওরান ক্লিক করিয়া তছবির উঠাইয়া লইলেন।

আমাদের সুবাদে খান ছাহেবের জিয়াদা রগবত ও দিলচসপির কারণ হইতেছে এই যে, তাহার এক ভাই ঢাকায় তেজারতি করিয়া থাকেন। লেহাজা আমরাও তাহার বেরাদর। তাহার বাদে কমছে কম এক এক সের গোশতের চাপলি কাবাব এবং দশ দশ কাপ সবুজ চা খাওয়ার পর আমরা খালাস পাই।

কাবুলে গিয়া নেগেটিভ হইতে পজিটিভ করিয়া দোস্ত যখন তছবিরখানি দেখাইলেন, আমি তাজ্জব বনিয়া গেলাম। আমাকে আদৌ দেখা যাইতেছে না। খান ছাহেবের বিরাট জেছেম, এবং ততোধিক বিরাট জোব্বায় বিলকুল ঢাকা পড়িয়া গিয়াছি। তবে আন্দাজ করা যায়, আমার ছের তাহার ছিনা তক পৌঁছিয়াছে। আরও আন্দাজ করা যায়, খান ছাহেব কিছু একটি জাপটাইয়া ধরিয়াছেন।

আজ ১৯৮৩ ঈছায়ি সনে, ইয়ানে আনকরিব বাইশ সাল বাদে, আচানক আমার সেই তছবিরের কথা ইয়াদ হইল। সোভিয়েত রাশিয়া বিলকুল সেই তরিকায় আফগানিস্তানকেজাপটাইয়া ধরিয়াছে।

খান সাহেবতো থোড়া ঘড়ি বাদ আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। লেকিন রাশিয়া ধরিয়াই রহিয়াছে। তাহার এশকের রগবত এইছা জোরদার যে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়া গেলেও তাহাতে কোনও কমতি দেখা যাইতেছে না। ছাড়িয়া দিবার কোনই আলামত পাওয়া যাইতেছে না।

অথচ আফগানিস্তানও রাজি হইতেছে না। তাহার শেকায়েত ফরিয়াদের আওয়াজ শুনিয়া পাড়াপড়শি আসিয়া ছি! ছি! করিতেছে। নফরত-হেকারত জাহির করিতেছে। লেকিন রাশিয়া কোনই শরম পাইতেছে না। আর পাইবেই বা কেমন করিয়া? পোলান্ড, হাঙ্গেরী, জার্মানীর পর তাহাদের শায়েদ আর কোনও শরমই অবশিষ্ট নাই।

www.pathagar.com

ফিলহাল রোজানা আখবারে যে বয়ান পাইতেছি, তাহাতে আফগান আমলোকের মুছিবতের হকিকত থোড়া আন্দাজ করিতে পারিতেছি। কেননা, আমাদের জংগে আজাদির আমলে পানজাবিরাও এখানে ঠিক ঐ হালতই পয়দা করিয়াছিল।

এই কথা এক রোজ থোড়া জাহির করিয়া বলায় আমার এক দোস্ত বড়ই নাখোশ হইলেন। কহিলেন –মুনশি! যাহা জানো না তাহা লইয়া প্যাঁচাল পাড়িও না।

আমি তাজ্জব হইলাম। কহিলাম–জানিব না কেন? পানজাবিদের মাফিক রাশিয়ানরাও তো দখলদার।

কি বলিলে! আরে বেকুফ, রাশিয়ানরা দখলদার হইবে কেন? আফগান সরকারই তো তাহাদের ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে!

বিলকুল হককথা। লেকিন যাহারা ডাকিয়াছে, তাহারাতো হইতেছে কলাবোরেটর। ইয়ানে দালাল।

দোস্ত চোখ বড় বড় করিয়া তাকাইলেন। কহিলেন–মুনশি! তোমার মগজে দেখিতেছি থোড়া গলিজ জমা হইয়াছে। আজ হাতে সময় নাই। পরে এক রোজ ধোলাই করিয়া দিব।

ঘাবড়াইয়া গেলাম। ঐ কামের জন্য ছেরের খুলি হাতুড়ি মারিয়া ভাংগে, না কুড়ালের কোপ মারিয়া কাটে সেই সুবাদে আমার কোনও আইডিয়া ছিল না। তবে দরদ যে লাগিবে তাহা বুঝিলাম। লেহাজা ছওয়াল করিলাম–ভাই ছাহেব! দরদ কি খুব জিয়াদা লাগে? না আগেই বেহুঁশ করিয়া লয়?

দোস্ত কটমট করিয়া তাকাইলেন। কোনও জবাব দিলেন না।

আমার এই ছাহেবকে আপনারা সকলেই চেনেন। আগে আমার মাফিকই একজন আমলোক ছিলেন। আল্লাহ–রছুল মানিতেন। গরিব–মিছকিনকে লিল্লাহ খয়রাত দিতেন। মাঝে পাঁচ–সাত সাল তাঁহার সহিত আমার মোলাকাত হয় নাই। শুনিতে পাই ঐ মুদ্দতে তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে যে, জাকাত–ফেতরা দিয়া গরিবি হটানো যাইবে না। লেহাজা তিনি তামাম কিছিমের দান–দহেজ বন্ধ করিয়া দিয়া সম্পদের সমবন্টনের কামে হাত দিয়াছেন। এবং পয়লা কদমে নিজের হিস্যার ইন্তেজাম করিয়া, ইয়ানে ঢাকা শহরে দুইখানি উমদা মাকান, একখানি মোটরগাড়ি এবং একজন নওজোয়ান দুছরা বিবি কবুল করিয়া এখন দুছরা তামাম লোকের হিস্যা কিভাবে বন্টন করা যায়, তাহার ফন্দি ফিকির তালাশ করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি তরক্কি-পছন্দ ইয়ানে প্রগতিশীল

www.pathagar.com

হইয়াছেন।

লেকিন উহা সব কানকথা। কোনও দলিল সাবুদ নাই। তাই ছওয়াল করিলাম– দোস্ত, আগে তো নামাজ–কালাম পড়িতে। এখনও জারি রাখিয়াছ তো?

তিনি হাসিলেন। কহিলেন না, ওসব এখন আর বিশ্বাস করি না। মহামতি লেনিন বলিয়াছেন ধর্ম হইতেছে আমলোকের আফিম! নেহাল–তরক্কির প্রধান অন্তরায়। ধর্ম ও সমাজতন্ত্র সহঅবস্থান করিতে পারে না।

–তাহা হইলে ঐ যে শুনিতে পাই সোভিয়েত রাশিয়ায় দীনপরস্ত আদমি, ইয়ানে যাহারা ধর্মে বিশ্বাস করে, তাহারা সরকারী নোকরি পায় না, পার্টির মেম্বার হইতে পারে না, তাহা কি তাহা হইলে ছহি?

–বিলকুল ঝুট। সম্পূর্ণ মিথ্যা। উহা হইতেছে পাশ্চাত্য জগতের প্রোপাগান্ডা।

–তাই হইবে। কেননা, ফিলহাল কেহ কেহ নিজের চোখে সরেজমিনে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে, সেখানে দ্বীনধর্ম পুরাদস্তুর চলিতেছে।

–তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখ, পাশ্চাত্য প্রোপাগান্ডা কতখানি মিথ্যা!

–তাহা হইলে দোস্ত, হজরত লেনিনের ফতোয়া কি তাঁহার নিজের মুলুকেই অচল হইয়া গিয়াছে?

তিনি চোখ তুলিয়া চাহিলেন। না, কটমট করিয়া নহে। করুণার নজরে। কেননা, ইহা অপেক্ষা আমার নাদানির উমদা আলামত আর কি হইতে পারে!

বুঝিলাম, আর এক মরতবা ফাউল হইয়া গিয়াছে। আরও বুঝিলাম, দোস্ত ছাহেব হাচাই দ্বীন বদল করিয়া ফেলিয়াছেন। বেয়াদব আদমিলোকে বলিয়া থাকে, তিনি যে নয়া দ্বীন কবুল করিয়াছেন, তাহার নাম হইতেছে কম্যুনিজম। কিতাব হইতেছে ডাস ক্যাপিটাল, কেবলা হইতেছে মসকো; এবং তিনি এখন হজরত কার্ল মার্কস ছাহেবের উম্মত। ইয়ানে তিনি অনেক কিছুই বদল করিয়া ফেলিয়াছেন, ছেরেফ একটি চিজ ছাড়া। উহা হইতেছে তাঁহার এছমে শরিফ। এখনও তিনি তাঁহার ওয়ালেদ ছাহেবের দেওয়া সেই ব্যাকডেটেড ইসলামী নামই বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। এবং আদৌ শরমিন্দা হইতেছেন না। তাজ্জবের কথা!

দ্বীন বদল করিলে তো নামও বদল হয়। হরিপদ হায়দার হয়, জগুরাম জোসেফ হয়। লেকিন শামছুদ্দিন শামস্কায়া উদ্ভিনভ হয় না কেন?

খায়ের। তবে দোস্ত ছাহেব খোদগরজি হইয়া বদল না করিলেও একটি বদলি নাম

www.pathagar.com

তাঁহার কেমন করিয়া যেন চালু হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য হইলেও বলা জরুরী বলিয়া মনে করিতেছি যে, তিনি একজন জবরদস্ত বুজর্গ। ইয়ানে বুদ্ধিজীবী। এবং সেই দর্জায় রোজানা আখবারে হামেশা তাঁহার নাম ছাপা হইয়া থাকে। বাঁকা রাস্তা সোজা করার জরুরত হইতে শুরু করিয়া আখবারের আজাদি ও ইনছানের হক হুইয়া ইস্তক ফাঁসির আসামী খালাসের দাবী অগায়রা নানান সুবাদেই তিনি হামেশা থোড়া বহুত বয়ান জারি করিয়া থাকেন। ঐ সকল এজমালি বয়ান আলবত দানা পাঠক ছাহেবানের নজরে পড়িয়া থাকিবে। এবং নামটিও তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন। এখন ছেরেফ ধরাইয়া দিলেই ধরিতে পারিবেন। আবদুর রাশিয়া।

ঐ যে বলিয়াছি, আপনারা সকলে তাঁহাকে চেনেন, ঝুট বলি নাই, হাচাই বলিয়াছি। তাই না?

এককালে থোড়া রোজ নামাহ-নিগারের নোকরি করিয়াছি বলিয়া আখবারের আজাদির কথা শুনিলে বড়ই দিলচসপি বোধ করিয়া থাকি। লেহাজা, ফিলহাল যখন একরোজ রোজানা আখবারে ঐ কিছিমের একটি এজমালি বয়ান দেখিলাম এবং উহাতে দোস্ত ছাহেবের নাম দেখিলাম, তখন বড়ই খুশি হইলাম। এরাদা করিলাম, তাঁহার সহিত এই সুবাদে থোড়া বাতচিত করিব। লেকিন খবর লইয়া জানিতে পারিলাম তিনি মসকো ছফরে গিয়াছেন। সেখানে নাকি শান্তি কমিটির জরুরী মিটিং আছে। তাজ্জবের কথা!

তামাম হানাদার দখলদারের খাছলত খাছিয়ত কি তাহা হইলে একই কিছিমের হইয়া থাকে? পানজাবিরা যখন আমাদের এই বাংলাদেশে আম-কোতল এবং পয়মাল ছয়লাব চালাইতেছিল, তখন তাহারাও মোকামে মোকামে ঐ কিছিমের শান্তি কমিটি কায়েম করিয়াছিল। আন্দাজ করিলাম, আফগানিস্তানের আমলোকের উপর দুই লাখ রুশি সৈনিকের জঙ্গি জুলুম জোরদার হওয়ার পরই শায়েদ শান্তি কমিটির ঐ জরুরী মিটিং-এর জরুরত হইয়া পড়িয়াছে। শুনিলাম, দোস্ত ছাহেব মসকো হইতে কাবুল যাইবেন। এবং সেখানে পারমাণবিক যুদ্ধ বিরোধী দুছরা এক শান্তি সম্মেলনে শরিক হওয়ার পর মুলুকে ওয়াপস আসিবেন।

রাশিয়া হইতেছে হজরত কার্ল মার্কস ছাহেবের উম্মতদের মুলুক। তাঁহার "ডাস ক্যাপিটাল" কিতাবে যেমন যেমন বয়ান আছে, তাঁহার দুইজন মশহুর খলিফা হজরত লেনিন ও হজরত স্ট্যালিন সেখানে ঠিক সেই মোতাবেক হুকুমত কায়েম করিয়াছেন। ইয়ানে আইন-কানুন, বাঁধন-কষণ এইছা জিয়াদা ও জোরদার হইয়াছে যে, কাহারও আর কোনও আওয়াজ করার মওকা নাই। এই সুবাদে একটি লতিফা ইয়াদ হইতেছে।

www.pathagar.com

জনাব নিকিতা ক্রুশেভ গদিনশিন হওয়ার পর মসকোয় একটি শানদার জলছার ইন্তেজাম করেন। সেখানে তকরির ফরমাইতে গিয়া তিনি হজরত স্টালিনের কায়-কারবারের তীব্র সমালোচনা করিতে থাকেন। আচানক পিছনের সারির দর্শকদের অন্দর হইতে একজন বলিয়া ওঠেন,এইসব শেকায়েত আপনি তখন জাহির করেন নাই কেন?

ক্রুশেভ বলিলেন কে? কে কথা বলিলেন? উঠিয়া দাঁড়ান।

লেকিন কেহই খাড়া হইল না। কোনও আওয়াজও পাওয়া গেল না। ক্রুশেভ তখন মুচকি হাসিয়া কহিলেন আমিও ঠিক এই কারণেই তখন জবান খুলি নাই।

লতিফা অবশ্য লতিফাই। তাহার কোন ছহি হদিশ পাওয়া যায় না। লেকিন তাহার পোষকতায় গাওয়া সাবুদ পাওয়া যায়। গান গাহিতে, বেহালা বাজাইতে, খেলা করিতে, অথবা সম্মেলনে শরিক হইতে রাশিয়ার আদমিলোক বাহিরে আসিয়া আর যে ওয়াপস যাইতেছে না, তাহার কারণতো হইতেছে ঐ একটিই। বোরিস পাষ্টারনাক, শাখারভ, সোলঝেনিতছিন, এবং এমন কি খোদ হজরত জোসেফ ষ্ট্যালিনের লাড়কি শভেতলানা আলিলুয়েভা নানা ফন্দিফিকির করিয়া যে তাঁহাদের বাড়িঘর খেশ- কুটুম ছাড়িয়া রাশিয়া হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাহার আসল কারণতো ঐ ক্রুশেভ ছাহেবের লতিফাতেই পাওয়া যাইতেছে। অথচ তাজ্জবের কথা হইতেছে এই যে, ভলগার পারে বৃষ্টি হইলে যাহারা পদ্মার পারে ছাতা মেলিয়া ধরেন, আখবারের আজাদি, জবানের আজাদি, ইনছানের হক অগায়রা সুবাদে তাঁহাদের তড়পানির আর কোনও সীমা সরহদ নাই। তাঁহারা যদি মেহেরবানি করিয়া তাঁহাদের ঐ রুহানি মুলুকে যাইয়া আন্দোলন ইনকিলাব করিয়া ঐ সকল হক আজাদি সেখানে কায়েম করিয়া বাংলাদেশে আসিয়া তাহার নজির দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কতই না উম্‌দা কাম হইত! তখন তাঁহাদের আর তকলিফ করিয়া এজমালি বয়ান জারি করিতে হইত না। কেননা, নছিহত অপেক্ষা নজিরই বেহেতর।

এই সুবাদে আর একটি কথা ইয়াদ হইতেছে। কম্যুনিস্ট হুকুমতে নাকি কাহারও রুটি-কাপড়া-মাকানের আকাল হয় না। কাপড়া-মাকানের খবর পাই নাই, লেকিন রুটির জন্য সোভিয়েত রাশিয়া বেদ্বীন ইয়ানে গায়ের কম্যুনিস্ট মুলুক আমেরিকা হইতে হরসাল যে লাখ লাখ টন খোরাক আমদানী করিয়া থাকে তাহার খবরতো রোজানা আখবারেই বাহির হইয়া থাকে। বাংলাদেশে সোভিয়েত ছফির জনাব ভিপি ষ্টেপানভ ছাহেব অবশ্য ফিলহাল উহার একটি তফছির দিয়াছেন। তিনি ফরমাইয়াছেন, উহা খোরাকবটে। লেকিনজানোয়ারের। ইনছানেয়নয়।

লেহাজা দেখা যাইতেছে যে, রাশিয়ায় শায়েদ জানোয়ারদের জন্য এখনও কম্যুনিজম

www.pathagar.com

কায়েম হয় নাই। অথবা সেখানে যে ফসল পয়দা হইতেছে, আদমিলোকেরা তাহা তো খাইতেছেই, এমন কি তামাম ঘাস খড় বিচালিও খাইয়া ফেলিতেছে। জানোয়ারদের জন্য আর কিছুই রাখিতেছে না। অথবা রাখিতে পারিতেছে না।

আমি যে দ্বীন বদল করিতে চাই না, ইহা হইতেছে তাহার একটি বড় কারণ। ঘাস, খড় অথবা বিচালি আমি বিলকুল হজম করিতে পারি না।

আমার দোস্ত ছাহেব এখনও ওয়াপস আসেন নাই। তবে আসিয়া তিনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি আগাম জানিতে পারিয়াছি।

আগে ইসলামের নামে হাশেমা বেহুঁশ হইতেন। ফিলহাল কম্যুনিজমের নামে বেহুঁশ হইয়া থাকেন এবং হুঁশ ফিরিলেই ইসলামের গায়ে খোঁচাখুচি মারিয়া থাকেন। এই কিছিমের একজন নয়া তরক্কি-পছন্দ আদমি ফিলহাল রুশি রুপিয়ায় রাশিয়া ও আফগানিস্তান ছফর করিয়া আসিয়াছেন। এবং আসিয়াই একখানি কিতাব পয়দা করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি উহা পড়িয়া দেখিয়াছি। উহার নাম "ছহিবড় ঝুট কিতাব" হইলেই শায়েদ জিয়াদা মানানসই হাত। কেননা তিনি ফরমাইয়াছেন যে, আফগানিস্তানে দুই লাখ রুশি সৈন্য থাকা, তাহাদের দেড় লাখ আফগান মুসলমান কোতল করা, চার লাখ মরদ-আওরত বালবাচ্চাকে উৎখাত করিয়া মোহাজের বানাইয়া দেওয়া, আফগান মুজাহিদ ফৌজের লড়াই করা অগায়রা অগায়রা তামাম খবর ঝুট। বেবুনিয়াদ। তামাম আফগানিস্তানে তিনি একজনও রুশি সৈন্য দেখিতে পান নাই। একটিও গুলির আওয়াজ শুনিতে পান নাই। বাজার-ঘাট ক্ষেত কাশতকারি অফিস-আদালত বিলকুল মামুলি তরিকায় চলিতেছে।

আচানক আমার সেই পানজাবি এলান ইয়াদ হইল। আমাদের জঙ্গে আজাদির আখেরি হপ্তায় যখন লাট ছাহেবের মাকানের উপর আছমান হইতে বোমা গিরিয়া পড়িতেছে, তখনও রেডিও এলান করিতেছে-তামাম হালত বিলকুল মামুল পর জারি হ্যায়!

তবে তরক্কি-পছন্দ ছাহেব একটি খবর দিতে শায়েদ ভুলিয়া গিয়াছেন। আফগান মুসলমানগণ খুশি খোশনুদ হইয়া ঘাস খাইতে শুরু করিয়াছে , এই জরুরি খবরটি আমি তাঁহার কিতাবের কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।

আফগানিস্তান আমার ভালবাসা, নভেম্বর ১৯৮৩।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা,

www.pathagar.com

মুছল্লির ফতোয়া

গুজাস্তা হফতায় আমার দশ সাল উমরের এক ভাতিজাকে লইয়া এক নয়া মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করিতে গিয়াছিলাম। জুমার নামাজ আমি ফি হফতায় নয়া নয়া মসজিদে আদায় করার কোশেশ করিয়া থাকি। তাহার ফলে দুছরা মহল্লার বাশিন্দাদের সহিত মোলাকাত হইয়া থাকে, এবং কোনও কোনও সময় দুই-একজন পুরানা ইয়ার-দোস্তের সহিত আচানক মোলাকাত হইয়া যাওয়ায় তাহাদের খোঁজ-খবর পাওয়ারও মওকা হইয়া যায়। মসজিদটি আমাদের মহল্লা হইতে থোড়া দূরে বলিয়া ভাতিজাকে লইয়া থোড়া আগেই রওনা হইয়াছিলাম, এবং হাজির হওয়ার পর দেখিলাম নামাজ শুরু হইতে তখনও আনকরিব এক ঘড়ি সময় বাকি আছে। লেহাজা আমরা আমান-এতমিনানের সহিত ওজু করিয়া লইলাম।

মসজিদের সিঁড়িতে কদম রাখিতে যাইতেছি, এমন সময় একখানি সাইনবোর্ড নজরে পড়িল। জুতা-ছাতা নিজ হেফাজতে রাখিবেন। আমার দেখাদেখি ভাতিজাও উহা পড়িয়া ফেলিল, এবং বাচ্চালোকের খাছিয়ত মোতাবেক আমাকে ছওয়াল করিতে লাগিল। চাচাজান। জুতা কি তাহা হইলে মসজিদের অন্দরে লইয়া যাইব?

– হ্যাঁ বেটা। হুকুম তো ঐ রকমই দেখিতেছি।

– মসজিদ তো পাক জায়গা। জুতা রাখিলে নাপাক হইয়া যাইবে না?

– না না, তাহা হইবে কেন? আল্লাহর ঘর কিনা, সহজে নাপাক হয় না।

– অন্দরে কোথায় রাখিব?

– দুছরা তামাম মুছল্লি যেখানে রাখে। সামনে।

– তাহা হইলে তো জুতাকে সেজদা করিতে হইবে?

– হ্যাঁ, থোড়া-বহুত ঐ কিছিমের মালুম হইতে পারে বটে, লেকিন আসলে আমরা আল্লাহকেই সেজদা করিব।

– নাপাক জুতা বাহিরে রাখিলেই তো বেহতের হয়।

– চুরি হইয়া যাইতে পারে।

– কেন? চোরেরা কি নামাজ পড়িতে আসে?

– হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসে।

– যাহারা নামাজ পড়ে, তাহারা চুরি করে কেন?

এই ছওয়ালের জবাব আমার জানা ছিল না। লেহাজা তম্বিহ করিয়া কহিলাম – বাকোয়াজ থামাও। অন্দরে চল। ভাতিজা শরমিন্দা হইয়া খামোশ হইয়া গেল। আর কোনও ছওয়াল করিল না।

থোড়া ঘড়িবাদ সুন্নত নামাজে খাড়া হইয়াছি। এমন সময় পিছনের কাতার হইতে

www.pathagar.com

একজন জবরদস্ত কিছিমের মুছল্লি ভাতিজার দস্ত পাকড়াইয়া হ্যাঁচকা টান মারিয়া কহিল– এই বাচ্চা! পিছনে যাও! আমি মুছল্লি ছাহেবের শির হইতে কদম এক মরতবা দেখিয়া লইলাম। তারপর আদবের সহিত কহিলাম – কেন?

– নাবালক সামনে থাকিলে নামাজ হয় না।

– আপনি কি নাবালককে সেজদা করিবেন?

– বাহাছ করিবেন না। বাচ্চাকে সরাইয়া দিন।

বাহাছ নয়। মনতেকের কথা। জুতাকে সেজদা করিলে যদি নামাজ হয় তাহা হইলে নাবালক সামনে থাকিলে নামাজ হইবে না কেন? আর বাচ্চাদের ট্রেনিং দেওয়ারও তো জরুরত আছে!

আমাদের ছওয়াল–জবাব শুনিয়া ভাতিজা তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিল। তাহাকে কেন নামাজ পড়ার এজাজত দেওয়া হইবে না, তাহা সে কিছুতেই মালুম করিতে পারিতেছিল না। তাহার চোখে–মুখে অসহায় নাচারি হালত ফুটিয়া উঠিল। সে ভয়ে ডরে আমার নজদিকে সরিয়া আসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, চাচাজান! আমি তো মুসলমান। তবু আমাকে নামাজ পড়িতে দিতেছে না কেন?

বহুত খতরনাক ছওয়াল। জবাব জানা ছিল না বলিয়া এই দুছরা মরতবা লা–জবাব হইয়া গেলাম। দশ সালের বাচ্চার নিকট যে এইভাবে শরমিন্দা হইতে হইবে, তাহা কখনও আন্দাজ করি নাই। যে ইসলাম উদার, যে ইসলাম আমানের দ্বীন, যে ইসলাম কাহারও দিলে চোট দিতে নিষেধ করিয়াছে, সেই ইসলামকে এই কিছিমের ছুরতে জাহির করা হইতেছে কেন? ইসলামের ছোহবত হইতে মুসলমানের আওলাদকে ফারাক করার কোশেশ করা হইতেছে কেন? কোনও ছওয়ালেরই জবাব তালাশ করিয়া পাইলাম না। খেয়াল করিয়া দেখিলাম, সেই জবরদস্ত মুছল্লি ছাহেব ইসলামের হেফাজত করার জঙ্গী জেহাদী জোশ লইয়া আমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন। আমার জঙ্গ করার কোনও খায়েশ ছিল না। লেহাজা ভাতিজার দস্ত পাকড়াইয়া মুছল্লি ছাহেবের ইসলামকে হেফাজত করার রাহা খোলাছা করিয়া দিয়া পিছনের কাতারে চলিয়া গেলাম। এই কিছিমের কত মুছল্লি যে হররোজ কত মুসলমানের আওলাদকে ইসলাম হইতে তফাতে হটাইয়া দিতেছেন, তাহার তায়দাদ শায়েদ ছেরেফ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন। কিচ্ছা কিন্তু এইখানেই খতম হয় নাই।

খেয়াল করিয়া দেখিলাম, মসজিদে অনেক নওজোয়ান মুছল্লি শামিল হইয়াছে। তাহাদের লেবাস–পোশাকে হাল–জামানার হাওয়া লাগিয়াছে। রংদার প্যান্ট, জিয়াদা রংদার কামিজ, লম্বা লম্বা চুল এবং চওড়া কোমরবন্দ। দেখিয়া দিল খোশ হইয়া গেল। ছেরেফ কয়েক সাল আগেই এই কিছিমের নওজোয়ানেরা রাহাজানি করিয়াছে, হাইজ্যাক করিয়াছে, রাস্তাঘাটে আওরতের বেইজ্জতি করিয়াছে, এবং মুরব্বীদের সঙ্গে

www.pathagar.com

বেয়াদবি করিয়াছে। ফিলহাল তাহারা মসজিদে আসিতেছে দেখিয়া আল্লাহর দরবারে শোকর গোজারি করিলাম। লেকিন থোড়া ঘড়ি বাদ এমন একটি ঘটনা নজরে পড়িল, যাহাতে ছাফ ছাফ মালুম হইয়া গেল যে, এই নওজোয়ানদেরও মসজিদ হইতে তফাতে হটাইবার জন্য পাকাপোক্ত ইন্তেজাম হইয়া গিয়াছে।

একজন পোক্ত কিছিমের মুছল্লি এক নওজোয়ানের আধা আস্তিন কামিজের পাশ ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দিয়া এরশাদ ফরমাইলেন – এই কামিজ পরা মকরূহ। ইহাতে নামাজ হয় না। দুছরা এক মুছল্লি দুছরা এক নওজোয়ানের প্যান্ট ধরিয়া একই তরিকায় টান মারিয়া ফরমাইলেন – ঝুল জিয়াদা হইয়া গিয়াছে। নামাজ হইবে না।

তাহারা দেখিলাম শরমিন্দা হইয়া শির নিচু করিয়া নেহায়েত নাচারি হালতে দুছরা কাতারে সরিয়া গেল। আলামত দেখিয়া মালুম হইল যে, আয়েন্দা হফতায় তাহারা অন্তত এই মসজিদে আর জুমার নামাজ আদায় করিতে আসিবে না।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিয়া সুন্নত নামাজ পড়া হইয়া গেল। ইমাম ছাহেব পাগড়ি বাঁধিয়া মিম্বরের উপর খাড়া হইয়া খোতবা পড়িতে লাগিলেন। কয়েক লহমার মধ্যে ফোঁসফোঁস আওয়াজ শুনিয়া পাশ ফিরিয়া দেখিলাম এক মুছল্লি ছাহেব মাশাআল্লাহ এতমিনানের সহিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এবং গড়াইয়া গড়াইয়া আমার ভাতিজার গায়ের উপর পড়িতেছেন। মুছল্লি সম্পর্কে তাহার দিলে তো আগেই ডর পয়দা হইয়া গিয়াছিল। এখন সে আরও জড়সড় হইয়া গেল। আমি এক গুঁতা মারিয়া তাহার নিঁদ টুটাইয়া দিতেই তিনি লাল চোখ মেলিয়া এক নজর দেখিয়া লইয়াই দুছরা দিকে মুখ ফিরাইলেন। ভাতিজা জিয়াদা জড়সড় হইয়া আমার আরও কাছে সরিয়া আসিল।

খেয়াল করিয়া দেখিলাম, এক গুঁতায় এই ছওয়ালের ফয়ছালা করা যাইবে না। বহুত গুঁতার জরুরত আছে। কেননা, মুছল্লি ছাহেবানের অনেকেই ঘুমাইতেছেন। লেকিন আমার একার পক্ষে অত গুঁতা মারার হিম্মত হইল না। লেহাজা মানে–মতলব না বুঝিলেও খামোশ হইয়া খোতবা শুনিতে লাগিলাম। ইমাম ছাহেব আয়েন–গায়েনের বাহার খেলাইয়া সুর করিয়া তেলাওয়াত করিতেছেন। আলামত দেখিয়া মালুম হইল যে, তিনি নিজেও শায়েদ মানে–মতলব তেমন জিয়াদা হাছিল করিতে পারিতেছেন না। আমাদের মওজুদা হুকুমত খোতবা সংস্কারের যে ফয়ছালা করিয়াছেন, তাহা জারি হইলে একটি বহুত উমদা কাম হইবে। ইমাম ছাহেবের তকলিফ এবং মোক্তাদি ছাহেবানের নিঁদ মাশাআল্লাহ খোদ–বা–খোদ টুটিয়া যাইবে। তখন আর কোনও গুঁতার জরুরত হইবেনা।

আজাদ, ১১ই নবেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

পটভূমি

মুসলিম, ইসলাম অগায়রা আলফাজ শুনিলেই যাহারা মুছিবত হইল, গজব হইল বলিয়া চিল্লাইয়া বাজার গরম করিয়া থাকে তাহারা যে মুসলমানের দোস্ত নয়, তাহা শায়েদ আর তফছির করিয়া বয়ান করার জরুরত নাই। এবং বাংলাদেশে যাহারা এই কিসিমের তুলকালাম করিয়া থাকে, তাহাদের দিলের অন্দরে যে একটি খতরনাক ছিয়াছি মতলব কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাও কিয়াছ করিতে তেমন তকলিফ হয় না। কেননা, বাংলাদেশের অধিকাংশ বাশিন্দা হইতেছে মুসলমান। তাহারা হিন্দুস্থানী কওমিয়াতের বাহিরে নিজেদের তাহাজীব-তমদ্দুন ও ঈমান-আকিদা মোতাবেক একটি আজাদ ও খোদমুখতার কওম হিসাবে জিন্দা থাকিবে, তাহা কোনও কোনও মহল বিলকুল বরদাশত করিতে পারিতেছে না। খাছ করিয়া এই মুলুককে গায়ের মুলুকের গোলাম বানাইবার এরাদায় তাহারা যে কোশেশ করিয়াছিল, ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর তাহা নাকাম হইয়া যাওয়ায় তাহাদের গোশ্বা জিয়াদা ছে জিয়াদা বাড়িয়া গিয়াছে। লেকিন আওয়াম লোকের ডরে জাহেরি হালতে কিছু বলিবার হিম্মত না করিলেও গায়েবি হালতে থাকিয়া মওকামত তাহারা চোরাগুপ্তা খোঁচাখুচি হামেশা চালাইয়া যাইতেছে। ফিলহাল কয়েকখানি লিটল ম্যাগাজিন পড়িতে যাইয়া তাহাদের এই খতরনাক চালাকির কিছু আলামত আমার নজরে পড়িয়াছে।

'পটভূমি' এই কিছিমের একখানি মাসিক কাগজ। "প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ সপ্তাহে বের হয়" বলিয়া এলান করা থাকিলেও জুলাই ও আগষ্ট মিলাইয়া একটি মাত্র সংখ্যা বাহির হইয়াছে। ইহা হইতেছে ছয় নম্বর বালাম। সালের কোনও তায়দাদ দেওয়া হয় নাই। লেহাজা মালুম হইতেছে যে, উহার উমর এখনও এক সালই পুরা হয় নাই। লেকিন মুসলিম ও ইসলাম আলফাজ শুনিয়া ঢাকার এই নাবালকটি যেভাবে তড়পাইয়াছে, তাহা দেখিয়া খিলাড়ির হাতের লাল কাপড় দেখার পর স্পেন মুলুকের ষাঁড়ের কথাই ইয়াদ হইয়া যায়। মোহতারেমা রাজিয়া সুলতানার লেখা "কথাশিল্পী নজরুল" নামক একখানি কিতাবের সমালোচনা করিতে যাইয়া সাঈদ-উর রহমান নামক জনৈক মুসলমান বলিয়াছেন- "পরিশিষ্টের উপন্যাস তালিকাটি গুরুত্বপূর্ণ দুই কারণে। এখানে অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে মুসলমান রচিত বাংলা উপন্যাসের যে তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছেন, তা অনেকের কাছে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এর দ্বারা তিনি সাহিত্য সমালোচনার যে ধারাটির অনুসরণ করেছেন, তা প্রতিক্রিয়াশীল ও পরিত্যাজ্য। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার যে, পাকিস্তান আমলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারিত মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, মুসলিম বাংলা

www.pathagar.com

প্রভৃতি ধারণাগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে কম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেনি, এবং এখনও এ ধারার অনুসারীরাই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কালোহাত বিস্তার করে চলেছে।"

মুসলিম রচিত উপন্যাসের ছেরেফ একটি ফর্দ দেখিয়াই যাহার দিলের মধ্যে এই কিছিমের বাতচিত উথালপাথাল করিতে পারে, তিনি যে "এপার বাংলা ওপার বাংলা এক বাংলা, এক সংস্কৃতির" কোন দর্জার শাগরেদ, তাহা শায়েদ বিনা তকলিফেই ফাহাম করা যাইতে পারে।

একই ছিলছিলার দুছরা একজন শাগরেদ হইতেছেন জনৈক আসহাবুর রহমান। বাংলাদেশী কওমিয়াতকে এনকার করিয়া তিনি বাঙ্গালী হওয়ার খায়েশে এইছা নাছবুর ও বেচায়েন হইয়া পড়িয়াছেন যে, 'বক্তব্য' নামক সেপ্টেম্বর মাহিনার একখানি নাবালক লিটল ম্যাগাজিনে 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সমস্যা' নামে একটি এলেমদারি প্রবন্ধই ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার আফছোছ হইতেছে এই যে, "জাতি গঠনের সমস্ত উপাদান বাংলাদেশে বহু দিন ধরে বিদ্যমান থাকলেও তা সংবাদ হয়ে সব বাংলা ভাষাভাষীকে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি।" এই আহাজারির পোষকতায় তিনি নানান কিছিমের নছিহত ফরমাইয়াছেন। থোড়া নমুনা দিলেই তাঁহার আসল মতলব মকছুদ ছাফ ছাফ মালুম করা যাইবে।

"ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের, বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্যই হচ্ছে অবিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিত করা।"

"হিন্দুযুগ ও মুসলিমযুগ নামে ভারতের ইতিহাসের কৃত্রিম ও অবৈজ্ঞানিক পর্বাধ্যায় করে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে।"

"স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা স্বাধীন বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি সেকুলারবাদ বলে ঘোষণা করেন। তারা বাংলাদেশের সমাজ জীবন থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিলুপ্তিও ঘোষণা করেছিলেন। বর্তমান রাষ্ট্রনেতারা সংবিধান থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে সেকুলারবাদ, এ দুটোই তুলে দিয়েছেন। এসব কার্যক্রম বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে।"

"বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে এ জন্যই যে, বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যশ্রেণীর শাসন-শোষণ ও কর্তৃত্ব নিরাপদ রাখতে সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার অপরিহার্য। তারা নিজেদের যথেষ্ট নিরাপদ ভাবছেন না বলেই ঐ পরীক্ষিত অস্ত্রটির পুনঃপ্রয়োগ করেছেন।"

www.pathagar.com

ইহা কাহাদের জবান? কিসের আওয়াজ? কিসের আলামত? ইসলাম ও মুসলমানের নাম শুনিলে যাহারা গোশ্বায় লাল হইয়া ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে শিং তুলিয়া হামলা করিতে আসে, তাহারা নয় কি? বাংলাদেশী কওমিয়াতকে এনকার করিয়া দুই বাংলাকে এক করার খোয়াবে বিভোর হইয়া যাহারা এখনও বাঙ্গালীপনার নৃত্য করিতেছেন, তাহারা নয় কি? ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের সেই শিকস্ত বরবাদ হওয়া মহলের আওয়াজ নয় কি? আসহাবুর রহমান ছাহেবরা ইনশাআলাহ এতমিনানের সহিত ধরিয়া লইতে পারেন যে, তাহাদের এই আহাজারি আহাজারিই থাকিয়া যাইবে, জিয়াদা ছে জিয়াদা উহা জানকান্দানিতে পরিণত হইতে পারে। লেকিন মুসলমানেরা মুসলমানই থাকিবে। সেকুলারিজমের ফাঁদে তাহারা আর কদম রাখিবে না। তাহাদের বাংলাদেশী কওমিয়াতও আর বাঙ্গালী কওমিয়াতে পরিণত হইবে না।

দুছরা কিছিমের আর একখানি লিটল ম্যাগাজিনের নাম হইতেছে 'ঢাকা'। এই হফতাওয়ারি কাগজে ছেরেফ শের ছাপা হয়। হাল জামানার শের আমি আবার বিলকুল মালুম করিতে পারি না। কেন না খুনের রং যে কেমন করিয়া ছফেদ হইতে পারে, দরিয়ার পানি যে কেমন করিয়া হলুদ হইতে পারে, অথবা ভুক লাগিলে কোনও আদমি যে কেমন করিয়া মানচিত্র খাইতে পারে, তাহা বহুত কোশেশ করিয়াও আমি আন্দাজ করিতে পারি না। লেহাজা ঐ কাগজের কোনও শের সম্পর্কে কোনও বয়ান জারি করার কোন কাবেলিয়াত আমার নাই। কাগজটির যে আজব খাছিয়ত আমার নজরে পড়িয়াছে, তাহা হইতেছে উহার তারিখ—"২৭শে ভাদ্র, ১১৬ রবীন্দ্রাব্দ।"

জিন্দা থাকিলে খোদ রবীন্দ্রনাথও শায়েদ শরমে তাঁহার লম্বা সফেদ দাড়ি দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেন!

ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরিয়া আওরতের মাফিক দোদুল দুলিয়া শান্তিনিকেতনীপনা করার একটি রেওয়াজ কোনও কোনও মহলে এখনও চালু আছে বটে, লেকিন ইহা কোন কিছিমের খাছিয়ত?

রবীন্দ্রনাথকে বুনিয়াদ হিসাবে ধরিয়া দুই বাংলাকে এক বাংলা বলিয়া সাবুদ করার জন্য ইহা কোনও নয়া কৌশল নয়তো?

আজাদ, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

আম্মাজানের ছুরত

হাবুল ওয়াতন, ইয়ানে মুলুকের প্রতি মোহাব্বতের সহিত আম্মাজানের প্রতি মোহাব্বতের তমছিল যে কেন দিতে হয়, তাহা আমি বহুত কোশেশ করিয়াও মালুম করিতে পারি নাই।

সব আদমি তাহার মুলুককে মোহাব্বত করে, আব্বাজানকে মোহাব্বত করে, আওলাদকে মোহাব্বত করে, বিবি শওহরকে মোহাব্বত করে, শওহর বিবিকে মোহাব্বত করে। এমনকি উমদা খানা, শানদার লেবাস, নয়া মাকান, দখিনা হাওয়া, ফুল বাগিচা, অগায়রা নানান কিছিমের চিজের প্রতিও তাহার মোহাব্বতের কোনও কমতি নাই। লেকিন দুছরা কোনও ক্ষেত্রে তাহাকে এক মোহাব্বতের সহিত দুছরা কোনও মোহাব্বতের তমছিল দিতে দেখা যায় না। কেহ বলে না যে, দখিনা হাওয়াকে আমি বিরিয়ানীর মাফিক ভালবাসি। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, এক এক চিজের তাছির এক এক কিছিমের, এবং আদমির মোহাব্বত সেই তাছির মোতাবেকই জারি হইয়া থাকে। একটির সহিত দুছরাটির কোনও তমছিল চলিতে পারে না। জোর করিয়া চালাইতে গেলে তাহাতে হাসির খোরাক পয়দা হইয়া থাকে মাত্র। লেকিন তাজ্জবের কথা হইতেছে এই যে, মুলুক ও আম্মাজানের দরমিয়ানের এই আজগুবি হাস্যকর তমছিলের ব্যাপারটি আমাদের কোনও কোনও শায়েব-কাতিব আদৌ খেয়াল করিয়া দেখেন না। মুলুকের প্রতি মোহাব্বতের কথা উঠিলেই তাহারা দশভুজ্যা দুর্গাদেবী ছাহেবার বুতের সামনে পুজায়রত পুরোহিত ছাহেবের মাফিক মা মা বলিয়া একেবারে গলিয়া পড়েন। বিলকুল জ্বলন্ত মোমবাতির মোম বরাবর।

ফিলহাল রেডিওতে এই কিছিমের দুইটি তারানা শুনিয়া আমার এই সব বাতচিত ইয়াদ হইতেছে। পয়লা তারানাটির পয়লা কালাম হইতেছে- "একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী"। দুছরা কোন কালাম আমার ইয়াদ নাই এবং তাহার শায়েদ কোনও জরুরতও নাই। আমি যাহা বয়ান করিতে চাহিতেছি তাহার জন্য এই একটি কালামই শায়েদ কাফি হইবে।

বাংলাদেশের দেহাত ইয়ানে পল্লী এলাকা বহুত খুবছুরত। গাছপালা, নদনদী, খালবিল, ফসলের মাঠ, দেহাতী লোকের মাকান, ঝোঁপঝাড়, তালগাছ অগায়রা দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। জান তর হইয়া যায়। ইহা যিনি পয়দা করিয়াছেন তাঁহার কুদরত ও রহমতের কথা খোদ বা খোদ ইয়াদ হইয়া সরফরাজি ও এহসানমন্দিতে শির নত হইয়া আসে। লেকিন এই তারানাটি যিনি পয়দা করিয়াছেন, সেই শায়ের ছাহেবের তাহা হয় নাই। তাহার ইয়াদ হইয়াছে তাহার আম্মাজানের কথা। শায়ের

www.pathagar.com

ছাহেবের আম্মাজান কতখানি খুবছুরত ছিলেন, তাহা আমি ঠিক ওয়াকিফ নহি। লেকিন তিনি নিজেই যখন জোর দিয়া বলিতেছেন, তখন কবুল করিয়া লইলাম যে ঐ মোহতারেমা বহুত খুবছুরত ছিলেন। ইহা কবুল করিয়া লইতে আমার কেমন যেন তকলিফ হইতেছে। কেননা, আদমিতে আদমিতে, নদীতে নদীতে বা দরখতে দরখতে ছুরতের তমছিল দেওয়ার যে রেওয়াজ আছে তাহা আমি মালুম করিতে পারি, লেকিন বিলকুল আলাহিদা জাতের দুইটি চিজের শেকল-ছুরতের দরমিয়ানে মিলমিলাপ দেখিবার জন্য যে উর্বর কল্পনাশক্তির জরুরত হইয়া থাকে, তাহা আমার নাই। বলকে আমার খেয়াল হইতেছে এই যে, যে ফরজন্দ ঐভাবে সুর করিয়া চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া তামাম লোককে শুনাইয়া আম্মজানের খুবছুরত বয়ান করিযা থাকে, তাহাকে দোররা মারিয়া ফওরান মাকান হইতে বাহির করিযা দেওয়া উচিত।

দুছরা তারনাটিরও সেরেফ পয়লা কালামটিই আমার ইয়াদ আছে। উহা হইতেছে- "আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়!" এই তারানার শায়ের ছাহেবও সেই একই তরিকা ইস্তেমাল করিয়াছেন। লেকিন তাহার একটি খাছ খাছিয়ত দেখিতেছি এই যে, তিনি তাহার আম্মাজানকে ছেরেফ দেহাতী এলাকার সীমাসরহদের মধ্যে আটক করিয়া রাখেন নাই। তামাম বাংলাদেশে ছড়াইয়া দিয়াছেন। আম্মাজানের খুবছুরতের এই বয়ান ও তমছিল শালীনতা ও রুচিবোধের দিক হইতে কিভাবে বিচার করা যাইতে পারে, তাহা এলেমদার বুজর্গ আদমিরা গওর করিয়া দেখিতে পারেন। লেকিন আমি আমার নাদান ও বেকুফ নজরে যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা হইতেছে এই যে, যে ফরজন্দ তাহার আম্মাজানের খুবছুরত দেখাইবার জন্য ঐভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া লোকজন জড় করিয়া থাকে, তাহাকে ফওরান শাদী দেলাইয়া দেওয়া উচিত। এবং এমনকি তাহার এক বিবি বহাল থাকিলেও দুছরা শাদীর ইন্তেজাম করা উচিত।

এই সুবাদে আর একটি ছওয়াল। আম্মাজান থাকিলেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, একজন আব্বাজানও মাশাআল্লাহ আছেন। লেকিন শায়ের ছাহেবান যখন মুলুককে আম্মাজান বলিয়া বয়ান করেন, তখন আব্বাজান হিসাবে তাহারা কাহার কথা খেয়াল করেন, তাহা তাহারা কখনও জাহির করিয়া এলান করেন না। এই কারচুপির পিছনে কি মতলব থাকিতে পারে, তাহা আমি বিলকুল ফাহাম করিতে পারি নাই। আম্মাজানকে বেপর্দা করিয়া তাহার ছুরত দেখাইবার জন্য যাহারা তাহাকে বাজারে নামাইয়া থাকেন, তাহারা নাম তারিফ বয়ান করিয়া তাহাদের আব্বাজানকে সনাক্ত করিতে এমন শরমিন্দাবোধ করিয়া থাকেন কেন?

মুলুককে আম্মাজানের সহিত তুলনা করার এই নাপাক রেওয়াজ জনাব বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই শায়েদ পয়লা চালু করেন। তাহার ঈমান, আমান ও রেওয়াজ-রশুম

www.pathagar.com

মোতাবেক উহা তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহার দ্বীনে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী অগায়রা দেবী, এবং এমনকি গরুকেও আম্মাজান বলিয়া ডাকার এবং সেই মোতাবেক ইজ্জত-হুরমত করার কানুন আছে। লেহাজা মুলুকের প্রতি মোহাব্বত জাহির করিতে গিয়া তাহাকে আম্মাজান বলিয়া ধরিয়া লইয়া বন্দেমাতরম তারানা গাহিয়া তিনি তাহার দ্বীনের কানুন মোতাবেকই কাজ করিয়াছেন। লেকিন তাহার এই রাহায় রাহাগীর হওয়া তৌহিদবাদী মুসলমানের জন্য বিলকুল দুরস্ত হইতে পারে না। বন্দেমাতরম তারানার খেলাপে মুসলমানেরা যে এককালে এতরাজ ও শেকায়েত এজাহার করিয়াছিল, এই সুবাদে তাহাও ইয়াদ করা যাইতে পারে। লেহাজা আম্মাজানকে বাদ দিয়াও যে মুলুকের প্রতি মোহাব্বত জাহির করা যাইতে পারে, তাহা আমরা আলবত ভাবিয়া দেখিতে পারি। কেননা, যেহেতু তৌহিদবাদী মুসলমানের জন্য হাব্বুল ওয়াতান হইতেছে মিনাল ঈমান, ইয়ানে মুলুকের প্রতি মোহাব্বত হইতেছে তাহার ঈমানের ছাহাম, সেহেতু আম্মাজানকে লইয়া টানাটানি করার তাহার কোনই জরুরত নাই।

আজাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭।

যাহার যাহা হক

ঘটনাটি ঘটিয়াছে এক মাহিনারও জিয়াদা হইয়া গিয়াছে। লেকিন কেহ উহার খেলাপে কোনও ইনকার বা এতরাজ এজাহার করেন নাই। এমনকি ১৫ই আগস্টকে যাহারা এওমে কওমী মাতম ইয়ানে জাতীয় শোক দিবস বলিয়া এলান করিয়া সেইভাবে উহা মানাইবার জন্য আমলোকের প্রতি দাওয়াত জানাইয়াছিলেন, তাহারাও না। দুছরা তামাম লোকের মাফিক পিয়ারের আব্বাজানের এই ফরজন্দ ছাহেবানও বিলকুল খামোশী ইস্তেমাল করিতেছেন।

লেহাজা সাবুদ হইয়া যাইতেছে যে, জনাব মাহফুজুর রহমান হক কথাই বলিয়াছেন। ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, গুজাস্তা অক্টোবর মাহিনার ৩১ তারিখে চট্টগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সালানা জলসায় তকরির করিতে যাইয়া বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান জনাব মাহফুজুর রহমান ফরমাইয়াছেন- "১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের নিঃসঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং স্বাধীনতা যুদ্ধে শেখ মুজিবের কোনই অবদান নাই।"

জনাব মাহফুজুর রহমানের ছিনায় যে জিয়াদা তাকত হিম্মত আছে, তাহা শায়েদ আর তফছির করিয়া বয়ান করার জরুরত নাই। আমাদের জঙ্গে আজাদীর একজন

www.pathagar.com

বাহাদুর সিপাহী হিসাবে তিনি জঙ্গের ময়দানে যাহা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই একই কিছিমের দিলওয়ারী ও বাহাদুরী জারি করিয়া তিনি হক কথা এলান করিয়াছেন। ইহা এমনই হক কথা যে, তামাম লোকই ইহা জানিত, লেকিন হিম্মত করিয়া কেহ বয়ান করিতে পারে নাই। জনাব মাহফুজুর রহমান সেই হিম্মত দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে আমি মুবারকবাদ জানাই। এই সুবাদে দুছরা একটি হক কথা আসিয়া পড়িতেছে।

বাংলাদেশের আজাদীর পয়লা এলান কে করিয়াছিলেন? এই ছওয়ালের জবাবে যে কোনও নাবালকও ফওরান বলিয়া দিবে – মেজর জিয়া। কেননা, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও হইতে তিনি যে তাওয়ারিখি এলান করিয়াছিলেন, তাহা বহুত লোকে নিজের কানেই শুনিয়াছিল। আর যাহারা নিজের কানে শুনিতে পারে নাই, তাহারা ঐদিনই নিজের কানে শুননেওয়ালাদের জবানী শুনিয়াছে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাহিনা তক ইহাই হক হকুক হিসাবে কায়েম ছিল। ইতিমধ্যে জঙ্গের মুছিবতে অথবা জঙ্গ ফতেহ হওয়ার খুশির মিছিলে মেজর জিয়ার নাম–তারিফ ঘন ঘন এলান না হইলেও আমলোক তাঁহার কথা কখনই ভুলিয়া যায় নাই।

লেকিন ১৯৭২ সালের মার্চ মাহিনায় দারুল হুকুমত ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল মিটিং–এ যখন এলান করা হইল যে, মেজর জিয়া নহে, শেখ মুজিবুর রহমানই আজাদীর এলান করিয়াছেন, তখন তামাম লোক তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিল। আমার নিজের কান তো নিজেই কাটিয়া ফেলার খেয়াল হইয়াছিল। কেননা, যে কান গলত শুনিয়া থাকে, তাহার জিন্দা থাকার কোনই হক নাই। লেকিন দুছরা কেহ কাটিয়া দিয়াছে বলিয়া লোকেরা গিবত করিবে মনে করিয়া শেষতক আর কাটা হয় নাই। তারপর ঢাকা হইতে টেলিফোনে আজাদীর এলান করা, চট্টগ্রামের দরিয়ায় গায়ের মুলুকের জাহাজের রেডিওতে তাহা ধরা পড়া অগায়রা নানান কিছিমের আজগুবি কিচ্ছাও এই মুলুকের বাশিন্দাদের শুনিতে এবং হজম করিতে হইয়াছে। লেকিন জালিয়াতি ইহাতেই খতম হয় নাই। পাকিস্তানের জেলখানায় কবর খুঁড়িয়া তৈয়ার রাখা এবং দরদী জেলার ছাহেব কর্তৃক গোপনে বাঁচাইয়া দেওয়ার মাফিক বাচ্চালোকের কিচ্ছাও পয়দা করিতে হইয়াছে। কেননা ইহাই দস্তুর। একটি ঝুটবাতকে সাবুদ করিতে হইলে নানান কিছিমের বহুত ঝুটবাতের আনজাম দিতে হয়। অথচ গায়ের মুলুকের আখবারে পাকিস্তানী জেলখানায় কই মছলির সুরুয়া এবং এরিনমোর নামক পাইপের তামাক সাপ্লাই হওয়ার বয়ান কে না পড়িয়াছে?

জনাব মাহফুজুর রহমানের মাফিক জনাব আতাউর রহমান খানও ফিলহাল দুছরা একটি বেলুন ফুটা করিয়া দিয়াছেন। আমরা বহুত রোজ তক শুনিয়া আসিতেছি যে, ১৯৪৮ সালে জনাব জিন্নাহ যখন ঢাকায় এলান করেন যে, ছেরেফ উর্দুই পাকিস্তানের

www.pathagar.com

রিয়াছতি জবান ইয়ানে রাষ্ট্রভাষা হইবে, তখন শেখ মুজিবুর রহমানই উঠিয়া দাঁড়াইয়া পয়লা উহার খেলাপে এতরাজ করেন। এই কিচ্ছাটি বহু মরতবা বহুত তরিকায় বয়ান করা হইয়াছে। এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলা জবানের জন্য জান কোরবান সিপাহী হিসাবে খাড়া করা হইয়াছে। এমন কি তালবেলেম কিছিমের আদমিদের বেগার লইয়া রাতারাতি পয়দা করা এবং সরকারী পয়সায় ছাপানো গবেষণামূলক জীবনীর কিতাবেও এই কিচ্ছাটি এমনভাবে বয়ান করা হইয়াছে যে, তাহা পড়িলে শেখ মুজিবুর রহমানের হিম্মত ও কুওত দেখিয়া বিলকুল তাজ্জব বনিয়া যাইতে হয় এবং শেখ ছাহেবের পিঠ হাতের নজদিকে না পাওয়ার দরুন নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াইতে খায়েশ হয়। অথচ জনাব আতাউর রহমান খানের মাফিক একজন মুরুব্বি ও বুজর্গ আদমি বিলকুল উল্টা কথা বলিয়াছেন। মওজুদা সালের ঈদ জমীমা বিচিত্রায় "পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও বিরোধী রাজনীতির সূত্রপাত" নামক একটি প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন– "আটচল্লিশে জিন্নাহ যখন কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বললেন, তখন প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালো নঈমুদ্দীন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে। অন্য যাদের নামে একথা চালানো হয়, তাদের কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, থাকার কথাও নয়।"

তাহা হইলে? এতসব ঝুট, নাহক, বানোয়াটি ও তঞ্চকতার বুনিয়াদে কওমী ছরদারী ইয়ানে জাতীয় নেতৃত্ব গড়িয়া ওঠে কেমন করিয়া? এই ছওয়ালের জবাব খুবই সহজ। ছেরেফ ধাপপাবাজি, গলাবাজি, ডান্ডাবাজি, এবং গুন্ডাগার্দির জোরে। পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের ইস্তেখাবের আগে এক মশহুর আওয়ামী নেতা বহুত আফছোছ জারি করিয়া আমাকে বলিয়া ছিলেন– "ভাইরে, আমাকে যে হক কথা বলিতে বলেন, হককথা আমি আলবত বলিতে পারি। কিন্তু পরদিনই যে আমার বাড়ি লুঠ হইয়া যাইবে"। আর বাংলাদেশ আমলে এক বাকশালী নেতা নিজের জেলায় যাইয়া বার সমিতির সভায় উকিল ছাহেবানকে বাকশালে জয়েন করার নছিহত করিয়া ধমকাইয়া কহিয়াছিলেন–"যাইবেন কোথায়? কোনও পথ নাই। ইসলামের কথা ভুলিয়া যান। চাহিয়া দেখুন তিনদিকে আছে আপনাদের দুশমন ইন্ডিয়া, আর একদিকে আছে বঙ্গোপসাগর। পায়ের তলায় মাটি নাই। সুতরাং সারা জাহান হামারা হ্যায় আর চলিবে না।"

আল্লাহর হাজার শোকর। সেইসব রোজ গুজরাইয়া গিয়াছে। সত্য সমাগত হইয়াছে, মিথ্যা অপসারিত হইয়াছে, কেননা, মিথ্যা তো অপসারিত হইবার জন্যই। এবং উহা আমাদের তামাম লোকের জন্য একটি বেহেতর ছবকও রাখিয়া গিয়াছে।

আজাদ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

গো—দরদ

কোরবানীর ফলে বাংলাদেশে গরুর সংখ্যা কি কমিয়া গিয়াছে? এবং দেশের কৃষি কার্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়াছে?

রোজানা ইত্তেফাক ঠিক সরাসরি নয়, থোড়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতেছে–হ্যাঁ। এবং আখবার ওয়ালাদের সেই পুরানা দোস্ত 'অভিজ্ঞ মহল' এর বরাত দিয়া নছিহত করিতেছেন যে, "পরিকল্পিত পন্থায় গরু জবেহ করার জন্য উদ্যোগ লওয়া উচিত।"

ঈদুল–আজহার ঠিক এক হপ্তা বাদে গুজাস্তা ৩০শে নভেম্বর ঐ কাগজে একটি তছবিরওয়ালা রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তছবিরখানি স্পষ্টতই কোরবানীর হাট হইতে তোলা হইয়াছে। উহাতে কয়েকটি গরু দাঁড়াইয়া আছে, এবং নীচে লেখা রহিয়াছে– "বিক্রয়ের অপেক্ষায় সবল সুস্থদেহী গো সম্পদ।" এই ক্যাপশনেরও একটি খাছ তাছির আছে। কেননা, রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হইয়াছে "সাধারণত উৎকৃষ্ট মানের গরুই কোরবানী করা হইয়া থাকে।" তছবিরের ঠিক নিচেই রিপোর্টের হেডিং হইতেছে– "গো সম্পদ উন্নয়নে আশু ব্যবস্থা চাই"।

ইশারা যে কাফি, তাহা শায়েদ আর বয়ান করিয়া বলার জরুরত নাই। সবল ও সুস্থদেহী গরু কোরবানী করিয়া ফেলা হইতেছে বলিয়া "দেশের কৃষিকার্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি এবং দুধের ঘাটতির আশংকা দেখা দিয়াছে" বিধায় "গো সম্পদ উন্নয়নে আশু ব্যবস্থা চাই।"

অবশ্য রিপোর্টের মধ্যে "প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মড়কের ফলে প্রতি বৎসর বিপুলসংখ্যক গরুর প্রাণহানি ঘটিয়া থাকে" বলিয়া একটি কথা আছে বটে, লেকিন কতার হিসাবে উহা তেমন মজবুত অথবা মানানসই হয় নাই। কেননা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মড়কের ফলে হরসাল কতগুলি গরু মারা পড়িয়া থাকে, রিপোর্টে তাহার কোনও তায়দাদ দেওয়া হয় নাই।

পক্ষান্তরে সেই পুরানা দোস্ত 'অভিজ্ঞ মহল' এবং পশুপালন দফতরের জনৈক বিশেষজ্ঞের বরাত দিয়া হরসাল ঢাকা ও চাটগাম শহরে এক লাখ গরু কোরবানী হয় বলিয়া মোটামুটি একটি তায়দাদ খাড়া করা হইয়াছে। রিপোর্টের অন্য এক জায়গায় অবশ্য তামাম মুলুকে "দুই লক্ষাধিক" গরু কোরবানী হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। লেহাজা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ঢাকা ও চাটগাম শহর বাদ দিয়া মুলুকের দুছরা তামাম জায়গার হিসাব রিপোর্টার ছাহেব আন্দাজে মারিয়াছেন।

www.pathagar.com

খায়ের। লেকিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মড়কে হরসাল কত গরু মারা যায়, সে সম্পর্কে 'অভিজ্ঞ মহল' অথবা পশুপালন বিশেষজ্ঞের কোনও তায়দাদ দেওয়া হইল না কেন? এমনকি রিপোর্টার ছাহেব নিজেও তাহার আন্দাজী হেকমত জাহির করিলেন না কেন? আর হরসাল কতগুলি নয়া গরু পয়দা হইয়া থাকে, তাহাই বা জানানো হইল না কেন? বহুত তকলিফ করিয়া কোরবানীর তায়দাদ যখন জোগাড় করা হইয়াছে, তখন আর থোড়া তকলিফ করিয়া এই সকল তায়দাদ জোগাড় করা হইল না কেন? এই সকল তায়দাদের মোকাবিলায় কোরবানীর তায়দাদ নেহায়েত ছোট দেখাইত বলিয়া? নাকি রিপোর্টটি ছেরেফ কোরবানীর অপকারিতা বয়ান করার মতলবে পয়দা করা হইয়াছে বলিয়া?

আর একটি কথা। রিপোর্টের শুরুতে "কৃষি কার্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে" বলিয়া যে বয়ান জারি করা হইয়াছে, রিপোর্টের অন্য কোথাও সে সম্পর্কে কোনও তথ্য দেওয়া হয় নাই কেন? কোনও তথ্য আদৌ নাই বলিয়া? না আসলে কোন আশংকা দেখা দেয় নাই বলিয়া? এইরূপ বুনিয়াদবিহীন বয়ানকেই শায়েদ বুজর্গ আদমিরা দায়িত্বহীন উক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

বাংলাদেশে মবলগ কত গরু আছে, কত গরু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মড়কে মারা যাইতেছে, কত গরু কোরবানী হইতেছে এবং কত নয়া গরু পয়দা হইতেছে, এই সকল হিসাব তায়দাদ যদি সঠিকভাবে বাকায়দা তুলিয়া ধরা হইত, ছেরেফ তাহা হইলেই আমলোক যোগ বিয়োগ করিয়া নিজেরাই মালুম করিতে পারিত যে, আসলে কোরবানীর ফলে কৃষিকার্যে কোনও "মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়াছে" কিনা। লেকিন তাহা না করিয়া রিপোর্টে যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে একটি খাছ কিছিমের মতলব এমনভাবে চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে যে, "গো সম্পদ উন্নয়নে আশু ব্যবস্থা চাই" হেডিং দিয়াও তাহার মাথায় বোরখা চাপানো যায় নাই।

আমাদের পড়শি মুলুকে যখন নতুন করিয়া গরু জবাই বন্ধ করার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে, সেই সময় বকরী ঈদের ঠিক সাত রোজ বাদে এই রিপোর্ট ছাপানোর কোনও আশু জরুরত ছিল কিনা, সেই ছওয়াল না তুলিয়াও বলা যাইতে পারে যে, এই কিছিমের গো-উন্নয়নের দাবী হইতে গো-রক্ষা দাবীর মনজিল শায়েদ জিয়াদা দূরে নহে। লেকিন এই তামাম ছওয়ালটি এতই পুরানা যে, নয়া কোনও মনতেকের ইন্তেজাম না করিয়া খোদ ইত্তেফাকের একটি বয়ানই এই সুবাদে ইয়াদ করা যাইতে পারে। বকরী ঈদের এক রোজ আগে গুজাস্তা ২১শে নভেম্বর ইত্তেফাকের "স্থান কাল-পাত্র" নামক কলামে মশহুর কলামিষ্ট জনাব লুব্ধক সাহেব ফরমাইয়াছেন-

www.pathagar.com

"শুনতে পাচ্ছি কেউ কেউ নাকি জোর প্রচার শুরু করে দিয়েছেন যে, ঈদ উপলক্ষে এই যে কোরবানী, এ নিছক পশুহত্যা। বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও কৃষিনির্ভর দেশের জন্য কোরবানীর এই ধারা বদল করা দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি। যতদূর জানি, কোরবানীর বিরুদ্ধে এই যে জিগির, এটা মোটেও নতুন নয়। সেই ত্রিশ দশকে তরিকুল আলম নামে জনৈক এডভোকেট এই মর্মে এক প্রবন্ধ লিখে কোরবানীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। এর পরে পরেই কাজী নজরুল ইসলামের "কোরবানী" শীর্ষক সেই সুবিখ্যাত কবিতা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। কাজী কবির এই এক ধমকেই সেদিন কোরবানীর বিরুদ্ধবাদীরা খামুশ মেরে গিয়েছিল। তাছাড়াও এ সম্পর্কে সবিশেষ অবদান রেখেছিল জনাব আবুল মনসুর আহমদের সেই সুবিখ্যাত "গো দেওতা কা দেশ" নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনাটি।...পুরাতন মান্ধাতা আমলের ধ্যান ধারণা নিয়ে কোরবানী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা, বা ভাবধারা প্রচার করা নিঃসন্দেহে একটি নেতিবাচক এ্যাপ্রোচ। এতকাল এই এ্যাপ্রোচে কোনই ফল হয় নাই। ফল হওয়ার কথাও নয়।"

ইহার পর দুছরা কোনও জবাবের আর শায়েদ কোনই জরুরত নাই।

আজাদ, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭।

মসজিদে দুনিয়ার কথা

মসজিদ হইতে মুসলমানদের, খাছ করিয়া নওজোয়ান মুসলমানদের বিলকুল বাহিরে হটাইয়া দেওয়ার জন্য আমাদের আলেম ছাহেবানের দরমিয়ানে কেহ কেহ যে একটি কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, গুজাস্তা ১১ই নভেম্বরের হপ্তানামায় সেই সুবাদে থোড়া রোশনি ঢালিয়াছিলাম। এই কিছিমের আলেম ছাহেবান তাহাদের আখলাক–খাছিয়ত দ্বারা ছেরেফ মসজিদকেই নহে তামাম ইসলামকেই মুসলমানের জিন্দেগানি হইতে ফারাক করিয়া ক্রমে ক্রমে এইছা দূরে লইয়া যাইতেছেন যে, খোদ মুসলমানেরাই এখন আর কোশেশ করিয়াও তাহার নাগাল পাইতেছে না। পাক–ছাফ থাকার জরুরত অপেক্ষা এস্তেনজার চল্লিশ কদমের দর্জা জিয়াদা হইয়া গিয়াছে। বিবির সহিত দোস্তি ও মোহাব্বতের রিশতাদারি গড়িয়া তোলার জরুরত অপেক্ষা বশীকরণ তাবিজের ফায়দা ও ফজিলত জিয়াদা বয়ান করা হইতেছে। ইহার নতিজায় ছেরেফ শাদীর মজলিসে, জানাজায়, নামাজ কিংবা ফাতেহাখানিতে ইসলামের জরুরত হইয়া থাকে বলিয়া আমাদের নওজোয়ানদের কাহারও কাহারও দিলে যদি ধারণা পয়দা হইযা যায় তাহা হইলে শায়েদ তাহাদের খুব জিয়াদা দোষ দেওয়া যাইবে না।

মসজিদের সুবাদে বয়ান শুরু করিয়াছিলাম। লেহাজা আবার সেইখানেই ফিরিয়া

www.pathagar.com

যাই। গুজাস্তা হপ্তায় এক মসজিদে নামাজ পড়িতে গিয়া একটি আজব চিজ নজরে পড়িল। মসজিদের দরজায় এবং অন্দরে পিলারের গায়ে গায়ে বড় বড় হরফে একটি ইশতেহার জারি করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে এলান করা হইয়াছে–"হজরত (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কথা মসজিদে বলিবে তাহার চল্লিশ বছরের নেক আমল আল্লাহ পাক বরবাদ করিয়া দিবেন।"

এলানটি যে বহুত খতরনাক তাহাতে আর কোনই আন্দেশা নাই। এবং হুজুর সাল্লালাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জবানীর বরাত যখন দেওয়া হইতেছে, তখন উহাকে হাদীস বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। লেকিন এই সুবাদে এমন কয়েকটি ছওয়াল পয়দা হইয়া যাইতেছে, যাহার সঠিক জবাব তালাশ করিয়া বাহির করা খুবই জরুরী।

পয়লা সওয়াল হইতেছে এই যে, উহা হাদীস হইলে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব তাঁহার 'মোস্তফা চরিত' নামক মশহুর কিতাবে হাদীস ছহি হওয়ার যে সকল আলামত ও খাছিয়ত বয়ান করিয়াছেন, সেই ওছুল মোতাবেক উহা ছহি হাদীস বলিয়া সাবুদ সাব্যস্ত হইয়াছে কি? দুছরা ছওয়াল হইতেছে এই যে, জুমার নামাজের খোতবায় যে সমসাময়িক ঘটনাবলীর তফছির–তরজমা করিয়া ইসলামী হুকুম–আহকাম মোতাবেক পথ নির্দেশ করার বিধান আছে, তাহা করা হইলেও কি চল্লিশ বছরের নেক আমল বরবাদ হইয়া যাইবে? তিছরা ছওয়াল হইতেছে এই যে, ইসলামের দুছরা খলীফা হজরত উমর ফারূক (রাঃ) জুমার নামাজে খোতবা দিতে খাড়া হইলে একজন নওজোয়ান মুছল্লি যে তাঁহার পিরহান সম্পর্কে ছওয়াল করিয়াছিল, এবং খোদ খলীফা ও তাঁহার লাড়কা সেই ছওয়ালের জবাব দিয়া যে "দুনিয়ার কথা মসজিদে বলিয়াছিলেন" তাহা হইলে কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহারা এই হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না? চৌথা ছওয়াল হইতেছে এই যে, "রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতও ওয়াফিল আখেরাতে হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আজাবান্নার" এই মোনাজাতের শুরুতেই দুনিয়ার ভালাই মাঙ্গিবার ইন্তেজাম রহিয়াছে বলিয়া এই মোনাজাত কি তাহা হইলে মসজিদে করা যাইবে না?

এই কিছিমের বেশুমার ছওয়াল পয়দা করা যাইতে পারে। লেকিন তাহাতে কোনও ফায়দা হইবে বলিয়া মালুম হয় না। কেননা, যাহারা ঐ চল্লিশ বছরের নেক আমল বরবাদ হওয়ার ফতোয়া জারি করিয়াছেন তাহাদের কানে ও চোখে পর্দা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা, তাহা বরহকভাবে জানা না গেলেও কোনও মনতেকের সহিত তাহাদের যে কোনও রিশতাদারি নাই, তাহা বেশ ফাহাম করা যাইতেছে।

মসজিদের তাওয়ারিখ এবং মানে–মতলব সম্পর্কেও তাহারা কখনও খোঁজ–খবর

www.pathagar.com

লইয়াছেন বলিয়া মালুম হয় না। দ্বীনি খাছিয়ত ছাড়াও মসজিদের যে একটি সামাজিক খাছিয়ত আছে, তাহা শায়েদ তাহারা কখনও শোনেন নাই। মুসলমানের দুনিয়াবি জিন্দেগানি হইতে তফাত-ফারাগত করিয়া মসজিদকে ছেরেফ আখেরাতের একটি মারকাজে পরিণত করাই শায়েদ তাহাদের একমাত্র মতলব। লেকিন তাহারা মালুম হইতেছে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মুসলমানের আখেরাতের হালত তাহার দুনিয়াবি কায়-কারবারের ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। দুনিয়াকে বাদ দিলে মুসলমানের দ্বীনও আর থাকে না। এবং দুনিয়াকে বাদ দিয়া যে দ্বীন, ইয়ানে যাহাকে বৈরাগ্য সাধন বলা হইয়া থাকে তাহার সহিত ইসলামের বিলকুল কোনও তায়াল্লুকাত নাই। মশহুর শায়ের জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি শে-রে ইসলামের এই ওছুলটি উমদা তরিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি ফরমাইয়াছেন-"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ মহানন্দময়।"

এই সুবাদে আমার একটি হাল নজির ইয়াদ হইতেছে। মেছের মুলুকের ছদর জনাব আনোয়ার সাদাত গুজাস্তা নভেম্বর মাহিনায় ইহুদী রিয়াছত ইসরায়েল ছফরে যাইয়া জেরুজালেমের মশহুর তাওয়ারিখি মসজিদ আল আকসায় জুমার নামাজ আদায় করেন। ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, জেরুজালেম এখন ইহুদীদের কবজায় রহিয়াছে। মসজিদের ইমাম জনাব কাজী সাবরি তাঁহার খোতবায় ছদর সাদতকে বলেন-জেরুজালেম হাতছাড়া করিবেন না। জেরুজালেমের দাবী ছাড়িয়া দিলে উহা সকল মুসলমান, বিশেষত ফিলিস্তিনী মুসলমানদের জন্য মরণ আঘাত হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি তাঁহার খোতবায় ইসরায়েলের কবজায় আটক আরব এলাকাসমূহ আজাদ করার ব্যাপারে ছদর সাদাতের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এবং পাক জমিন জেরুজালেমের সুবাদে আরবদের ইত্তেহাদের জরুরত বয়ান করেন। ছদর সাদাত এ সময় ছের ঝুঁকাইয়া ইমাম ছাহেবের কথায় রাজিনামা জানান।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ইমাম কাজী সাবরি এবং ছদর আনোয়ার সাদাত উভয়েই 'দুনিয়ার কথা মসজিদে বলিয়াছেন'। অর্থাৎ ইশতেহার জারি করণেওয়ালাদের ফতোয়া মোতাবেক তাঁহাদের চল্লিশ বছরের নেক আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। ছদর সাদাত একজন ছিয়াছি লীডার বলিয়া তাঁহার কথা না হয় বাদই দিলাম। লেকিন জনাব কাজী সাবরি? ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদের এই ইমাম ছাহেব কি তাহা হইলে ঐ চল্লিশ বছরের নেক আমল বরবাদ হওয়ার কথা জানেন না? না কি তিনি আমাদের মুলুকের ফতোয়াবাজ আলেম ছাহেবানের তুলনায় কোরআন হাদীস সম্পর্কে কম ওয়াকিবহাল?

আজাদ, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

বাংলা আলফাজ

অফিসার লফজটির বাংলা কি হইবে? সেদিন এক জায়গায় দেখিলাম, সায়েন্টিফিক অফিসারের বাংলা তরজমা করা হইয়াছে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। বুঝিলাম অফিসার লফজটির বাংলা তাহা হইলে কর্মকর্তা। লেকিন দিলের মধ্যে থোড়া খটকা থাকিয়া গেল। কর্তা তো কর্মই করিয়া থাকেন, তাহা বৈজ্ঞানিক কর্মই হউক, আর অবৈজ্ঞানিক কর্মই হউক। কর্ম ছাড়া তো আর কর্তা হইতে পারে না। যিনি কর্ম করেন না তিনি আর যাহাই হউন না কেন, কর্তা কখনই হইতে পারেন না। লেহাজা কর্মকর্তা না বলিয়া ছেরেফ কর্তা বলিলেই তো শায়েদ মকসুদ হাসিল হইতে পারিত।

লেকিন দুছরা এক জায়গায় দুছরা কারবার দেখিলাম। এগ্রিকালচার অফিসারের বাংলা করা হইয়াছে কৃষি অধিকর্তা। কর্ম ও অধি লফজ দুইটির দরমিয়ানে যে থোড়া ফারাগত আছে, তাহা মোটামুটি মালুম করা গেলেও কর্মকর্তা ও অধিকর্তা লফজ দুইটির দরমিয়ানে যে কোন কিছিমের ফারাগত আছে, তাহা মালুম করার কাবেলিয়াত শায়েদ আমার মাফিক নালায়েক আদমির নাই। খাছ করিয়া যখন ঐ লফজ দুইটি একই ইংরাজী লফজ অফিসারের বদলে ইস্তেমাল করা হইতেছে।

খায়ের। ধরিয়া লইলাম যে, অফিসারের বাংলা কর্মকর্তাও হইতে পারে, আবার অধিকর্তাও হইতে পারে। লেকিন তাহা হইলে সাবডিভিশনাল অফিসার ছাহেব মহকুমা প্রশাসক হইলেন কেমন করিয়া? আর সেকশন অফিসার ছাহেবই বা শাখা প্রধান হইলেন কোন কানুন মোতাবেক? আলামত দেখিয়া মালুম হইতেছে যে, আমাদের সেকশন অফিসার ছাহেবানের বহুত বুলন্দ নছিব যে, আমাদের বাংলাবাগীশেরা তাহাদের সরাসরি একেবারে শাখামৃগ বানাইয়া ছাড়েন নাই।

লেকিন অফিসার লফজটি এমন কি কবীরা গোনাহ করিয়াছে যে, বাংলা জবানে উহা বিলকুল চলিতে পারে না। উর্দু জবানে তো উহা বহুত রোজ তক বহাল তবিয়তে চালু আছে। লেকিন তাহার ফলে ঐ জবানটি নাপাক হইয়া গিয়াছে বলিয়া তো কখনও শুনি নাই। তাহা ছাড়া দুনিয়ার তামাম জবানের তামাম লফজকে বাংলায় তরজমা করিয়া লইতে হইবে, এমন কছম বাংলাবাগীশ সাহেবানকে কে দিয়াছে? চেয়ার, টেবিল, গ্লাস, মোটর অগায়রা লফজও তো ইংরাজী। লেকিন ঐগুলি এখন আর বাংলায় তরজমা করার জরুরত আছে কি?

কমিশনার ছাহেব যে কোন গোনাহের বুনিয়াদে বিভাগ প্রশাসক হইতে পারিলেন না, এবং ডেপুটি কমিশনার ছাহেব যে কোন নেকির বরকতে জেলা প্রশাসক হইয়া

www.pathagar.com

গেলেন, তাহা আমলোক তো দূরের কথা, খোদ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ছাহেবান শায়েদ নিজেরাও জানেন না। অথচ কমিশনারের যিনি ডেপুটি, তাহার তো ডেপুটি কমিশনারই হওয়ার কথা।

লেকিন তাজ্জবের উপর আরও জিয়াদা তাজ্জব আছে। বাংলাদেশের দেহাতি আমলোক ইংরাজি এলেম কালাম না জানিয়াও কাদিম জামানা হইতে তাহাদের তামাম দলিল-দস্তাবেজ রেজেষ্ট্রি অফিসে রেজেষ্ট্রি করাইয়া আসিতেছে, এবং রেজিষ্ট্রার ছাহেবকে ছালাম জানাইয়া আসিতেছে। রেজেষ্ট্রি অফিস, রেজেষ্ট্রি করা, রেজিষ্ট্রার ছাহেব অগায়রা লফজের বাংলা তরজমা ছাড়াই এতকাল যাবৎ আছানির সহিত কায়কারবার চলিয়া আসিয়াছে। লেকিন এখন আচানক নিবন্ধন অফিসে যাইয়া নিবন্ধক সাহেবের নিকট দলিল নিবন্ধন করাইবার জরুরত যে কেন পয়দা হইল, তাহা আমি বহুত কোশেশ করিয়াও ফাহাম করিতে পারি নাই।

ইংরাজি নোটিশ বা নোটিফিকেশন লফজটির বাংলা এতকাল যাবৎ ইশতেহার, বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তি হিসাবেই চলিয়া আসিতেছিল। উহার মানে-মতলব বা ওছুল-এবারত মালুম করিতে এই মুলুকের কাহারও কোনও খাছ তকলিফ হইয়াছে বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। লেকিন তথাপি আমাদের বাংলাবাগীশ ছাহেবান শায়েদ উহা বাতিল করার এরাদা করিয়াছেন। সেদিন খোদ বাংলাদেশ গেজেটেই দেখিলাম প্রজ্ঞাপন লেখা হইয়াছে। একটি সহজ লফজকে কঠিন করা ছাড়া ইহাতে আর কোনও ফায়দা যে হাছিল হইয়াছে, তাহা শায়েদ আমলোকের পক্ষে মালুম করা সম্ভব নয়।

টেলিফোনের বাংলা দুরালাপনী আমলোক কবুল না করিলেও বাংলাবাগীশ ছাহেবান শায়েদ এখনও হাল ছাড়েন নাই। ফিলহাল এক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে দেখিলাম একখানি বিরাট আকারের সাইনবোর্ড লেখা রহিয়াছে- "দূরালাপনী বিনিময় কেন্দ্র"। ইহা কোন জঙ্গলের চিড়িয়া? বাংলা বিনিময় লফজটির মতলব হইতেছে বদল করা। এক কিছিমের চিজের সহিত দুসরা কিছিমের চিজ বদল করা অথবা একই কিছিমের একটি চিজ দিয়া আর একটি চিজ নেওয়া। লেকিন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের এক্সচেঞ্জ লফজটি কি এই মতলবে ইস্তেমাল করা হইয়া থাকে? তাহা হইলে? আর টেলিফোনের সহিত যাহাদের তায়াল্লুকাত আছে, তাহাদের নিকট টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কথাটি কি এতই দুর্বোধ্য যে, উহার বাংলা তরজমা না করিলে আর চলিতেছে না?

আমাদের বাংলাবাগীশ ছাহেবানের খেয়ালাত শায়েদ এই যে, ইংরাজি লফজের বাংলা তরজমা করিতে পারিলেই বাংলা জবানের জোর তরক্কি হইবে। সকলে উহা বুঝিতে পারুক বা না পারুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। লেকিন তাহারা শায়েদ

www.pathagar.com

জানেন না যে, তরজমা করিয়া নয়, যে জবান দুছরা তামাম জবান হইতে জিয়াদা লফজ হাছিল করিয়া আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে, সেই জবানেরই জিয়াদা তরক্কি হইয়াছে। আর এই ব্যাপারে সকলের বুঝিতে পারারও একটি খাছ জরুরত আছে। দুছরা কোনও জবানের যে লফজ তামাম লোক সহজে বুঝিতে পারে, তাহার বাংলা তরজমা করিয়া এলেমদারি জাহির করার কোনই জরুরত নাই।

আজাদ, ৬ই জানুয়ারি, ১৯৭৮।

ওক ছাহেবের উকালতি

মুলকে হিন্দুস্থানের দরমিয়ানে একজন বহুত বড়া এলেমদার বুজর্গ আদমি নাজিল হইয়াছেন। তাহার এলেম-কালাম হুনর-হেকমতের যেন আর কোন সীমা-সরহদ নাই। এই জিয়াদা ছে জিয়াদা এলেম যখন গরম হইয়া তাহার মগজের অন্দরে টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, তখন তিনি বেচায়েন হইয়া উহা হইতে থোড়া এনায়েত করিয়া আমলোককে ছরফরাজ করিয়া থাকেন। এবং নিজেও থোড়া আরাম ও খোশনুদি হাছিল করিয়া থাকেন।

এই মশহুর মুকাদ্দম ছাহেবের নাম হইতেছে জনাব পি এন ওক। তিনি তাঁহার তামাম এলম-কালাম ছেরেফ একটি মতলবে ইস্তেমাল করিয়া থাকেন। উহা হইতেছে তামাম হিন্দুস্থানে মুসলিম আজমত ও হুরমতের যেখানে যত আলামত আছে, তাহার সবগুলিকে হিন্দুর পয়দায়েশ বলিয়া সাবুদ করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সাবুদ করা যে, মুসলিম সুলতান ও বাদশাহগণ আসলে তারিফ করার কাবেল কোনও কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপনাদের শায়েদ ইয়াদ আছে যে, কয়েক সাল আগে এই মশহুর এলেমদার ওক ছাহেব এরশাদ ফরমাইয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের আগ্রা শহরে তাজমহল নামক যে ইমারত আছে, তাহা আসলে একটি শিবমন্দির, ইয়ানে হিন্দু কওমের একটি এবাদতগাহ। বেগম মমতাজ মহলের কোনও কবর সেখানে নাই, এবং এমন কি বাদশাহ শাহাজাহানও উহা নির্মাণ করেন নাই।

তাঁহার এই বানোয়াটি ফতোয়ার খেলাপে তখন এতরাজ, এনকার ও শেকায়েতের তুফান উঠিয়াছিল। লেকিন তাহাতে তিনি পরোয়া করেন নাই এবং নাউম্মিদও হন নাই। গুজাস্তা জামানার তাওয়ারিখ লইয়া তিনি তাঁহার তালাশ, গবেষণা ও তজবিজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। দুছরা কোনও আদমির কোনও বয়ান বা নছিহতকে তিনি বিলকুল কোনও আমল দেন নাই। কেননা, তাঁহার একিন হইতেছে এই যে, তিনি যে

www.pathagar.com

রাহায় রাহাগীর আছেন তাহা বিলকুল হক হকুকের রাহা। লেহাজা দুছরা কেহ কি বলিল তাহাতে তাঁহার কোনও পরোয়া করার জরুরত নাই।

এই মর্দে মকর ওক ছাহেব ফিলহাল দুছরা এক ফতোয়া জারি করিয়া এলান করিয়াছেন যে, আগ্রা শহরের মতি মসজিদও আসলে একটি হিন্দু মন্দির। মুসলিম আমলে জবরদস্তি করিয়া উহাকে মসজিদ বানাইয়া ফেলা হয়। এই আজব মনতেকের বুনিয়াদ হিসাবে তিনি ফরমাইয়াছেন যে, ঐ মসজিদের পিলার ও খিলানের শেকল-ছুরত বিলকুল কাদিম জামানার হিন্দু মন্দিরের পিলার ও খিলানের শেখল-ছুরতের বরাবর। এবং তাজ্জবের উপর আরও জিয়াদা তাজ্জব হইতেছে এই যে, এই একই কিছিমের মনতেক ইস্তেমাল করিয়া তিনি হিন্দুস্থানের দারুল হুকুমত দিল্লী শহরের মশহুর লালকেল্লাকেও হিন্দু কওমের পয়দা বলিয়া এলান করিয়াছেন। তাঁহার বয়ান হইতেছে এই যে, মুসলমানেরা কখনই লালকেল্লা বানায় নাই। মুসলমানেরাই যদি উহা বানাইত, তাহা হইলে তাহাদের ঈমান-আমান ও একিন-এরাদার থোড়া আলামত উহাতে থাকিত। লেকিন ঐ ইমারতের কোথাও তাহা তালাশ করিয়া পাওয়া যায় নাই। বলকে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইমারতটি হিন্দু কওমের বানানো বলিয়াই সাবুদ হইয়া যাইতেছে। কেননা, লালকেল্লার পিলার ও খিলানের সহিত হিন্দু জামানার কাদিম মন্দিরের পিলার ও খিলানের জিয়াদা মিল মিলাপ রহিয়াছে।

কেহ জাগিয়া থাকিয়া ঘুমাইবার ভান করিলে কাহারও ওয়ালেদের হিম্মত নাই যে তাহাকে জাগাইতে পারে। জনাব ওক ছাহেবেরও হইয়াছে বিলকুল সেই হালত। তিনি গবেষণা করিয়া থাকেন বটে, লেকিন তাঁহার মতলবী এরাদার রাহায় যাহা রুকাওট পয়দা করিতে পারে, তাহা তিনি এড়াইয়া চলেন। মুসলিম বাদশাহগণ হিন্দুস্থানে ইমারত বানানোর সময় হিন্দুস্থানীয় কোনও ধরণ বা আকার যে গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা বিলকুল তাওয়ারিখ-ই হক হইলেও জনাব ওক তাহা কবুল করিতে নারাজ। অথচ তিনি যদি থোড়া তকলিফ করিয়া মশহুর হিন্দু ঐতিহাসিক ডক্টর এস সি সরকার ও ডক্টর কে কে দত্ত ছাহেবানের লেখা টেক্স বুক অব মডার্ণ ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রি পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দিলের অনেক খটকাই মাশাআল্লাহ ফওরান গায়েব হইয়া যাইত। কেননা ডক্টর ছাহেবান ছাফ ছাফ বাতাইয়া দিয়াছেন যে- "From the standpoint of true art, the Moti masjid of Agra represents the architectural zenith of Shahjahan's time. Here again its arches and pillars are repetitious of Hindu symbolism and forms, fittingly adapted for Muslim religious purposes".

www.pathagar.com

তরজমা– প্রকৃত শিল্পকলার দৃষ্টিতে বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে, আগ্রার মতি মসজিদই হইতেছে বাদশাহ শাহজাহানের আমলের স্থাপত্যকর্মের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানেও মুসলমানদের ধর্মীয় ইমারতে হিন্দু প্রতীক ও আঙ্গিক সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

লালকেল্লার ক্ষেত্রেও শায়েদ এই একই ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহাই হইতেছে তাওয়ারিখের কথা। মনতেকের কথা। লেকিন হক, তাওয়ারিখ বা মনতেক যাহাই হউক না কেন, জনাব ওক তাহা কবুল করিতে রাজি নহেন। কেননা তাহার ঘোর সাম্প্রদায়িক মন–মগজ তাঁহার নজরে এমন একটি খাছ তাছির আনিয়া দিয়াছে যে, গ–হরফটি দেখামাত্রই তিনি উহাকে গায়ত্রী মন্ত্র বলিয়া ধরিয়া বসেন। লেকিন উহা যে গরুর গোশতও হইতে পারে, তাহা তজবিজ করিয়া দেখার মত ছবর বা মেজাজ তাঁহার নাই এবং নাই বলিয়াই হিন্দুস্থানী মুসলমানদের মনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আসল মতলব সম্পর্কে নূতন নূতন ভীতি পয়দা হইতেছে। এমনকি সংখ্যালঘু খৃষ্টানগণও একই আতংকে আতংকিত হইয়া পড়িতেছেন।

জনাব ওকের এই কিছিমের আজগুবি গবেষণার নতিজা যে কি হইতেছে, তাহার একটি নমুনা দিয়াছেন হিন্দুস্থানের গোয়া রাজ্যের পানাজি শহরের বাসিন্দা জনাব ডায়াগোজ সিলভিরা। ১৯৭৩ সালের ১৪ই অক্টোবরের "ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া" নামক মশহুর কাগজে প্রকাশিত এক চিঠিতে জনাব সিলভিরা লিখিয়াছেন– " There is a constant effort in "Secular" India to destroy the ancient and valued culture left by Islam and Christianity. Here, in Goa, we are pained to see the old Christian monuments being replaced because they were built and beautifully maintained by the Protuguese" তরজমা– ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের রাখিয়া যাওয়া প্রাচীন ও মূল্যবান তমদ্দুন ধ্বংস করার জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে। এই গোয়ায় আমরা ব্যথিত চিত্তে দেখিতে পাইতেছি যে, পর্তুগীজেরা নির্মাণ ও সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করিয়াছিল বলিয়াই প্রাচীন খৃষ্টান স্মৃতিস্তম্ভগুলি বিনষ্ট করিয়া ফেলা হইতেছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে তাহা হইলে ছেরেফ গরু জবাই বন্ধের জন্যই আন্দোলন চলিতেছে না, দুছরা দ্বীনের এবাদতখানা হালাক করার কাজও বেশ জোরেশোরেই চলিতেছে। এবং জনাব পি এন ওক এই তামাম কায়কারবারের বুনিয়াদ পয়দা করিয়া দিতেছেন।

আজাদ, ১৩ই জানুয়ারি, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

জয় বাংলা

যে সকল গায়ের মুলকি লফজ আমাদের জবানে বহুত রোজতক চালু আছে, তাহার সহিত এই মুলুকের তামাম আওয়ামের একটি ঘনিষ্ঠ রিশতাদারি পয়দা হইয়া গিয়াছে। জবরদস্তি করিয়া তাহা বরবাদ করার কোশেশ করা হইলে তাহা কখনই কামিয়াব হইতে পারে না। এই সহজ কথটি সহজভাবে মালুম করিতে পারিলে জনাব আবু জাফর শামছুদ্দিন ছাহেবকে শায়েদ আর তকলিফ করিয়া গুজাস্তা ১৫ই জানুয়ারি হপ্তাওয়ারি মুক্তিবাণীতে "শব্দের রাজনীতি" নামে অমন এলেমদারি প্রবন্ধ ফাঁদিতে হইত না।

রেডিও লফজটি ইংরাজি। লেকিন আমাদের মুলুকে উহা এমন বহুল প্রচারিত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত যে, শহর-বাজার হইতে বহুদূরে অবস্থিত খাছ দেহাতি এলাকার বাশিন্দারাও ফওরান উহার মানে-মতলব মালুম করিতে পারে। লেকিন রেডিও না বলিয়া বেতার বলা হইলে তাহারা বিলকুল ধাঁধায় পড়িয়া যাইবে। ঢাকার রিকশাওয়ালা যেমন বিশ্ববিদ্যালয় লফজটি বুঝিতে পারেনা, লেকিন ইউনিভার্সিটি বলিলে ফওরান মালুম করিয়া ফেলে, বিলকুল সেই বরাবর। জনাব শামছুদ্দিন শায়েদ এই দিকটি গওর করিয়া দেখেন নাই। দেখিলে তিনি আলবত রেডিও লফজটির অন্দরে ছিয়াছি বদবু ইয়ানে রাজনীতির দুর্গন্ধ এবং পাকিস্তানী শাজিস ইয়ানে পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বেচায়েন হইয়া পড়িতেন না। বাংলাদেশ মুলুকের রেডিওর নাম রেডিও বাংলাদেশ। ইহার দরমিয়ানে ছিয়াছি মতলব অথবা পাকিস্তানী শাজিস তশরিফ আনিল কেমন করিয়া? অথচ জনাব শামছুদ্দিন তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন।

তিনি ফরমাইয়াছেন-"আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পর হতে পাকিস্তানী আমলের রেডিও পাকিস্তানের অনুকরণে রেডিও বাংলাদেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। বাদ পড়েছে বাংলাদেশ বেতার। ওটা বাংলা এবং তার মধ্যে পাকিস্তানী গন্ধ নেই-এই বোধ করি বাংলাদেশ বেতার-এর অপরাধ!" জনাব শামছুদ্দিন আশা করি আলবত জানেন যে, বেতার লাফজটি বাংলা বটে, লেকিন উহা আদৌ প্রচলিত নয়। যেমন প্রচলিত নয় কেদারা অথবা দূরালাপনী। অথচ তাঁহার বয়ান ছহি বলিয়া কবুল করিতে হইলে ইহাও কবুল করিতে হয় যে, বাংলা লফজ কেদারা ও দূরালাপনী বাদ দিয়া বাংলাদেশের তামাম লোক যে "পাকিস্তানী আমলের অনুকরণে" চেয়ার ও টেলিফোন আলফাজ ইস্তেমাল করিতেছে, ইহার পিছনেও আলবত কোনও গভীর পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। এই কিছিমের মিছাল ছেরেফ হাজারে হাজারে নয়, লাখে লাখে

www.pathagar.com

দেওয়া যাইতে পারে। লেকিন তাহাতে জনাব শামছুদ্দিনের পাকিস্তানী শাজিস তালাশ করার খাছিয়তের ফায়দা হইলেও দূছরা কোন ফায়দা হইবে না। কেননা, কোনও লফজ বাংলা জবান হইতে আসিলেই নেকবক্ত হইবে, এবং দূছরা কোনও জবান হইতে আসিলেই গোনাহগার হইয়া যাইবে, এমন কোনও কানুন নাই। কোনও কালে ছিলও না। আসল কথা হইল এই যে, আমাদের মুলুকের আওয়াম যে সকল লফজের মানে-মতলব ফওরান মালুম করিয়া থাকে, এবং হামেশা ইস্তেমাল করিয়া থাকে, তাহাই বাংলা লফজ। আদতে তাহা ইংরাজি, ফরাসী, আরবী, সংস্কৃত, হিন্দি আগায়রা যে কোন জবান হইতেই আসিয়া থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

জনাব শামছুদ্দিন দুছরা যে ছওয়ালটি পয়দা করিয়াছেন, তাহা থোড়া খতরনাক কিছিমের। জয়-বাংলা নারা বাদ দিয়া বাংলাদেশ জিন্দাবাদ চালু হওয়ায় তিনি বহুত গোশ্বা জাহির করিয়াছেন, এবং এইখানেও পাকিস্তানী শাজিস আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, জয়-বাংলা নারাটির "জয় কামনার মধ্যে শাশ্বতিক অর্থাৎ অবিনশ্বরতার ভাব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে জিন্দাবাদ বলতে দীর্ঘজীবী হোক বুঝায়। জীবন যতই দীর্ঘ হোক, তার শেষ মৃত্যু। সুতরাং দীর্ঘ জীবী হোক কামনার মধ্যে মৃত্যুর ভাবটি প্রচ্ছন্ন থাকছে।" এই মনতেকের বুনিয়াদে তিনি এরশাদ ফরমাইতেছেন- "অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই ব্যাপকতর ও গভীরতর ভাবব্যঞ্জক ধ্বনি জয়-বাংলা বর্জন করে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পর হতে পাকিস্তানী আমলের অনুকরণে সীমিত ভাবব্যঞ্জক বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কেন এই ডিগবাজি, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

জনাব আবু জাফর শামছুদ্দিন একজন এলেমদার কাবেল আদমি। তাঁহাকে কিছু বুঝাইতে পারার হিম্মত বা হেকমত আমার মাফিক নালায়েক আদমির নাই। লেকিন তথাপি কোশেশ করিয়া দেখা যাইতে পারে। তিনি লফজের মানে-মতলবের বুনিয়াদে যে মনতেক পয়দা করিয়াছেন, পয়লা কদমে সেই দিকেই নজর দেওয়া যাইতে পারে।

জিন্দা লফজটির মানে তিনি বলিতেছেন দীর্ঘজীবী। আর জিন্দাবাদ লফজটির মানে দীর্ঘজীবী হওয়া। ইহা বিলকুল গলত। জনাব শামছুদ্দিন শায়েদ লোগাত না দেখিয়াই ইহা লিখিয়াছেন। নহিলে তাঁহার মাফিক একজন পাকা আদমির এই কিছিমের কাঁচা ভুল হওয়ার তো কথা নয়। জিন্দা লফজটির অর্থ হইতেছে জীবন্ত, চাঙ্গা, সবুজ, সজীব, প্রাণবন্ত অগায়রা। আর উহার সহিত বাদ যোগ করা হইলে ঐ হালত বহাল রাখার কথা বলা হয়। মউত হইতেছে জিন্দার বিপরীত লফজ। তথাপি তিনি বলিতেছেন যে, জিন্দা

www.pathagar.com

লফজটির দরমিয়ানে মউতের "ভাবটি প্রচ্ছন্ন থাকছে।" তাঁহার এই মনতেক ছহি হইলে "জয়" লফজটির দরমিয়ানেও তো "পরাজয়" লফজটি "প্রচ্ছন্ন থাকছে।" আসলে এই সুবাদের জরুরী ছওয়ালটি যে কোনও লফজের লোগাতি অর্থের মধ্যে নাই, বলকে অন্যত্র রহিয়াছে, তাহা জনাব শামছুদ্দিন আলবত জানিতেন। লেকিন যে গরজ কখনও কখনও বালাই হইয়া ওঠে, সেই গরজে পড়িয়া তিনি উহা বেমালুম এড়াইয়া গিয়াছেন।

জয়-বাংলা নারা হইতেছে জয়-হিন্দ নারার হুবহু অনুকরণ। সেই ১৯৬৯ সালেই কলিকাতার সাহিত্যিক জনাব মনোজ বসু উহা পয়দা করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে বাংলাদেশী সাহিত্যিকদের জন্য ঐ নামে একটি পুরস্কারও চালু করিয়াছিলেন। এপার বাংলা-ওপার বাংলা এক বাংলা, আসলে ইহা সাবুদ করাই ছিল তাহার আসল মতলব। পরবর্তীকালে আমাদের জঙ্গে আজাদীর সময় ঐ নারাটি চালু হইয়া গিয়াছিল বটে লেকিন তখন এবং আজাদী কায়েম হওয়ার পরে বাংলাদেশকে যাহারা দুছরা মুলুকের গোলাম করার খোয়াব দেখিতেন তাহারাই উহাতে জিয়াদা খুশি হইতেন, এবং জোর দিয়া উচ্চারণ করিতেন।

জয়-বাংলা নারাটিতে কোন্ বাংলার জয়গান গাওয়া হইয়াছে? এপার বাংলার, না ওপার বাংলার? না দুয়ে মিলিয়া যে এক বাংলা, সেই বাংলার? নিছক ভুল করিয়া নহে, জনাব মনোজ বসু ঘোরতর মতলব লইয়াই এই প্যাঁচটুকু রাখিয়া দিয়াছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই কিছিমের তামাম তাঁবেদারির জিনজির ছিঁড়িয়া বাংলাদেশ যখন সত্য সত্যই আজাদ হইয়া ওঠে, তখনই বাংলাদেশ জিন্দাবাদ নারাটি চালু হয়। উহা আজাদ মুলুকের আজাদ নারা। এবং নারার দরমিয়ানেই মুলুকের নাম আছে। কোন প্যাঁচ বা কারচুপি নাই। আশা করি ইহা জনাব শামছুদ্দিনের "বোধগম্য" হইবে। এই সুবাদে তিনি আর একটি মজার কথা বলিয়াছেন। জয় বাংলা নারাই নাকি বাংলাদেশের আজাদীর আসল বুনিয়াদ। তিনি ফরমাইয়াছেন – "কিন্তু এই করে কি জয়-বাংলা ধ্বনির ঐতিহাসিক ভূমিকা মুছে ফেলা যাবে? যাবে না। কেননা, জয় বাংলার ফলশ্রুতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা।"

তাই নাকি? ব্যাপরটি কি সত্যই অত সহজ? ছেরেফ একটি নারার বুনিয়াদেই বাংলাদেশ আজাদী হাসিল করিয়া ফেলিল?

আজাদ, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

জয় ইনকিলাব

জনাব আবু জাফর শামছুদ্দীন বাংলাদেশ জিন্দাবাদের বদলে জয়-বাংলা নারা চালু করার ফজিলত বয়ান করিয়া যে নছিহত জারি করিয়াছেন, গুজাস্তা হপ্তায় সেই সম্পর্কে থোড়া রোশনি ঢালিয়াছিলাম। আপনাদের শায়েদ ইয়াদ আছে যে, ১৫ই জানুয়ারী তারিখের হপ্তাওয়ারি মুক্তিবাণীতে প্রকাশিত এক এলেমদারি প্রবন্ধে তিনি সাবুদ করার কোশেশ করিয়াছিলেন যে, জয় লফজটির মানে-মতলব জিন্দাবাদ লফজটির মানে-মতলবের চেয়ে জিয়াদা ভাবব্যঞ্জক, জিয়াদা ব্যাপক, এবং জিয়াদা গভীর। এবং এই বুনিয়াদে তিনি জিন্দাবাদ লফজটি বাতিল করার সুপারিশ করিয়াছিলেন।

লেকিন তাজ্জবের কথা হইতেছে এই যে, ঐ একই জিন্দাবাদ লফজ তিনি ইনকিলাব লফজের সহিত ইস্তেমাল করিয়াছেন। এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইনকিলাব জিন্দাবাদ নারা উচ্চারিত না হওয়ায় তিনি গোশ্বাও প্রকাশ করিয়াছেন। লেকিন ইহা কোন্ কিছিমের মনতেক হইল? তাঁহার বয়ান মোতাবেক জয় লফজটির তাছির ও খাছিয়ত যদি জিয়াদাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ না হইয়া জয়-ইনকিলাবই তো হওয়া উচিত। অথবা পুরাদস্তুর বাংলা জবানে তরজমা করিয়া জয়-বিপ্লবই তো বলা উচিত। লেকিন তিনি তাহা বলেন নাই। রেডিও লফজটির বাংলা বেতার লফজটি চালু করার জন্য তিনি জান কোরবান করিয়াছেন। লেকিন ইনকিলাব লফজটি ইনকিলাবই রাখিয়া দিয়াছেন। উহার বাংলা তরজমা করিয়া বিপ্লব লফজটি ইস্তেমাল করেন নাই। আবার "পাকিস্তানী আমলের অনুকরণ" বলিয়া বাংলাদেশ জিন্দাবাদ নারা বাতিল করিয়া "খাঁটি বাংলা" জয়-বাংলা চালু করার জন্য জোর সুপারিশ করিলেও ইনকিলাব জিন্দাবাদ নারাটি তিনি বহাল রাখিয়াছেন। "পাকিস্তানী আমলের অনুকরণ" বলিয়া উহা বাতিল করিয়া খাঁটি বাংলা" জয়-বিপ্লব চালু করার কোশেশ করেন নাই। জিন্দাবাদ লফজটি ইনকিলাবের সহিত ইস্তেমাল হওয়ার ফলে যদি কোনও নাজায়েজ কাজ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা বাংলাদেশ লফজের সহিত ইস্তেমাল করা হইলে তাহা নাজায়েজ হইবে কেন? জনাব শামছুদ্দীন এই ছওয়ালের কোনও জবাব দেন নাই। লেকিন যে সুবাদে নারাটি ইস্তেমাল করিয়াছেন, তাহার দরমিয়ানে উহা শায়েদ তালাশ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর (উদাহরণস্বরূপ ঐ সালের ৭ই নভেম্বর) বাংলাদেশে কোনও ইনকিলাব হইয়াছে কি? জনাব আবু জাফর শামছুদ্দীন ফরমাইতেছেন – না, হয় নাই। কারণ, ইনকিলাব হইয়া থাকিলে ক্ষমতাসীন আদমিদের জবানে ইনকিলাব জিন্দাবাদ নারা শুনা যাইত। লেকিন তাহা যখন শুনা যাইতেছে না, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে, আদৌ কোনও ইনকিলাব হয় নাই। মারহাবা! কি চমৎকার যুক্তি! কি উমদা মানতেক!

তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন–"যদি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পরে দেশে সত্যি সত্যি বিপ্লব হয়ে থাকে, অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকি, তাহলে সভা সমিতির শুরুতে এবং শেষে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হওয়াই উচিত নয় কি? ইনকিলাব খাঁটি সেমিটিক অর্থাৎ আরবী শব্দ–অর্থ বিপ্লব। ইনকিলাব জিন্দাবাদ মানে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। এ ধ্বনিটি উপমহাদেশের সর্বত্র পরিচিত, এবং সাধারণ কর্মী মানুষের মনে উৎসাহের সঞ্চার করে। সুতরাং এ ধ্বনি উচ্চারণ করলে একই সঙ্গে অধিক খাঁটি মুসলমান (শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে) হতে এবং দেশে যে সত্য সত্যই বিপ্লব হয়েছে বা হচ্ছে, তা প্রমাণ করতে পারতাম। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর কোনও সভা–সমিতির শুরুতে বা শেষে, অথবা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের বাণী এবং বক্তৃতার উপসংহারে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হতে শুনিনি। বরং মনে হয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবকে যে কোনও উপায়ে ঠেকিয়ে রাখাই যেন লক্ষ্য। জয়–বাংলার স্থলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শেষোক্ত লক্ষ্যের সহায়ক কিনা কে জানে?"

ইহাই হইতেছে জনাব আবু জাফর শামছুদ্দীনের তামাম মানতেকের বুনিয়াদ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর বাংলাদেশে যে কোনও ইনকিলাব হইয়াছে, তাহা তিনি কবুলই করিতে চাহেন না। তবে তিনি একজন মুরব্বি আদমি। উমরও থোড়া জিয়াদা হইয়া গিয়াছে। লেহাজা সব কথা সব সময় তাঁহার ইয়াদ নাও হইতে পারে। লেকিন আমরা যদি থোড়া ধরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি শায়েদ তামাম ঘটনা ইয়াদ করিতে পারিবেন।

গণতন্ত্রের নাম শুনিলেই যাহাদের দিলে খুশির বাহার খেলিয়া যাইত, তাহারা ক্ষমতার গদি দখল করিয়াই গণতন্ত্রকে কতোল করিলেন এবং পুরাদস্তুর একনায়কত্ব কায়েম করিয়া ফেলিলেন। পাট হইতে শুরু করিয়া মুলুকের তামাম মালমাত্তা দেবীর

www.pathagar.com

চরণে উৎসর্গ করিলেন। মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যাহাদের লুঠপাট সমিতির সদস্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহারা মামু-ভাগ্নের আশ্রয়ে থাকিয়া তামাম মুলুকে লুঠতরাজ, হাইজ্যাক, খুন, ডাকাতি, নারীহরণ অগায়রা কারবার চালাইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের পয়দা করা দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল। মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রুর কাপড় তক ছিনাইয়া লইয়া গায়ের মুলুকে পাচার করা হইল। ছেরেফ কয়েক সাল আগে যাহারা পায়দল চলিয়া বা সাইকেল চালাইয়া মাসে তিন শত টাকা বেতনের চাকুরি করিত, তাহারা রাতারাতি বাড়ি-গাড়ি ও টাকার পাহাড়ের মালিক হইয়া ঘনঘন বিদেশ ছফরে যাইতে লাগিল। আর তাহাদের বিবি ছাহেবানও বাজার-সওদা করার জন্য মাসে মাসে দিল্লী-মস্কো-লণ্ডন-বার্লিন যাইতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মামু-ভাগ্নে এবং তাহাদের জালেম জামাত তাবাহ হইয়া গেল। মুলুকের তামাম বাশিন্দা খুশি হইয়া আল্লাহর দরগায় শোকর গুজারি করিল। এইভাবে মুলুক যখন জুলুম হইতে বাঁচিয়া উঠিয়া তরক্কির রাহায় রাহাগীর হইতেছিল, তখন ঐ জালেম জামাতের কিছু লোক একটি গায়ের মুলুকের মদদে একজন দেশদ্রোহী মীরজাফরের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে আবার ঐ গায়ের মুলুকের গোলামীর জিনজিরে আটক করার কোশেশ করে। লেকিন আল্লাহ মেহেরবান। বাংলাদেশের আমলোক ও বীর সিপাহীরা একযোগে তাহাদের বিলকুল তাবাহ করিয়া দেয়। এই ঘটনাটি ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর ঘটিয়াছিল, এবং ঐ দিনটিকে এখনও বিপ্লব দিবস হিসাবে পালন করা হইয়া থাকে।

সভা-সমিতি বা বক্তৃতা-বিবৃতিতে ইনকিলাব জিন্দাবাদ নারা শুনিতে না পাইলেও জনাব আবু জাফর শামছুদ্দীন এখন শায়েদ ইয়াদ করিতে পারিবেন যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর এই মুলুকে সত্যসত্যই একটি ইনকিলাব হইয়া গিয়াছে। এবং এখন যে মুলুকে শান্তি-শৃংখলা ও স্বস্তির আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে, তাহা হইতেছে ঐ ইনকিলাবেরই নতিজা।

আজাদ, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

জবানেই বাংলা

আবার একুশে ফেব্রুয়ারি তশরিফ আনিতেছে। অনেকে বলেন, আটই ফাল্গুন। তারিখটি তেমন জরুরী নয়, যেমন জরুরী হইতেছে ইহার তাওয়ারিখটি। এই তাওয়ারিখটি আসলে কি?

বাংলাদেশীরা তাহাদের মাদেরী জবান বাংলায় বাতচিত করিবে। বাংলায় এলেম কালাম হাছিল করিবে, রোজানা কায়-কারবার করিবে, সরকারী এবং রিয়াছতি তামাম কারবার বাংলা জবানে করিবে। পানজাবীরা কহিল, না। বাংলা চলিবে না। ছেরেফ উরদু চালাইতে হইবে। বাংলাদেশের আদমিলোক কহিল, আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমাদের কথা মানিলাম। উরদু চলুক। তবে তাহার সহিত বাংলাও চলুক। লেকিন পানজাবীরা উহা মানিল না। তাহাদের সেই একই জেদ। ছেরেফ উরদুই চালাইতে হইবে।

তাহার নতিজায় আন্দোলন, ধর্মঘট, পুলিশের গুলীবর্ষণ এবং সালাম-বরকতের শাহাদত। ইহাই হইতেছে বাংলা জবানের সুবাদে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার মুখতাছর তাওয়ারিখ। ইহা তামাম লোক ওয়াকিফ আছেন। আরও ওয়াকিফ আছেন যে, পানবাজীরা শেষতক আমাদের দাবী কবুল করিয়া লইয়াছিল। লেকিন আমরা আমাদের নিজেদের দাবী মোতাবেক কাজ করিয়াছি কি?

শুরুতে যে একুশে ফেব্রুয়ারি ও আটই ফাল্গুনের ছওয়াল উল্লেখ করিয়াছি, আসল প্যাঁচ রহিয়া গিয়াছে ঐখানেই। ইংরাজি না বাংলা? আমরা উরদু চাহি নাই বটে, লেকিন ইংরাজি চাহি না, এমন কথা কখনও শায়েদ জোর দিয়া বলি নাই। এবং বলি নাই বলিয়াই আজ ভাষা আন্দোলনের ছাব্বিশ সাল পরেও আমরা বিনা দ্বিধায় তামাম কায়-কারবার ইংরাজি জবানেই চালাইয়া যাইতেছি। শরমও পাইতেছি না, এবং বিবেকের দংশনও বোধ করিতেছি না।

ফিলহাল একখানি সরকারী গেজেট হাতে পড়িয়াছিল। পাতা উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিলাম, তামাম কায়-কারবার ইংরাজি জবানে। ছেরেফ মাঝে মধ্যে দুই একখানি বাংলা বিজ্ঞপ্তি যেন দান্দান মুবারক বাহির করিয়া সালাম-বরকতকে উপহাস করিতেছে। আর করিবেই বা না কেন? আমাদের সরকারী মুলাজিম ছাহেবানের দরমিয়ানে অধিকাংশই একেবারে বিলকুল খাছ ইংরাজ। ইংরাজি জবান ইস্তেমাল

www.pathagar.com

করিতে তাহারা বড়ই আছানি বোধ করিয়া থাকেন। চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, নথির বয়ান, অগায়রা কারবার বাংলা জবানে করিতে হইলে তাহারা বড়ই তকলিফ বোধ করিয়া থাকেন। অনেকে আবার মুচকি হাসিয়া বলিয়া থাকেন যে, বাংলাটা তিনি ঠিকমত লিখিতে পারেন না। ইয়ানে তিনি সাবুদ করিতে চাহেন যে, তিনি এই সব মামুলি ব্যাপারের অনেক উঁচু দর্জার আদমি।

ঠিক এই মানসিকতা হইতেই শায়েদ চালনা বন্দরের নাম বদল করিয়া পোর্ট অব চালনা করা হইয়াছে। বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান কর্পোরেশনের নাম বদল করিয়া বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন করা হইয়াছে। লেকিন ইহা হইতেছে বিলকুল মামুলি ব্যাপার।

ফিলহাল এক নওজোয়ান আদমি আমার সহিত মোলাকাত করিতে আসিয়াছিল। পয়লা নজরেই বুঝিলাম, দেহাত হইতে শহরে আসিয়া নোকরির তালাশে আছে। তাহার বয়ান যাহা শুনিলাম, তাহাতে হাসিব না কাঁদিব, তাহার ফয়ছালা এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই। দেহাতি কলেজ হইতে আই এ ইয়ানে এইচ এস সি পাশ করিয়া তালেব মিয়া নোকরির তালাশে শহরে আসিয়াছিল। এরাদা ছিল, নোকরি পাইলে থোড়া তকলিফ করিয়া বিএ টা পড়িয়া ফেলিবে। লেকিন পুরা একটি সাল ঘোরাঘুরি করিয়াও সে যখন নোকরি পাইল না তখন এক বুজর্গ তাহাকে টাইপিং ও শর্টহ্যান্ড শেখার মাশোয়ারা দিল। মুলুকের নাম বাংলাদেশ। তামাম লোক বাংলা জবানে বাতচিত করে। রিয়াছতি জবানও বাংলা। লেহাজা সে বাংলা জবানেই টাইপিং ও শর্টহ্যান্ড শিখিতে লাগিল। ইহাকে নোকরি পাওয়ার ছিরাতুল মোস্তাকিম বলিয়া জানিতে পারিয়া সে জিয়াদা মেহনত করিয়া এক সালের কোর্স ছয় মাহিনায় খতম করিয়া ফেলিল। লেকিন তথাপি তাহার নোকরি হইল না। কেন?

তালেব মিয়া আচানক কোনও জবাব দিতে পারিল না। এক নজরে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর এক সময় অপরাধীর মত চোখ নামাইয়া লইয়া মিনমিন করিয়া কহিল, ছেরেফ বাংলা জানিলে নোকরি হইবে না। দশ-বারটি অফিসে দরখাস্ত করিয়াছি। নিজে যাইয়া দেখা-সাক্ষাৎও করিয়াছি। লেকিন কোনও ফায়দা হয় নাই। সকলেই ধমক মারিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছে। বলিয়াছে, বিজ্ঞাপন দেখেন নাই? বাংলা এবং ইংরাজী দুই রকমই জানিতে হইবে। পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আপনি ছেরেফ এক রকম জানিয়া দরখাস্ত করিলেন কেন? আপনার দরখাস্ত তো এন্টারটেনই করা হইবে না।

www.pathagar.com

মনে মনে খেয়াল করিয়া দেখিলাম, পানজাবীরা থাকিলে কি সুবিধাই না হইত। বাংলা জবানের খেলাপে গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া একখানি জবরদস্ত হপ্তানামা লিখিয়া ফেলিতে পারিতাম। রোজানা আখবারে তালেব মিয়ার তছবির এবং অভিজ্ঞতার বয়ান ছাপা হইয়া যাইত। বাংলা জবানের মালিক–মোখতার ছাহেবান জ্বালাময়ী বয়ান জারি করিয়া চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিতেন। তাহার নতিজায় পানজাবীরা বিলকুল ভড়কাইয়া যাইত, এবং তালেব মিয়ার একটি উমদা নোকরি হইয়া যাইত। এমনকি থোড়া রোজ বাদ সরকার প্রেসনোট জারি করিয়া এলান করিতেন যে, ছেরেফ বাংলা টাইপিং শর্টহ্যান্ড জানিলে সরকারী চাকুরি পাওয়া যায়না বলিয়া কোনও কানও মহল হইতে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও দুরভিসন্ধিমূলক। জনস্বার্থের খাতিরে সরকার বিষয়টি তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন এবং দেখিতে পাইয়াছেন যে, কথিত ষ্টেনোগ্রাফার মিষ্টার তালেব মিয়া সরকারের অমুক ডিপার্টমেন্টে চাকুরিতে বহাল হইয়াছেন। জনসাধারনের মনে যাহাতে কোনও প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সেই জন্য এই প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হইল।

আমাকে খামোশ দেখিয়া তালেম মিয়া কহিল– আব্বাজান সামান্য যে কয়টি টাকা পাঠাইতেন, গত তিন মাস যাবৎ তাহাও আর পাঠাইতে পারিতেছেন না। একটি টিউশনি করিতাম, তাহাও এখন আর নাই। আমি এখন কি করিব?

আমি কোনও জবাব দিতে পারিলাম না। খামোশ হইয়া রহিলাম। তালেব মিয়া ভাবিল আমি তাহার কথা শায়েদ শুনিতে পাই নাই। লেহাজা সে কহিল– হুজুর!

আমি মুখ তুলিয়া চাহিলাম। কহিলাম–তালেব মিয়া! আর তিন রোজ বাদ বাংলা জবানের ওছিলায় জলছা জুলুছ শুরু হইবে। বটতলায় আমতলায় মজলিস বসিবে। গানা হইবে, নাচনা হইবে, বয়ানবাজি হইবে। জবরদস্ত জবরদস্ত ছাহেবান ঐ রোজ কোট–প্যান্ট, টাই–স্যুট খুলিয়া রাখিয়া খদ্দরের পানজাবির উপরে চাদর ঝুলাইয়া আসিয়া বাংলা জবানের জরুরতের সুবাদে ওয়াজ–নছিহত করিবেন। অনেকে আবার বাংলা জবানের খেলাপে ষড়যন্ত্রকারীদের কাতালা ইয়াকতালু করার এরাদা জাহির করিয়া বাহবা কুড়াইবেন। তুমি এই কিছিমের একটি মজলিসে শরিক হও এবং মাতবর গোছের কাহারও মারফত তোমার কিচ্ছা এলান করার কোশেশ কর। তোমার নছিব বুলন্দ হইলে কিছু একটি ফায়দা হইয়াও যাইতে পারে!

আজাদ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

বয়ানেই বাংলা

১৯৩৫ সালে তৎকালীন হুকুমত যখন এক রোজ এলান করিয়া দিলেন যে, ফারসীর বদলে নাছারা জবান ইংরাজি এই মুলুকের রিয়াছতি জবান হইবে, এবং তামাম সরকারী কায়-কারবার ইংরাজি জবানে চালাইতে হইবে তখন কেহ উহার খেলাপে কোনও এতরাজ বা শেকায়েত করেন নাই। আচানক ইংরাজি চালু করা হইলে রোজানা কায়-কারবারে রুকাওট পয়দা হইবে, লেহাজা আস্তে আস্তে ইয়ানে পর্যায়ক্রমে চালু করাই বেহেতেরিন হইবে, এবং যাহারা ইংরাজি জানে না, সেই সকল সরকারী মুলাজিমও সেই মওকায় উহা শিখিয়া লইতে পারিবে, এই কিছিমের কোনও মনতেক ফাঁদিয়া অথবা প্যাঁচ-দর-প্যাঁচ মারিয়া কেহ তখন ইংরাজি জবানের রাহায় রুকাওট পয়দা করিতে পারে নাই। অথচ এখন বাংলা জবানের রাহায় রুকাওট পয়দা হইতেছে কেন? এবং কেমন করিয়া? তাওয়ারিখে সাবুদ পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজ হুকুমতের ঐ এলানের নতিজায় ফারসী নবিশ তামাম সরকারী মুলাজিম, ওস্তাদ-তালবেলেম, উকিল-মোকতার, উজির-নাজির, দেওয়ান-খানসামা, পেয়াদা-বরকন্দাজ অগায়রা তামাম লোক বেকার হইয়া পড়ে। জনাব উইলিয়াম উইলসন হান্টার সাহেবও এই ছুরতেহালের একটি মোকাম্মেল বয়ান দিয়াছেন। বহুত এলেমদার আদমি রাতারাতি বেএলেম হইয়া যায়। বহুত ইজ্জতমন্দ আদমি বেইজ্জত হইয়া যায়। লেকিন তাহা সত্ত্বেও ইংরাজি জবানের পাশাপাশি ফারসী জবান চালু রাখার জরুরত অথবা আচানক না করিয়া মনজিলে মনজিলে এবং কদমে কদমে ইংরাজি জবান চালু করার জরুরত কেহ বয়ান করে নাই। অথচ বাংলা জবানের বেলায় সেই জিগির তোলা হইতেছে কেন?

ইহার কারণ ছেরেফ একটিই। এবং তাহা হইতেছে এই যে, বাংলা জবান চালু করার দায়-দায়িত্ব যাহাদের উপর বর্তাইয়াছে, তাহারা বাহিরে বাহিরে যাহাই বলুন না কেন ভিতরে ভিতরে তাহারা সকলেই ইংরাজি তরিকায় হাসেন, ইংরাজি তরিকায় কাশেন এবং দুই কদম ফারাক করিয়া ছিগারেট খাইতে বড়ই ভালবাসেন। তাহারা নিজেরা তো ইংরাজি জবানের পাকাপোক্ত মুরিদ আছেনই, এমনকি এখন নিজের নিজের বাল বাচ্চাকে ইংরাজি মক্তবে পড়াইয়া বাংলা জবানের প্রতি তাহাদের নিস্পৃহ ও বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন।

লেকিন ১৮৩৫ সালে এই হালত ছিল না। তখন ইংরাজি জবান চালু করার দায়-

www.pathagar.com

দায়িত্ব যাহাদের উপর বার্তাইয়া ছিল, ফারসী জবানের সহিত তাহাদের ঐ কিছিমের কোনও রিশতাদারি অথবা মহব্বতের তায়াল্লুকাত কায়েম ছিল না। তাহা ছাড়া ফারসী জবান রদ-রহিত হইলে তাহাদের নোকরি-বাকরি, উজারতি-তেজারতি, অথবা ইজ্জত-হুরমত বরবাদ হওয়ার কোনও ডর ছিল না।

লেকিন এখন বাংলা জবান চালু করার দায়-দায়িত্ব যাহাদের উপর রহিয়াছে, তাহাদের দিলে ঐ ডর মোকাম্মেল তরিকায় কায়েম রহিয়াছে।

ঠিক এই কারণেই আজ ছাব্বিশ সাল পরেও একুশে ফেব্রুয়ারি ছেরেফ একটি পরব ছাড়া দুছরা কিছু হইয়া উঠিতে পারে নাই। তামাম লোক জানে এবং মানে যে, একুশে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরী করিতে হয়, মাজার জিয়ারত করিতে হয়, শহীদের দরগায় ফুল ছড়াইতে হয়, সেমিনারে দস্ত-কদম ছুঁড়িয়া বয়ানবাজি করিতে হয়, ধেই ধেই করিয়া নাচিতে হয় এবং ইনাইয়া বিনাইয়া নাকি সুরে গান গাহিতে হয়। ঠিক যেমন ঈদের দিন সকালে উঠিয়া গোছল করিতে হয়, নয়া লেবাছ পরিতে হয়, আতর মাখিতে হয়, ময়দানে নামাজ পড়িতে যাইতে হয়, পোলাও-কোরমা অগায়রা উমদা কিছিমের খানার ইন্তেজাম করিতে হয় এবং ইয়ার-দোস্ত ও রিশতাদারদের সহিত মোলাকাত ও কোলাকুলি করিতে হয়, বিলকুল সেই বরাবর। ইহা ছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারির আর কোন মানে-মতলব নাই। থাকিলেও তাহার কোন আলামত অন্তত দেখা যাইতেছে না।

আর একটি ছওয়াল। একুশে ফেব্রুয়ারির সুবাদে যে চিজটি বানের পানির মাফিক বেশুমার বেএন্তেহা সাপ্লাই হইয়া থাকে, তাহা হইতেছে ভাব এবং উচ্ছ্বাস। জলছা-জুলুছ, ছেমিনার-মজলিস, বয়ান-বিবৃতি, নাচ, গান পত্রিকা সংকলন অগায়রা তামাম জায়গায় ছেরেফ ভাব আর উচ্ছ্বাস। তাওয়ারিখ বা তথ্যের কোনও হদিস নাই। সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বারকে আমরা ভাই বলিয়া ডাকিয়া গান গাহিয়া থাকি। গাহিতে গাহিতে ভাবে উচ্ছ্বাসে একেবারে গদগদ হইয়া পড়ি। লেকিন তাহারা কে ছিলেন, কি করিতেন, তাহাদের বাড়ি কোথায় ছিল তাহাদের আব্বা-আম্মা ও দুছরা রিশতাদার কাহারা ছিলেন, অগায়রা কোনও তারিফ বা বয়ানই আমরা অনেকে জানি না। এবং জানিনা বলিয়াই তাহাদের জন্য কাঁদিয়া জারেজার হইয়া আমরা যখন চোখের পানিতে বুক ভাসাইয়া ফেলি, ঠিক সেই সময় বরকতের আম্মাজানকে ঢাকার মতিঝিল কলোনিতে পরের উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া নেহায়েত অসহায় হালতে দিন গুজরান করিতে হয়। জানিনা এবং চিনিনা বলিয়াই ফিলহাল একজন অধ্যাপক যখন বরকতকে পুলিশের ইনফরমার বলিয়া গালি দিবেন, তখন আমরা কেহই তার উচিত প্রতিবাদ

www.pathagar.com

করিতে পারিলামনা। সালাম বরকত রফিক জব্বারকে আমরা চিনি না। লেকিন তাহাদের ইয়াদগারিতে বানানো মিনারে ফুল ছড়ানোর প্রতিযোগিতায় আমরা কেহ কাহারও অপেক্ষা কম যাই না। এমন কি যিনি ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে আইন পরিষদের সদস্য পদে ইস্তাফা দিয়া আসিয়া এই মিনারের ছঙ্গে বুনিয়াদ কায়েম করিয়াছিলেন সেই জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছাহেবের নামও ফিলহাল একুশে ফেব্রুয়ারিতে তেমন শুনিতে পাওয়া যায় না।

তাওয়ারিখ ও তথ্য বাদ দিয়া সেরেফ ভাব ও উচ্ছ্বাসের বুনিয়াদে কিছু করিতে গেলে যাহা হইয়া থাকে, একুশে ফেব্রুয়ারির সুবাদেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। ইয়ানে উহা একটি উমদা কিছিমের পরবে পরিণত হইয়াছে। আর বাংলা জবান? তাহার কথা না বলাই বেহেতর। গুজাস্তা ছাব্বিশ সাল তক ছেরেফ ভাব, উচ্ছ্বাস ও সংকলন প্রকাশ করা ছাড়া দুছরা কোনও কামে বাংলা জবান ইস্তেমাল করা হয় নাই বলিয়া কাহারও মাথায় কি আছমান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। লেহাজা আয়েন্দা ছাব্বিশ সালেও আর পড়িবে না। আলামত দেখিয়া অন্তত আমার তো তাহাই মালুম হইতেছে।

আজাদ, ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮।

গলত তালিম

আমার দশ সাল উমরের ভাতিজাকে যিনি আরবী পড়াইয়া থাকেন, সেই মওলবী ছাহেব সেদিন দেখিলাম বহুত গোশ্বা হইয়াছেন। বেআদব, বেতমিজ, বেলেহাজ, আগায়রা আলফাজ এমন চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া ইস্তেমাল করিতেছেন যে, দহলিজ বিলকুল গরম হইয়া গিয়াছে।

এক কদম দুই কদম করিয়া থোড়া আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, ভাতিজা ডরে ছের ঝুঁকাইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, এবং মওলবী সাহেব এই মারি কি তেইমারি হালতে হাম্বিতাম্বি করিতেছেন। এত্তেলা করিয়া শুনিলাম, ভাতিজা একখানি কাগজ মাড়াইয়াছে। কাগজে কোরআন শরীফ ছাপা হয় বলিয়া উহা যে বহুত পাক চিজ, এবং উহা মাড়াইলে যে আল্লাহ্ তায়ালা বেজার হইয়া সত্তর হাজার সালের দোজখের আজাব লিখিয়া দেন, এই কথা হুজুর বহুত আগেই তাহাকে ছাফ ছাফ জানাইয়া দিয়াছেন। লেকিন আফছোছ! ভাতিজা ঐ নছিহত কবুল করে নাই। আজকের ঘটনা লইয়া এই তিন মরতবা সে কাগজ মাড়াইয়াছে। আচানক আমার নিজের বাচপানের কথা ইয়াদ হইল।

www.pathagar.com

আমাকে যিনি আরবী ছবক দিতেন, সেই হুজুরও বিলকুল একই কিছিমের বাতচিত করিতেন। তহবন্দ হাঁটুর উপরে উঠিলেও সত্তর হাজার সাল, আবার গোড়ালির নীচে নামিলেও সত্তর হাজার সাল। নামাজ না পড়িলে সত্তর হাজার সাল তো কায়েম আছেই, তাহার উপর আবার অজু করিতে গিয়া এক কুল্লি কমবেশী হইয়া গেলে নামাজ বরবাদ হওয়ার কারণে সাজা আরও দশ সাল বাড়িয়া গিয়া মবলগে আশি হাজার সাল হইয়া যাইবে। এই কিছিমের আরও বহুত উমদা উমদা নসিহত তিনি হরহামেশা করিতেন। আমি খেয়াল করিয়া দেখিতাম যে, কোনও সাজার মেয়াদই সত্তর হাজার সালের কম ছিল না। পান হইতে চুন খসিলেই হইল, অমনি সত্তর হাজার সাল দোজখবাস লেখা হইয়া যাইত। শুনানি ছিল না, আপীল ছিল না, তওবা ছিল না, মুচলেকা ছিল না। এমন কি মাফ বা করুণা পাওয়ারও কোনও ইন্তেজাম ছিল না। লেহাজা আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে আমার দিলের অন্দরে এই কিছিমের একটি ধরণা পয়দা হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার শায়েদ দুছরা কোনও কাম নাই। হরঘড়ি খাতা-কলম লইয়া বসিয়া আছেন, এবং কেহ কোনও গোনাহ করার সঙ্গে সঙ্গে ফওরান সত্তর হাজার সাল লিখিয়া ফেলিতেছেনা। এই ধারণা বদল হইতে বহুত পড়াশুনা এবং বহুত অভিজ্ঞতার জরুরত হইয়াছে। লেকিন উহা হইতেছে একটি দুছরা ছওয়াল।

আমাদের আলেম ছাহেবানের দরমিয়ানে প্রায় সকল জামানাতেই এমন একটি জামাত দেখা যাইতেছে, যাহারা মানুষকে আল্লাহর নজদিকে তো আনিতে পারিতেছেনই না, বলকে নানান কিছিমের ভয়-ডর দেখাইয়া তাহাদের দূরে হটাইয়া দিতেছেন। আমার ভাতিজার এবং আমার নিজের ঘটনা হইতে অন্তত আমি তো এই আলমতই দেখিতে পাইতেছি। আমার এক বুজর্গ এই সুবাদে একটি বেহেতেরিন মিছাল বয়ান করিয়া থাকেন। কোনও রাহাগীর আসিয়া যদি জানায় যে, মহল্লা হইতে বাহিরে যাওয়ার সদর রাস্তায় একজন মারমুখো পাগল বসিয়া রহিয়াছে। যে ঐ রাস্তায় যাইতেছে, তাহাকেই সে ঢিল মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিতেছে। তাহা হইলে মহল্লার কোনও বাসিন্দা আর ঐ রাস্তায় যাইবে কি? আলবত যাইবে না। কেহ কৌতূহলী হইয়া জিয়াদাছে জিয়াদা নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া অথবা জানালা খুলিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতে পারেন বটে। লেকিন পাগলের নজদিকে যাওয়ার কথা কেহ চিন্তাও করিবেন না।

এক জামাতের আলেম আল্লাহ সম্পর্কে বরাবর আমাদের এই ধারণাই দিয়া আসিতেছেন। অথচ আল্লাহ যে রহমানুর রহীম, এই কথাটি তাহারা কখনও মোকাম্মেল তরিকায় তফছির-এবারত করিয়া বয়ান করেন না। ফলে, আমলোক এবং খাছ করিয়া নওজোয়ান মুসলমানেরা সদর রাস্তা বাদ দিয়া অন্ধকার গলি পথে রাহাগীর হইতেছে।

www.pathagar.com

হুজুরের কবজা হইতে আজাদ করিয়া ভাতিজাকে যখন অন্দর মহলে আনিলাম, তখনও সে কাঁদিতেছে। এবং একটানা সত্তর হাজার সাল দোজখের আগুনে জ্বলিবার আতংকে মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছে। লেহাজা তাহার খেয়াল দুসরা দিকে ঘুরাইবার জন্য দোকানে লইয়া গিয়া তাহাকে একটি লাটিম কিনিয়া দিলাম। থোড়া ঘড়ি বাদ কিছুটা শান্ত হইয়া সে ছওয়াল করিল, চাচা! আল্লাহ মাফ করেন না?

–আলবত করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি এমন জিয়াদা মাফ করিতে পারেন যে, কোনও ইনছানের হিম্মত নাই যে, সেই পরিমাণ গোনাহ করিতে পারে।

–লেকিন হুজুর যে বলেন....

–তোমার হুজুর শায়েদ জানেন না। জানিলে কাগজ মাড়াইবার জন্য সত্তর হাজার সাল বরাদ্দ করিতেন না।

–লেকিন কাগজে তো কোরআন শরীফ ছাপা হয়।

–কোরআন শরীফের খেলাপ–কারবারের বয়ানও কাগজেই ছাপা হয়। অনেকে আবার কাগজ জ্বালাইয়া দুধও গরম করিয়া থাকেন।

ভাতিজা আর সওয়াল করিল না। চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া রহিল। ইয়ানে সে আরও শুনিতে চায়। আমি তখন আল্লাহর রহমানুর রহীম নামের খাছিয়ত মুখতছর বয়ান করিয়া কহিলাম, আল্লাহ এমন দয়ালু–দাতা যে, তাঁহার দয়ার দান হইতে কেহই বঞ্চিত হয় না। পানি, হাওয়া, মাটি, সূর্যের কিরণ, গাছের ফল অগায়রা চিজ না হইলে মানুষে বাঁচিতে পারে না। এবং এই সকল চিজ আল্লাহ নিজেই মানুষকে দিতেছেন। মানুষকে চাহিতে হইতেছে না। এমনকি যে আদমি আল্লাহর হুকুম তামিল না করিয়া নাফরমানি করিয়া থাকে তাহাকেও আল্লাহ এই সকল নেয়ামত হইতে বঞ্চিত করিতেছেন না। ইহা ছাড়াও আল্লাহ বলিয়াছেন যে,যাহারা তাঁহাকে মানিবে, পরের উপকার করিবে, এবং দুছরা কিছিমের ভাল কাজ করিবে, তাহাদের জন্য তিনি আরও উমদা উমদা নেয়ামত দিবেন। ভাতিজা মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, চাচা! হুজুর এই সব কথা বলেন না কেন?

–তোমার হুজুর শায়েদ ইহা জানেন না।

ভাতিজা আর কোনও কথা বলিল না। সেরেফ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বুঝিলাম, সত্তর হাজার সাল সাজা দেনেওয়ালাকে সে রহমানুর রহীমের নয়া রোশনিতে পরখ করিয়া দেখিতেছে। আরও বুঝিলাম, তাহার দিল হইতে হুজুরের প্রতি তাহার ভক্তি–শ্রদ্ধার তামাম বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও ওয়াকেবহাল তামাম আদমি এখন যাহা করিতেছেন বড় হইলে সেও ঠিক তাহাই করিবে। ইয়ানে তাহার হুজুরের মাফিক আলেম ছাহেবানকে করুণার নজরে দেখিবে।

আজাদ,২৭শে জানুয়ারি,১৯৭৮।

www.pathagar.com

আজব বয়ান

ফিলহাল তামাম বাংলাদেশে বহুত শান-শওকতের সহিত ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম ইয়ানে ঈদে মিলাদুন্নবী হইয়া গেল। আনকরিব দেড় হাজার সাল আগে এই রোজ হুজুরে আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লালাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার বুকে তশরিফ আনিয়াছিলেন। তাঁহার পয়দায়েশের এই সালগিরা তাই তাঁহার উম্মতের নিকট বড়ই প্রিয়, বড়ই পবিত্র।

ছেরেফ কয়েক সাল আগে যে মুলুকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামের নাম নিশানা মুছিয়া ফেলার মতলবে হুকুমত পর্যায়ে কোশেশ করা হইয়াছিল, এবং হুকুমতের বিদগ্ধ মুরিদেরা প্রকাশ্যে আল্লাহর রসুলকে জঘণ্য ভাষায় গালি দিতে শুরু করিয়াছিল, সেই বাংলাদেশেই এখন ঈদে মিলাদুন্নবী রিয়াছতি জলসা ইয়ানে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসাবে পালন করা হইতেছে। ইহাতে তামাম আকেলমন্দ আদমীর জন্য বেশুমার ছবক ও ইশারা রহিয়াছে। এ জন্য বাংলাদেশীদের আল্লাহর দরবারে খাছ করিয়া শোকর গুজারী করা উচিত। এই সুবাদে তাহাদের থোড়া হুঁশিয়ার থাকারও জরুরত রহিয়াছে।

ঈদে মিলাদুন্নবীর জলছা জুলুসে এবং মিলাদ মাহফিলে হুজুর সাল্লালাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মুসলমানদের নবী হিসাবে তুলিয়া ধরার একটি প্রবণতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যাহারা ইহা করিয়া থাকেন, তাহাদের সদিচ্ছার প্রতি কোনও প্রকার সন্দেহ পোষণ না করিয়াও অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, এই মহামানব সম্পর্কে তাহারা বিলকুল ওয়াকেবহাল নহেন। খোদ আল্লাহ রহমানুর রহিম যাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে তামাম সৃষ্টির জন্য রহমত রূপে ইয়ানে রহমাতুল্লিল আলামিন রূপে নাজিল করিয়াছেন, তাঁহাকে ছেরেফ মুসলমানের নবী হিসাবে প্রচার করা যাইতে পারে কেমন করিয়া? যে সকল আলেম ইহা করিয়া থাকেন, ব্যাপারটি তাহারা খেয়াল করিয়া দেখিয়াছেন কি? তাহাদের নিজেদের এলেম ও নজর ছোট হইতে পারে, লেকিন মহামানবের মহামানবতা ও সার্বজনীনতাকে ছোট করিয়া দেখানোর হক তাহারা কোথায় পাইলেন?

দুছরা এক কিছিমের আলেম আছেন, যাহারা এই মহামানবকে ছোট করিয়া দেখান না বটে, লেকিন বড় করিয়া দেখাইতে গিয়া এমন কারবার করিয়া ফেলেন যে, বাস্তবতা অথবা তাওয়ারিখের সহিত তামাম রিশতাদারি বাতিল করিয়া দিয়া বিলকুল আজগুবি কিচ্ছার সীমানার মধ্যে চলিয়া যান। তাহারা স্বাভাবিক তরিকায় বাতচিত করিতে পারেন না। যাহা বলেন, তাহা সুর করিয়া বলেন। সুরের লহর খেলাইয়া ভাব ও উচ্ছ্বাসের ঢেউ তুলিয়া মজলিস গরম করিয়া ওয়াজ করিয়া থাকেন। এবং যাহা বয়ান

www.pathagar.com

করেন, তাহা হইতেছে নিছক গুজব এবং আজগুবি কিচ্ছা। ফিলহাল এক মহফিলে এই কিছিমের একজন আলেমের ওয়াজ শুনিবার বদনছিব আমার হইয়াছিল।

দোয়া-দরূদ পড়িবার পর তিনি হুজুর সাল্লালাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মেরাজ গমনের বয়ান শুরু করিলেন। এই সফরে জিব্রাঈল আলায়হেচ্ছালাম হুজুরের সঙ্গী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া আলেম ছাহেব তাঁহার দস্ত ও কদম কত লম্বা ছিল তাহা মোকাম্মেল তরিকায় বয়ান করিয়া এক মওকায় কহিলেন যে, জিব্রাঈল ফেরেশতা দরিয়ায় দাঁড়াইলে পানি ছেরেফ তাঁহার হাঁটুতক উঠিত এবং সেখানে দাঁড়াইয়া হাত উঁচু করিলেই তিনি আছমান ছুঁইতে পারিতেন। আর তিনি যদি কখনও বসিতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশের মাফিক একটি এলাকার তামাম জমিন জুড়িয়া যাইত।

খেয়াল করিয়া দেখিলাম, মজলিসের মধ্যে কেহ কেহ চোখ বড় বড় করিয়া আলেম ছাহেবের দিকে চাহিয়া আছেন। কেহ কেহ আবার মুখে রুমাল দিয়া দুছরা দিকে ফিরিয়া আছেন। আলেম ছাহেব কোনও দিকে খেয়াল না করিয়া জজবা সহকারে সুর করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

এহেন পাহলোয়ান যে জিব্রাঈল ফেরেশতা, থোড়া দূর যাওয়ার পর তিনিও আর যাইতে পারিলেন না। কেন? গরম। গরম। নূরের তজল্লির গরম। আগুনের হলকার মাফিক সেই গরমে তাঁহার ডানা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। লেহাজা তিনি হুজুরের এজাজত লইয়া সেখান হইতে ওয়াপস হইয়া গেলেন। লেকিন হুজুরের গায়ে কোনও গরম লাগিল না। কেন? কেন গরম লাগিল না?

ছওয়াল করিয়া আলেম ছাহেব নাটকীয় তরিকায় মাথা ঘুরাইয়া সকলের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। এবং তারপর নিজেই জবাব দিলেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা হুজুরের গায়ে সাতজন মানুষের চামড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন।

ইহার পর মামুলি কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন কোনও মানুষের পক্ষেই সেখানে বসিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। খেয়াল করিয়া দেখিলাম আমার মাফিক অনেকেই উসখুস করিতেছেন। একবার মনে হইল, বলিয়াই ফেলি- দুছরা অনেক চামড়া মানুষের চামড়ার চেয়ে পুরু এবং আল্লাহ তাহা আলবত জানিতেন- লেকিন বলিলাম না। নিজেকে কোনও মতে সামলাইয়া লইলাম। তবে দুছরা একজন বলিলেন। আলেম ছাহেবের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন- হুজুর! জলদি শেষ করুন! লেকিন এই কিছিমের জজবার স্রোত একবার শুরু হইলে যে সহজে থামিতে চাহে না, তাহা শায়েদ সকলেই জানেন।

আসলে ছোট ও বড় করার এই যে প্রবণতা, ইহার উৎস হইতেছে অজ্ঞানতা। এবং এই উভয় প্রবণতাই ক্ষতিকর। ইহার ফলে একদিকে যেমন মুসলমান ছাড়া দুছরা কেহ মহানবীকে আপনজন বলিয়া ভাবিতে পারিতেছে না, অন্যদিকে তেমনি মুসলমানদের রোজানা জিন্দেগীতেও তাঁহার ওছুল ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটিতেছে না। এই কিছিমের

www.pathagar.com

আলেম ছাহেবান খানার পর মিঠাই খাওয়ার ছুন্নত পালনের জন্য হামেশা বেকারার হালতে থাকেন। লেকিন তিনরোজ অনাহারে থাকার পরও আল্লাহর শোকর গুজারী করা যে ছুন্নত, তাহা কখনও ভুল করিয়াও মুখে আনেন না। ঠিক এই কারণেই মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব তাঁহার "মোস্তফা চরিত" নামক মশহুর কিতাবে "হুজরার ছুন্নত" অপেক্ষা "ময়দানের ছুন্নত"-এর উপর জিয়াদা নজর দেওয়ার কথা জোর দিয়া বলিয়াছেন।

আমাদের আলেম ছাহেবানের যাহারা মজলিশে-মহফিলে আজগুবি গালগল্প বয়ান করিয়া ওয়াজ করিয়া থাকেন, তাহারা মেহেরবানী করিয়া এই কিতাবখানি একবার পড়িয়া দেখিলে তাহাদের নিজেদের তো ফায়দা হইবেই, তাহাদের শ্রোতাদেরও বেশুমার ফায়দা হইবে। এবং রহমাতুল্লিল আলামিনকে তাহারা ছহি তরিকায় চিনিতে এবং চিনাইতে পারিবেন। আসলে ইহাই তো হইতেছে নায়েবে নবীর প্রধান কাজ।

আজাদ, ১০ই মার্চ, ১৯৭৮।

ছিয়াছি তরিকা

আমার সাবেক তালবেলেম জাহান্দর মিয়া দেহাতি এলাকার গ্রামে-গঞ্জে মোল্লাকি করিত। শাদী পড়াইয়া, তালাকের ফতোয়া দিয়া, ঈদ-বকরীদ, জানাজা ও জুমার নামাজ পড়াইয়া এবং আকীকা খৎনা কোরআনখানি ফাতেহাখানি আগায়রা নানান কিছিমের কায়কারবার করিয়া তাহার মাশাআল্লাহ ভালই রোজগার হইতেছিল। মোলাকাত বড় একটা হইত না, তবে মাঝে মাঝে খবর পাইতাম। এবং ওস্তাদের ইজ্জত রাখিয়াছে বলিয়া তাহার জন্য থোড়া বহুত ফখরও বোধ করিতাম। লেকিন ফিলহাল একরোজ যখন খবর পাইলাম যে, জাহান্দর মিয়া দেহাত ছাড়িয়া শহরে তশরিফ আনিয়াছে এবং মোল্লাকি ছাড়িয়া একটি ছিয়াছি পার্টি ইয়ানে রাজনৈতিক দল করার কোশেশ করিতেছে, তখন বিলকুল তাজ্জব বনিয়া গেলাম। আমার দিলের অন্দরে আর আন্দেশা রহিল না যে, তাহার ছের আলবৎ গরম হইয়া গিয়াছে।

থোড়া রোজ বাদ জাহান্দর মিয়া যখন মোলাকাত করিতে আসিল, তখন পয়লা মওকায় তাহাকে সেই কথাই বলিলাম। সে আমার শেকায়েত বিলকুল এনকার করিল। তারপর হাসিয়া কহিল, হুজুর! ছের আমার বিলকুল ঠান্ডা আছে। লেকিন ওয়াকেয়া হইতেছে এই যে, মোল্লাকি তো মাশাআল্লাহ আমার হাতের পাঁচ আছেই। আপনার কদমের নজদিকে বসিয়া যাহা হাছিল করিয়াছি, তাহা তো আর কেহ ওয়াপস লইতে

www.pathagar.com

পারিবে না। লেকিন শুনিলাম, ইন্তেখাব ইয়ানে ইলেকশন আসিতেছে। তাই ভাবিলাম, থোড়া মওকা লইতে দোষ কি? ইহার জন্য কোনও ট্রেনিং লওয়ার অথবা কোনও ছবক হাছিল করার তো কোনও জরুরত নাই। আপাতত মওকায় মওকায় রোজানা আখবারে কিছু লাগসই বয়ান জারি করিতে পারিলেই চলিবে। তারপর যখন ময়দানে যাওয়ার এজাজত পাওয়া যাইবে, তখন ঐ বয়ানগুলিই থোড়া উলট-পালট করিয়া তকরির আকারে জারি করিতে পারিলেই কাম ফতেহ হইয়া যাইবে।

আমি আচানক কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। ছেরেফ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জাহান্দর মিয়া শায়েদ আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া কহিল, হুজুর! আপনার দোয়া চাই। আপনার দোয়া থাকিলে কামিয়াব আমি ইনশাআল্লাহ হইবই।

-দোয়া তো আমি আলবৎ করিব জাহান্দর মিয়া! লেকিন মালুম হইতেছে যে. উহা আর তোমার জরুরত হইবে না। কেননা ছিয়াছি রাহায় তুমি ইতিমধ্যেই বহুত দূর আগাইয়া গিয়াছ।

- কি যে বলেন হুজুর! আসলে আমি এখনও ম্যানিফেষ্টোই পয়দা করিতে পারি নাই। এবং এই জন্যই আপনার মাশোয়ারা লইতে আসিয়াছি।

- ম্যানিফেষ্টো ? তা বেশ তো! লেকিন কিছু চিন্তা-ভাবনা করিয়াছ কি?

- একেবারে করি নাই বলিলে গলত বলা হইবে। আসল ছওয়াল হইতেছে হুজুর এলেম। আমলোক যদি থোড়া-বহুত এলেম হাছিল করিতে না পারে, তাহা হইলে মুলুকের কোনও তরক্কি হইবে না। লেকিন বর্তমানে যে এলেমের ইন্তেজাম, ইয়ানে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, উহা হইতেছে ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা। উহা দ্বারা কেরানী পয়দা করা যাইতে পারে। আসল কোনও ফায়দা হইবে না। লেহাজা এই শিক্ষা ব্যবস্থা বিলকুল ঢালিয়া সাজাইতে হইবে।

-আলহামদুলিল্লাহ! দুসরা কোনও ছওয়ালের কথা চিন্তা করিয়াছ কি জাহান্দর মিয়া?

- জ্বি হুজুর। দুছরা ছওয়াল হইতেছে, হুকুমতের ইন্তেজাম, ইয়ানে শাসন-ব্যবস্থা। বর্তমানে যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম আছে, ইহাও হইতেছে ঔপনিবেশিক আমলের। শাসক ও শাসিতের দরমিয়ানে ফারাগত বজায় রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী মতলব হাছিল করাই ইহার উদ্দেশ্য। কোনও আজাদ কওমের জরুরত ইহাতে মিটিতে পারে না। এখন হুকুমত ও আমলোকের দরমিয়ানে হামদরদি ও দোস্তির রিশতাদারি কায়েম করিতে হইবে। এবং এই জন্য মওজুদা শাসন ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজাইতে হইবে।

-মারহাবা, জাহান্দর মিয়া মারহাবা! লেকিন মওজুদা শিক্ষা ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া তুমি কোন কিছিমের নয়া ব্যবস্থা কায়েম করিতে চাও? এবং কিভাবেই বা তাহা করিবে?

www.pathagar.com

জাহান্দর মিয়া ছের চুলকাইয়া অসহায়ভাবে থোড়া এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, হুজুর। বহুত রোজতক ছিয়াছি এবং দুছরা কিছিমের লীডার ছাহেবানের তকরির-বয়ানে যাহা শুনিয়া আসিতেছি, আমি ছেরেফ তাহাই বলিয়াছি। কোন কিছিমের নয়া ব্যবস্থা কোন তরিকায় কায়েম করিতে হইবে, সেই সুবাদে তাহারা কখনও কিছু বলেন নাই বিধায় আমিও কিছু বলিতে পারিলাম না। এবং আমার মজবুত একিন হইতেছে এই যে, আপনি যে খতরনাক ছওয়াল করিয়াছেন, এইরূপ ছওয়াল কোনও লীডারকে কেহ কখনও করে নাই। লেহাজা আমাকেও আর কেহ করিবে না।

-মারহাবা জাহান্দর মিয়া! ইনশাআল্লাহ তুমি বহুত কাবেলিয়াত হাছিল করিয়া ফেলিয়াছ!

জাহান্দর মিয়া ঝুপ করিয়া আমার কদমবুছি করিল। কহিল হুজুর, দোয়া করিবেন। আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দোয়া করিলাম।

থোড়া ঘড়ি বাদ সে কহিল, হুজুর! ফিলহাল ছিয়াছি কায়-কারবারে একটি লফজ বহুত চালু হইয়াছে। জলছা-মজলিসে বহুত চলিতেছে! একবার বলিতে পারিলেই বিলকুল হাতেতালি পড়িয়া যায়। উহা হইতেছে সমাজতন্ত্র। আসলে সমাজতন্ত্র বলিতে কি বুঝায় হুজুর?

-উহা বহুত খতরনাক চিজ বেটা! তফছির করিতে গেলে বহুত লম্বা বয়ানের জরুরত হইবে। লেকিন মুখতাছর তরিকায় বলা যায় যে, তোমার যদি দুই বিঘা জমিন থাকে, আর তোমার পড়শীর যদি আদৌ কোনও জমিন না থাকে, তাহা হইলে তোমার জমিন হইতে তাহাকে এক বিঘা দিয়া দিতে হইবে। ইহা হইতেছে পয়লা কদম। দুছরা কদমে তামাম জমিন হুকুমতের হাতে চলিয়া যাইবে। তুমি ও তোমার পড়শী ছেরেফ মেহনত করিবে এবং তাহার বদলে খানা লেবাস ও থাকার জায়গা পাইবে।

-এই কথা বলিলে তো হুজুর কেহই ভোট দিবে না!

-তুমি বলিও না! যাহারা সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া থাকেন, তাহারা কখনও উহার মানে-মতলব ভাঙ্গিয়া বলেন না। তুমিও ভাঙ্গিয়া বলিও না!

জাহান্দর মিয়া খুশী হইল। এবং যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি কহিলাম, বেটা! আর একটি কথা। ওয়াজ-নছিহত করার সময় তুমি যেমন সুর করিয়া কথা বলিয়া থাক, ছিয়াছি তকরির করার সময় যেন তেমন করিও না। ছিয়াছি কারবারে উহার চল নাই। তবে হ্যাঁ, মওকা মাফিক দস্ত-কদম ছুঁড়িয়া থোড়া হালুম-হুংকার করিতে পার। উহার বহুত রেওয়াজ আছে।

জাহান্দর মিয়া আবার আমার কদমবুছি করিল।

আজাদ, ১৭ই মার্চ, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতার বলী

হিন্দুস্থান নাকি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইয়ানে ধর্মের বুনিয়াদে সেখানে কাহাকেও কোনও ফায়দা হইতে বঞ্চিত করা হয় না এবং কাহাকেও তাহার নিজের ধর্ম পালনে রুকাওট পয়দা করা হয় না। বহুত রোজতক আমরা এই কিছিমের বাতচিত শুনিয়া আসিতেছি। হিন্দুস্থানের হুকুমত এবং খাছ করিয়া রোজানা আখবারগুলি তো এই সুবাদে হরহামেশা ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া পিটাইয়া থাকেনই, এমন কি আমাদের মুলুকের কিছু কিছু আদমিও সেই বাজনার তালে তালে নাচিয়া-কুঁদিয়া ধর্মনিরপেক্ষতার ফায়দা ও ফজিলত বয়ান করিয়া থাকেন। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেখানে আসলে যে কোন কিছিমের কারবার চলিতেছে তাহার থোড়া-বহুত আলামত মাঝে মাঝে প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে।

ফিলহাল পয়লা যে আলামত আমার নজরে পড়িয়াছে, তাহা হইতেছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবাদে। ধর্মনিরপেক্ষতার নিশান-বরদার হিন্দুস্থানী হুকুমত এখন নাকি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম খাছিয়ত বদল করার কাজ জোরেশোরে শুরু করিয়া দিয়াছেন। চাটগামের রোজানা আখবার "জামানা" খবর দিয়াছেন যে, একটি শাজিস ও কৌশলের মারফত এই কাজ করা হইতেছে। হিন্দুস্থান হইতে জামানার নোমায়েন্দা জনাব আলিফ নবী ওমরের পাঠানো এই খবরে বলা হইয়াছে যে, মুসলমান মুদাররেছের সংখ্যা কমাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুদাররেছের সংখ্যা বাড়াইয়া আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম খাছিয়ত বাতিল করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ করার কোশেশ করা হইতেছে। অথচ শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী অথবা বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে একই তরিকায় ধর্মনিরপেক্ষ করার কোন আলামত দেখা যাইতেছে না।

জনাব আলিফ নবী ওমর এই সুবাদে কিছু নতুন খবরও পেশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮ জন প্রফেসরের সকলেই হিন্দু, একজনও মুসলমান নাই। অথচ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন প্রফেসরের দরমিয়ানে ৮ জন হিন্দু আছেন। লেকচারারের সুবাদেও একই হালত কায়েম রহিয়াছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫১ জন লেকচারারের দরমিয়ানে ছেরেফ তিনজন মুসলমান আছেন। লেকিন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮৮ জন লেকচারারের দরমিয়ানে হিন্দু আছেন ৯০ জন। এবং হিন্দুস্থানের শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দরমিয়ানে একজনও মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর নাই।

www.pathagar.com

সাধারণত এই সুরতেহালের প্রতিবাদে, এবং খাছ করিয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম খাছিয়ত বহাল রাখার দাবীতে মুসলিম ছাত্রগণ একটি সংগ্রাম পরিষদ কায়েম করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন যে, বিশ্বভারতী এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল খাছিয়ত যদি বহাল রাখা যাইতে পারে, তাহা হইলে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল খাছিয়ত বহাল রাখা যাইবে না কেন?

ইহা তো হইতেছে বিলকুল মনতেকের কথা। লেকিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শায়েদ জানেন না যে, হিন্দুস্থান হইতেছে এমন একটি রিয়াছত,যেখানেমুসলমানদের সুবাদে কোনও মনতেক ইস্তেমাল করার রেওয়াজ নাই। এবং ঐ মুলুকে ধর্মনিরপেক্ষতার একমাত্র তফছির হইতেছে মুসলমান এবং তাহার তাহজীব তমদ্দুনকে বরবাদ করা।

দুছরা যে আলামত আমার নজরে পড়িয়াছে তাহা হইতেছে মুসলমানদের ইবাদতগাহ মসজিদের সুবাদে। হিন্দুস্থানের নানান জায়গায় মুসলমানগণকে মসজিদ হইতে বেদখল করা হইয়াছে, এবং উহার পবিত্রতা বরবাদ করিয়া দুছরা কামে ইস্তেমাল করা হইতেছে, এই কিছিমের খবর বহুত রোজ হইতেই আমরা পাইতাম। লেকিন এই কারবারের সীমানা যে কতদূর পৌঁছিয়াছে, এবং উহা যে কতখানি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে তাহা কখনও ফাহাম করিতে পারি নাই। ফিলহাল উহার একটি সঠিক হদিশ ও সীমা সরহদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতার "মিজান" নামক হফতাওয়ারি আখবারে প্রকাশিত একটি খবর উদ্ধৃত করিয়া ঢাকার হফতাওয়ারি আখবার "জাহানে নও" জানাইতেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রিয়াছত হিন্দুস্থানের ছেরেফ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই ২৯টি মসজিদ, ৩ জন বুজর্গের মাজার, ৩টি ওয়াকফ সম্পত্তি এবং ৫টি গোরস্তান হইতে মুসলমানদের বেদখল করা হইয়াছে এবং ঐ জায়গাগুলি এখন দুছরা কামে ইস্তেমাল করা হইতেছে।

খবরে প্রত্যেকটি জায়গার ঠিকানা এবং সনাক্ত করার কাবেল বয়ান দিয়া একটি লম্বা ফিরিস্তিও দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ছেরেফ একটি মসজিদ হইতেছে পশ্চিম দিনাজপুরে অবস্থিত, এবং বাদবাকী তামাম জায়গা কলিকাতা শহরে ইয়ানে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ হুকুমতের একেবারে নজরের সামনেই অবস্থিত।

ঐ সকল মসজিদ, মাজার ও গোরস্তানের কোনওটি হইয়াছে দোকান, কোনওটি হইয়াছে ক্লাব ঘর, কোনওটি হইয়াছে গুদাম, কোনওটি হইয়াছে মোষের খাটাল,

www.pathagar.com

কোনওটি হইয়াছে নাট্যশালা এবং কোনওটি হইয়াছে বসতবাড়ি। ইয়ানে যে কামের জন্য মুসলমানেরা এই সকল জায়গা বানাইয়াছিল, হিন্দুস্থানের সংখ্যাগুরু আদমিরা তাহাকে বিলকুল ফালতু ও ফজুল বলিয়া সাবুদ করিয়াছেন। এবং এখন উহা নিজেদের জরুরী দুনিয়াবী কামে ইস্তেমাল করিতেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ মুলুকের মুসলমানেরা ধর্ম ইস্তেমাল করিবে, ইহা আবার কেমন কথা?

ঠিক এই কারণেই হিন্দুস্থানের এবং খাছ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের হুকুমতও এই সুবাদে খামোশ হইয়া রহিয়াছেন। খবরে জানা যাইতেছে যে, মুসলমানরা নাকি এই সুবাদে বহুত দেন-দরবার এবং শেকায়েত-এতরাজ করিয়াছেন, লেকিন তাহাতে কোনও ফায়দা হয় নাই।

ফায়দা তো আসলে না হইবারই কথা। কেননা, যে মুলুকে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হইতেছে মুসলমানদের তাবাহ-বরবাদ করা, সেই মুলুকে ইহা ছাড়া আর কিইবা আশা করা যাইতে পারে।

আজাদ, ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮।

একই মুলুক !

ফিলহাল বাংলাদেশে, খাছ করিয়া দারুল হুকুমত ঢাকায় হরহামেশা নাটক হইতেছে। নানান নামের নানান জামাত নানান কিছিমের নাটক করিতেছেন। লেহাজা আমাদের তামদ্দুনিক তরক্কি যে বহুত জোরদার হইতেছে, তাহাতে মাশাআল্লাহ আর কোনও আন্দেশা নাই। লেকিন এই সকল নাটকের মারফত কোন কিছিমের খেয়াল, ওছুল ও নছিহত এলান করা হইতেছে?

"বহুবচন" নামের একটি জামাত ফিলহাল "ঘাতক দেশকাল" নামক একখানি নাটক অভিনয় করিয়াছেন। ফরহাদ মজহার নামক জনৈক বুজর্গের লেখা এই নাটকখানি বহুবচনের পয়লা অনিয়মিত সংকলনেও প্রকাশিত হইয়াছে। নাটকখানি আধুনিক ও প্রতীকধর্মী, ইয়ানে আমার মাফিক নালায়েক আদমির পক্ষে উহার মাশরেক-মাগরেবের হদিশ পাওয়া বড়ই কষ্টকর। তথাপি বহুত হুঁশিয়ারির সহিত

www.pathagar.com

পড়িয়া আমার দিলে একিন পয়দা হইয়াছে যে, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ, ইয়ানে হিন্দুস্থান যে আসলে একই মুলুক; এবং এই দুই মুলুকের দরমিয়ানে তাহজীব-তমদ্দুন অথবা দুছরা কোনও সুবাদে যে বিলকুল কোনও তফাত-ফারাগত নাই এবং বাংলাদেশের আজাদীর ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধাদের যে আদৌ কোনও ভূমিকা ছিল না, ইহা সাবুদ করাই হইতেছে এই নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নাটকের একটি চরিত্র হইতেছে ঘোষ। কোনও প্রকার প্রসঙ্গ না থাকা সত্ত্বেও তিনি খোদগরজি হইয়া এরশাদ ফরমাইতেছেন -"বাংলাদেশ বলো আর পূর্ব বাংলাই বলো, আমরা তো আসলে একই সূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশ পশ্চিম বাংলার অর্থাৎ ভারতের অত্যন্ত আপনার জিনিষ, একথা তো এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারো না! কে স্বাধীনতা এনে দিল বাংলাদেশের? ভারত। ভারতীয় সৈন্যের বুকের তাজা রক্তে বাংলাদেশের পতাকা রঞ্জিত। আমরা যে আসলে একই মায়ের দু'টি ভাই একথাটি এখন আমাদের জোর দিয়ে বলা উচিত। জোর দিয়ে বলা উচিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এটাই প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের মানুষ ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে কি গভীরভাবে যুক্ত, কি গভীর বাঁধনে বাঁধা।"

তাজ্জবের কথা হইতেছে এই যে, নাটকের দুছরা কোন চরিত্র ইহার কোনও এতরাজ-প্রতিবাদ করেন নাই। জনাব ঘোষ হইতেছেন হিন্দুস্থানের পশ্চিমবঙ্গ সুবার বাশিন্দা। তিনি ছাড়া নাটকের দুছরা তামাম চরিত্র বাংলাদেশী। বাংলাদেশে তশরিফ আনার মক্‌সদ বয়ান করিতে যাইয়া জনাব ঘোষ ফরমাইতেছেন- "আমি তো এলুম বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে বাংলা একাদেমিতে দুই বাংলার অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক বন্ধনের উপর আলোচনা সভার উদ্বোধন করতে।"

এক সময় জনাব ঘোষেরা ঐ কিছিমের এরাদা-মক্‌সদ লইয়া বাংলাদেশে তশরিফ আনিতেন বটে। এবং এপার বাংলা-ওপার বাংলা এক বাংলা, এপারের সংস্কৃতি-ওপারের সংস্কৃতি এক সংস্কৃতি বলিয়া এন্তার নর্তন-কুর্দনও করিতেন। তখন আরও একটি কথা আমরা আকছার শুনিতে পাইতাম। তাহা হইতেছে এই যে, মুক্তিযোদ্ধারা চোর, ডাকু, হাইজ্যাকার, গুন্ডা, বদমাশ, ও চাটার দল। এবং বাংলাদেশের আজাদী হিন্দুস্থানী সিপাহীরাই আনিয়া দিয়াছে। হিন্দুস্থানী সিপাহসালার লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা তো আরও এক কদম আগাইয়া গিয়াছিলেন। ১৯৭৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের "ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া" নামক হফতাওয়ারি কাগজে প্রকাশিত "দি আনটোল্ড ইনসাইড স্টোরি" নামক এক প্রবন্ধে আজাদীর জঙ্গে

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা তিনি ছেরেফ একটি কালামে এইভাবে বয়ান করেন – "Our move to Dacca was greatly helped by the local population and the Mukti Bahini who operated river-craft, bullock-carts, cycle-rickshaws, and muscle-power, and above all valuable information to enable us to continue our advance to Dacca". তরজমা – আমাদের ঢাকা অভিযানে স্থানীয় জনসাধারণ এবং মুক্তিবাহিনী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। নৌকা, গরুর গাড়ি, ও রিকশা চালাইয়া, দৌহিক শক্তি কাজে লাগাইয়া, এবং সর্বোপরি মূল্যবান খবর দিয়া তাহারা আমাদের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করিয়াছিল।

এই কিছিমের নর্তন–কুর্দন ও বয়ানবাজির তখন অবশ্য একটি খাছ মতলব ছিল। হিন্দি জবান এবং মাড়োয়ারী জুলুমে চিড়ে–চ্যাপ্টা হওয়া জনাব ঘোষেরা তখন উর্দু জবান ও পানজাবী জুলুম হইতে আমাদের আজাদ হইতে দেখিয়া বকরীর তিছরা বাচ্চার আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এবং আমাদের জঙ্গে আজাদীতে আমাদের বাহাদুর সিপাহীদের কোনও ভূমিকা ছিল না বলিয়া দেখাইয়া আমাদের নাকাবেলিয়াত সাবুদ করিতেন এবং আমাদের জন্য হিন্দুস্থানী পানাহ–মদদের জরুরত বুঝাইতেন। এইভাবে একদিকে তাহারা যেমন ইন্দিরা সরকারের সামনে বাংলাদেশকে সিকিম বানাইবার রাহা খোলাছা করিয়া দিতেন, দুছরা দিকে তেমনি মাড়োয়ারীদের জন্য বাংলাদেশের সম্পদ লুটপাট করিয়া লওয়ার মওকা পয়দা করিয়া দিতেন।

লেকিন ঐ জামানা তো শায়েদ গুজরাইয়া গিয়াছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর বাংলাদেশ তো মাশাআল্লাহ ছহি আজাদীই হাসিল করিয়াছে, তাহার তাহজীব–তমদ্দুন হিন্দুস্থানী তাহজীব–তমদ্দুন হইতে বিলকুল আলাহিদা বলিয়া এলান করিয়া দিয়াছে, এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হিম্মত ও বাহাদুরির স্বীকৃতি দিয়া তাহাদের ইজ্জত ও হুরমত দিয়াছে। এই কারণেই জনাব ঘোষেরা মেহেরবানী করিয়া আর নছিহত করার জন্য তকলিফ করিয়া এদেশে তশরিফ আনিতেছেন না। তাহা হইলে?

তাহা হইলে আজ এতদিন পর এখন আবার নাটকের মারফত সেই বাতিল জিগির দোহরানো হইতেছে কেন? নাট্যকার জনাব ফরহাদ মজহার এবং যাহারা ঐ নাটকে অভিনয় করিয়াছেন, সেই বহুবচন জামাত তাহা হইলে আসলে কি বলিতে চাহেন? এবং কাহাদের স্বার্থে?

আজাদ, ৩১শে মার্চ ১৯৭৮।

www.pathagar.com

ঘোষ বাবুর নছিহত

জনৈক ফরহাদ মজহারের লেখা এবং বহুবচন জামাতের অভিনয় করা "ঘাতক দেশকাল" নামক একখানা নাটকের সুবাদে গুজাস্তা হপ্তায় থোড়া রোশনি ডালিয়াছিলাম। আপনাদের শায়েদ ইয়াদ আছে যে, ঐ নাটকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ইয়ানে হিন্দুস্থানের তাহজিব-তমদ্দুন এক ও অবিভাজ্য। হিন্দুস্থানই বাংলাদেশের আজাদী আনিয়া দিয়াছে, এবং এই ব্যাপারে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কোনই অবদান নাই।

লেকিন কিচ্ছা এইখানেই খতম হয় নাই। আরও আছে। নাটকের একটি চরিত্র হইতেছে কবি। তিনি বাংলাদেশী। তবে মুসলমান না হিন্দু, সেই পরিচয় নাটকে খোলাছা করিয়া দেওয়া হয় নাই। লেকিন তাহার বাতচিত হইতে মালুম হয় যে, তিনি মুসলমান। হিন্দুস্থান হইতে আসা জলাব ঘোষের নিকট নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ ইয়ানে সেবাদাস হিসাবে সাবুদ করার খায়েশে মুসলমানদের খুনী ও দাঙ্গাবাজ হিসাবে সাবুদ করার মতলবে তিনি ফরমাইতেছেন – "নারিন্দায় টগর বাবুদের দোতালা বাড়ীটা এখনো খাড়াই আছে, ভাঙ্গেনি, উঠোনের কুয়োটাও ঠিক তেমনি আছে। অনেকে বলে সেই কুয়োর পাড়ে দাঁড়ালে এখনো রক্তের গন্ধ পাওয়া যায়। টগর বাবুরা ছিলেন একান্নবর্তী পরিবার, নিজের তিন মেয়ে চার ছেলে। তবে সবাই মিলে ছিলেন তেইশ জন। সবাইকে ঐ কুয়োর মধ্যে জবাই করা হয়েছিল, দাঙ্গার সময় সাতচল্লিশের শেষের দিকে। সবাইকে এমনকি চিন্তামণি বোষ্টমীকেও।"

অথচ নাটকে এই বিষয়টির আদৌ কোনও প্রাসঙ্গিকতা নাই। কে না জানে যে, ঐ সময় এই কিছিমের খুন-জখম একতরফা ব্যাপার ছিল না। লেকিন এইভাবে ছেরেফ এক তরফের তছবির তুলিয়া ধরিয়া নাট্যকার ছাহেব কি মতলব হাছিল করিতে চাহেন? ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গ এবং খাছ করিয়া কলিকাতায় যে কোতলে-আম করা হইয়াছিল, তাহার কথা তাহার ইয়াদ হইল না কেন? ঐ কোতলে আম হইতে কোনও মতে জান বাঁচাইয়া যাহারা এই মুলুকে হিজরত করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই মাশাআল্লাহ এখনও জিন্দা আছেন। তাহাদের কাহারও নিকট ছওয়াল করিলে নাট্যকার ছাহেব ইনশাল্লাহ আরও উমদা তছবির পাইতে পারিতেন। তকলিফ করিয়া নারিন্দার টগর বাবুদের আজগুজি কিচ্ছা পয়দা করিতে হইত না।

নাট্যকার ছাহেবের দুছরা এরশাদ হইতেছে এই যে, বাংলাদেশের তামাম কবি আড্ডা জমাইয়া তাড়ি খায় আর হিজড়া নাচায়। ঐ কবি চরিত্রের জবানী তিনি

www.pathagar.com

ফরমাইতেছেন–"বাংলাদেশের খ্যাত–অখ্যাত উঠতি কবি সবাই যায় (ঐ আড্ডায়)। নিজের ক্লীবত্ব আর অক্ষমতা থেকে পালাবার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তাড়ি খাওয়া আর হিজড়ের নাচ দেখা। আর কি করার আছে বাংলাদেশের কবিদের? কলকাতার মত কফিহাউস নেই যে বসে বসে রাজা উজির মারবে।" ঐ কলিকাতাই হইতেছে আসল কথা। একবার পাকিস্তান হইল, তারপর বাংলাদেশ আসিল। বহুত রোজ গুজরাইয়াও গেল। লেকিন ফরহাদ মজহার ছাহেবদের মগজ হইতে কলিকাতার খোয়াব আর গেল না। নিজের মুলুক এবং নিজের মুলুকের শায়েরদের সুবাদে যাহারা এই কিছিমের ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহাদের কি বলা যাইতে পারে? হীনমন্যতার গলিজ? না গায়ের মুলুকের গোলাম?

দুছরা মুলুকের তমদ্দুন এবং দুছরা কওমের দ্বীনের প্রতি নাট্যকার ছাহেবের যে অচলা ভক্তি এবং দিলের মোহাব্বত আছে, তাহার প্রমাণ তিনি আরও দিয়াছেন। মুসলমানের তমদ্দুন এবং মুসলমানের দ্বীনি কিতাবে আসলে কিছুই নাই, প্রকারান্তরে এই ফতোয়া জারি করিয়া তিনি নাটকের চরিত্র জনাব ঘোষের জবানীতে ফরমাইতেছেন – "ইদানীং মুসলমান কবিরা লিখছে ভালোই। তবে এরা বংকিমচন্দ্রকে যদি আরো ঘনিষ্ঠভাবে পড়ে, এবং রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ ও বেদান্তিক বক্তব্যের তাৎপর্য আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে তাহলে উত্তরোত্তর এদের কবিতা আরো পাঠযোগ্য হবে। এ আমি বলে রাখছি, দেখো তোমরা। আবু শয়িদ আয়ুবকে দেখলে তো, কি চমৎকার ব্যক্তিত্ব! ভারতীয় ধর্মে (হিন্দু ধর্মে?) তাঁর অগাধ বিশ্বাস, অথচ নিজে মুছলমান। রবীন্দ্রনাথের উপর লিখলেন কি এক জাঁদরেল লেখা। পেন্নাম হই শয়িদ বাবু।"

ইয়ানে নাট্যকার ছাহেব এরশাদ ফরমাইতেছেন যে, মুসলমানরা হিন্দুধর্মে অগাধ বিশ্বাসী হইয়া বাবু না হওয়া তক তাহাদের তরক্কির আর কোনও তরিকাই নাই। এবং আমার মালুম হইতেছে যে, ইহার নামই শায়েদ এপার বাংলা–ওপার বাংলার এক ও অবিভাজ্য সংস্কৃতি।

নাটক সেন্সর করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি ইন্তেজাম ছিল বলিয়া জানিতাম। এবং এই নাটকটি যখন ঢাকা শহরে সরকারের নজরের সামনে একাধিকবার অভিনীত হইয়াছে, তখন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সরকার উহা সেন্সর করিয়া বাকায়দা পাশ করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে?

তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, নাটকে যে ওয়াজ–নছিহত করা হইয়াছে, তাহার সহিত বাংলাদেশ সরকারের একিন–ওছুলের কোনও প্রকার ফারাগত–

www.pathagar.com

আদাওত নাই। ইয়ানে নাট্যকার ছাহেবের মাফিক বাংলাদেশ সরকারও কবুল করেন যে, বাংলাদেশ ও হিন্দুস্থানের তমদ্দুন এক ও অবিভাজ্য। তামাম উমদা চিজ ছেরেফ হিন্দুস্থানেই আছে, বাংলাদেশে কিছুই নাই। বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দু ধর্মে অগাধ বিশ্বাসী হইয়া বাবু না হওয়া তক তাহাদের কোনই তরক্কি হইবে না। বাংলাদেশের আজাদী ছেরেফ হিন্দুস্থানই আনিয়া দিয়াছে। এই মুলুকের কাহারও, এবং খাছ করিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের উহাতে কোনও হিস্যা-ছাহাম ছিল না। লেকিন সরকারের মালিক-মোখতারদের বয়ান বিবৃতিতে এতদিন যাবৎ আমরা তো দুছরা কিছিমের বাতচিতই শুনিয়া আসিতেছি! তাহা হইলে?

তাহা হইলে আমরা কোনটি বিশ্বাস করিব? সরকারের কাজ না কথা?

আজাদ, ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮।

শকুন্তলা ও দুইবোন

গুজাস্তা দুই হপ্তানামায় নাটকের সুবাদে লিখিয়াছি। লেহাজা এরাদা করিয়াছিলাম যে, আজ দুছরা কোনও বিষয়ে লিখিব। লেকিন আচানক ইয়াদ হইল যে, নাটকের সুবাদে আরও থোড়া-বহুত বাতচিত বাকি রহিয়া গিয়াছে, এবং উহা এই মওকায় বলিয়া ফেলাই বেহেতর।

ফিলহাল ঢাকায় বহুত শান-শওকতের সহিত দুইটি নাটকের অভিনয় হইয়া গেল। নাটক দুইটির নাম হইতেছে "শকুন্তলা" এবং "দুইবোন"।

"শকুন্তলা" হইতেছে মহাভারতের একটি কিচ্ছা। সংস্কৃত জবানের মশহুর শায়ের জনাব কালিদাস ঐ কিচ্ছা লইয়া "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নামে একখানি উমদা কাব্যনাট্য পয়দা করিয়াছিলেন। বহুত রোজ বাদ স্যার উইলিয়াম জোনস উহার ইংরাজি তরজমা করেন। সেই ইংরাজি তরজমা হইতে উহার বাংলা তরজমা করা হয়। মর্ত্যের মুনি বিশ্বামিত্র এবং স্বর্গের নাচনেওয়ালি মেনকার আওলাদ শকুন্তলার সহিত রাজা দুষ্মন্তের মোহব্বত, শাদি, ফারাগত এবং আখেরতক স্বর্গে গিয়া দুইজনের মিল-মিলাপ হইতেছে এই নাটকের বিষয়বস্তু। এই কিচ্ছাটিকে থোড়া এধার-ওধার করিয়া জনাব সেলিম আল দীন একখানি নয়া নাটক পয়দা করিয়াছেন, এবং ঢাকা থিয়েটার নামক নাট্যগোষ্ঠী উহার অভিনয় করিয়াছেন। স্বর্গ ও মর্ত্যের দরমিয়ানে যে দুশমনী ও

www.pathagar.com

আদাত্তী কায়েম আছে, এই নয়া নাটকে নাকি সেই আজব চিজ দেখানো হইয়াছে।

আর "দুইবোন" হইতেছে মশহুর শায়ের জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পয়দা করা একখানি নাটক। থিয়েটার নামক আর একটি জামাত ইহার অভিনয় করিয়াছে। শকুন্তলা নাটকে যেমন জেনা করা, হারামজাদা আওলাদ পয়দা হওয়া আগায়রা দেখানো হইয়াছে, এই নাটকে ঠিক সেই তরিকায় তাহা দেখানো হয় নাই বটে, লেকিন কাফি ইশারা আছে। এবং কে না জানে, আকেলমন্দের জন্য ইশারাই হইতেছে কাফি। শশাংকের বিবি শর্মিলা বিমারিতে গিরিফতার হইয়া মাজুর হইয়া পড়িলে তাহার সংসার সামলাইবার জন্য তাহারই ছোট বহিন উর্মিমালা তাহার নিকট চলিয়া আসে। এবং তাহার পরই আসল খেল শুরু হয়। ইয়ানে দুলাভাই শালিকার সহিত চুটাইয়া প্রেম করিতে থাকে। চিড়িয়াখানায়, গঙ্গার ধারে, গড়ের মাঠে অগায়রা নানান জায়গায় দুইজনের গোপন মিলন চলিতে থাকে। শার্মিলা এই ওয়াকেয়া মালুম করিতে পারিয়া শেকায়েত করে, এবং আখেরতক উর্মিমালা ওয়াপস হইয়া যায়।

জনাব কালিদাস যে শকুন্তলা পয়দা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে একখানি ক্লাসিক। কাব্যমাধুর্যে, অনুভূতি প্রকাশের মুনশিয়ানায়, এবং আওরত ও প্রকৃতির খুবছুরত বর্ণনার কারুকার্যে তাহার শায়েদ দুছরা কোনও মিছাল নাই। লেকিন জনাব সেলিম আল দীন উহার এইছা হাজামত করিয়াছেন যে, ঐ ক্লাসিক্যাল খাছিয়ত একেবারে আব্বাজান আব্বাজান বলিয়া ডাক ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। নাটকের দুছরা খাছিয়ত হইতেছে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস, হিন্দু পৌরাণিক কারবার, হিন্দু পরিবেশ এবং হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান। জনাব সেলিম আল দীন এই খাছিয়তটি বহাল রাখিয়াছেন।

আর জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দুইবোন" হইতেছে কলিকাতার পটভূমিতে পয়দা করা একটি হিন্দু উচ্চবিত্ত পরিবারের কিচ্ছা। লেহাজা স্বাভাবিকভাবেই সেখানে গঙ্গার ধার, গড়ের মাঠ, হিন্দু ধর্মবিশ্বাস, হিন্দু সামাজিক পরিবেশ অগায়রা আসিয়া পড়িয়াছে। এবং এই নাটকগুলি অভিনয় করা হইতেছে বাংলাদেশে। যে দেশের অধিকাংশ বাশিন্দা হইতেছে তৌহিদবাদী মুসলমান। যাহারা এক আল্লাহ ছাড়া দুছরা কোনও দেব-দেবী অথবা মুনি-অপসরা মানে না, এবং এই তৌহিদবাদ যাহাদের মুলুকের দস্তুরে ইজ্জতের সহিত লিখিয়া রাখা হইয়াছে। যাহাদের জিন্দেগানির সহিত কলিকাতা, গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার, অথবা বিশ্বামিত্র, মেনকা, তপোবন অগায়রা কোনও কিছুরই কোনও তায়াল্লুকাত নাই।

এই মুলুকের নাটকে এই মুলুকের তছবির থাকিবে, এই মুলুকের বাশিন্দাদের ঈমান-আকিদা, সামাজিক পরিবেশ ও রোজানা জিন্দেগানির ইশারা-আলামত

www.pathagar.com

থাকিবে, ইহাই তো হইতেছে মামুলি দস্তুর। লেকিন সেই দস্তুরের খেলাপ করিয়া গায়ের মুলুকের দুছরা কিছিমের ঈমান-আকিদার তসবির তুলিয়া ধরা হইতেছে কেন? কোন মতলবে? আমরা যখন বহুত রোজ আগে ঐ গায়ের মুলুক এবং ঐ দুছরা তমদ্দুন হইতে ফারাগত হইয়া নিজেদের একটি আলাহিদা তমদ্দুন-ওয়ালা আজাদ কওম হিসাবে কায়েম করিয়াছি, তখন ফিলহাল আবার সেই দুছরা আকিদার তমদ্দুনকে আমাদের তমদ্দুন বলিয়া চালাইবার কোশেশ করা হইতেছে কেন? কাহাদের স্বার্থে? এই নাটক জামাতগুলি শায়েদ ধরিয়া লইয়াছেন যে, আমরা পাকিস্তান হইতে ফারাগত হইয়াছি বলিয়া সেই ১৯৪৭ সালে যে হিন্দুস্থান হইতে ফারাগত হইয়াছিলাম তাহাও এখন বাতিল-বরবাদ হইয়া গিয়াছে। লেহাজা এখন এক দেহে এক প্রাণ এসো গাই শামগান বলিয়া তান ধরিতে আর কোনই বাধা নাই। লেকিন এই কিছিমের চিন্তা-ভাবনা তাহারা যদি সত্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারা বহুত গলত কাম করিয়াছেন।

বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর পরই তৎকালীন মালিক-মোখতারদের লেবাস-পোশাক, আখলাক-খাছিয়ত এবং খাছ করিয়া ধর্মনিরপেক্ষতা ইয়ানে ইসলাম-বিরোধিতার হালুম-হুংকার হইতে গায়ের মুলুকে, এবং খাছ করিয়া মুসলিম জাহানে তখন ঐ কিছিমের একটি ধারণা পয়দা হইয়া গিয়াছিল। ফলে কোনও মুসলিম মুলুকই তখন দুনিয়ার এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম মুলুকের প্রতি দোস্তির দস্ত বাড়ায় নাই। লেকিন সেই জামানা মাশাআল্লাহ বদলাইয়া গিয়াছে। মুসলিম জাহানের সহিত এখন বাংলাদেশের জানের দোস্তি কায়েম হইয়াছে। হ'র মাহিনা, এবং এমনকি হর হপ্তা একটি না একটি মুসলিম মুলুকের নোমায়েন্দা দল এখন বাংলাদেশ ছফরে আসিতেছেন, এবং তাহাদের বাংলাদেশী ভাইদের তরক্কির রাহায় মদদ জোগাইতেছেন। ঠিক এই সময় "শকুন্তলা" ও "দুইবোন"-এর মাফিক নাটককে এই মুলুকের তমদ্দুন হিসাবে তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরার পিছনে তাহা হইলে কি মতলব কাজ করিতেছে? ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, ফিলহাল ঢাকায় যখন আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় বহুত শান-শওকতের সহিত সেখানে ঐ নাটক দুইটি অভিনয় করা হইতেছিল।

ইহা হইতে কি বুঝা যায়? ঢাকা থিয়েটার ও থিয়েটার তাহা হইলে হাওয়ার গতি কোন দিকে বদলাইয়া দিতে চায়? কেন? এবং কি মতলবে?

আজাদ, ১৪ই এপ্রিল,১৯৭৮।

www.pathagar.com

বৈশাখী বিমার

ফিলহাল বহুত শান-শওকতের সহিত বাংলা সালের সালগিরা ইয়ানে পহেলা বৈশাখের জলছা-জুলুছ হইয়া গেল। দুছরা কোনও জায়গায় বাংলা সালের কোনও আলামত পাওয়া না গেলেও এই বৈশাখ মাহিনায় আমতলায়-বটতলায় অন্তত পাওয়া যায়। খুবছুরত নওজোয়ান লাড়কিরা যখন হলুদ জমিনের লালপেড়ে শাড়ি পিন্দিয়া এবং কপালে লাল নীল টিপ লাগাইয়া ছুবেহসাদেকের ওয়াক্তে বটতলায় জমায়েত হইয়া শান্তিনিকেতনী তরিকায় বহুত এশক ও জজবার সহিত ডালিম শাখার মাফিক হেলিয়া-দুলিয়া মশহুর শায়ের জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পয়দা করা তারানা গাহিতে থাকে, তখন ফওরান মালুম হইয়া যায় যে, পহেলা বৈশাখ তশরিফ আনিয়াছে।

ঐ জলসায় বহুত আদমি শরিক হইয়া থাকে। তাহারা সকলেই বাংলা সালের পাবন্দ ঈমানদার মুরিদ। খাস করিয়া নয়া মুরিদ নওজোয়ান আদমি তো মাশাআল্লাহ বেশুমার আমদানী হইয়া যায়। পায়ে চটি, পরনে ঢিলা-ঢিলা পাজামা-পানজাবি, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা-ব্যাগ, মাথায় লম্বা-লম্বা চুল, চোখে চশমা, এবং শেকল-ছুরতে ঢুলু-ঢুলু ভাব। বিনা দাওয়াতে বিনা টিকেটে উহারা এত জলদি যে কোথা হইতে নাজিল হয়, তাহার কোনও হদিস পাওয়া যায় না। লেকিন তাহাদের নজর যে কোথায় থাকে, তাহা ফওরান মালুম করা যায়। কোমরে, কাঁধে ও গলার নিচে ফিলহাল যে খালি জমিন ফেলিয়া রাখা হইতেছে, তাহাদের তামাম নজর ঐখানেই আটক হইয়া থাকে। বিলকুল গদের আঠার বরাবর। গানের তালে তালে দুলিতে দুলিতে লাড়কিদের যখন সখি আমায় ধরগো ধর হালত হইয়া যায়, লাড়কাদের দিলের চিড়িয়া তখন আচানক পিনজির ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়া ফওরান তাহাদের ধরিয়া ফেলে। লেকিন আল্লাহর কুদরতে কোনও বেগানা আদমি উহা দেখিতে পায় না।

ঐ জলছায় বহুত বহুত নামদার ও এলেমদার আদমিও শরিক হইয়া থাকেন। স্যুট-কোট ছাড়িয়া এই একটি রোজ অন্তত তাহারা পাজামা-পানজানি পিন্দিয়া বাহিরে আসেন, এবং বাংলা জবানে বাতচিত করিয়া থাকেন। তকরির করিতে যাইয়া তাহারা বহুত জোশ-জজবাও এজাহার করিয়া থাকেন। পহেলা বৈশাখ আমাদের তামদ্দুনিক তাওয়ারিখের ছাহাম, গুজাস্তা জামানায় ইহাকে বেইজ্জত করা হইয়াছে, ফিলহাল যাহারা ইহার খেলাপে সাজিশ-ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাদের কাতালা ইয়াকতালু করা হইবে, অগায়রা নানান কিছিমের হালুম-হুংকার ও ওয়াজ-নছিহত করিতে করিতে তাহারা বিলকুল হয়রান হইয়া পড়েন। ইন্তেজামিয়া কমিটি তখন ফওরান তাহাদের ওয়াস্তে উমদা কিছিমের নাশতা-পানির ইন্তেজাম করিয়া থাকেন। থোড়া ঘড়ি বাদ আল্লাহর রহমতে তাহারা আরাম বোধ করেন, এবং ঢেকুর তুলিতে তুলিতে আপন আপন মাকানে ওয়াপস হইয়া যান।

www.pathagar.com

ঐ জলসার কোনও শরিককে বছরের দুছরা কোনও সময় বাংলা মাসের তারিখ ছওয়াল করা হইলে তাহার চোখে-মুখে এক আজব কিছিমের তছবির ফুটিয়া উঠিবে। চাহারম জামাতের কোনও তালবেলেমকে আইনষ্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটির মতোন-তফছির বয়ান করিতে বলিলে যে হালত হইবে, বিলকুল সেই বরাবর। অথচ বৈশাখ মাহিনা আসিলেই তাহাদের কেমন যেন বৈশাখী বিমারে পাইয়া বসে।

ইহার অবশ্য একটি মজবুত বুনিয়াদও আছে। পহেলা বৈশাখ আসলে আমাদের নিকট একুশে ফেব্রুয়ারির বরাবর। দুই-চার রোজ শোর মাচাইয়া ধুম-ধাড়াক্কা ও নর্তন-কুর্দন করা হয়। তাহার বাদে সব বিলকুল ঠান্ডা। তামাম কায়-কারবারের আনজাম আগের মত ইংরাজি তারিখ মোতাবেকই চলিতে থাকে। অথচ তাজ্জবের কথা এই যে, ইংরাজি সালের পহেলা তারিখে আদৌ কোনও জলছাজুলুছ হয় না।

কেননা ইংরাজি সাল হইতেছে আমাদের ঘরের বিবি। এবং ঘরকা মুরগি হামেশা ডাল বরাবরই হইয়া থাকে। আর বাংলা সাল হইতেছে আমাদের মাশুক। তাহার এশকে আমরা জেরবার থাকিলেও ঘরের বিবির নজর এড়াইয়া তাহার সহিত বছরে একবারের বেশি মোলাকাত করিতে পারিতেছি না। এবং বিবি ছাহেবা এজাজত না দেওয়ায় পরিবার আইন অর্ডিন্যান্সের কারণে তাহাকে সরাসরি শাদি করিয়া ঘরেও আনিতে পারিতেছি না। ছেরেফ এই কারণেই শায়েদ আশেক-মাশুকের মিলনের সালগিরায় হরসাল পহেলা বৈশাখে আমরা জুলুস-রোশনাই করিয়া থাকি। বাংলা সালের সুবাদে অবশ্য আরও একটি জরুরী সওয়াল আছে। কোন্‌টি মানিতে হইবে? পঞ্জিকা, না বাংলা একাডেমী? আমার সামনে এখন যে ক্যালেন্ডার আছে, তাহাতে দুই কিছিমের তারিখই আছে। লেকিন তাহাতে ফয়ছালা হইল কি? না আরও জট পাকাইয়া গেল?

খায়ের। উহা হইতেছে এলেমদার হেকমত-ওয়ালা আদমিদের ব্যাপার। তাহারা উহার ফয়ছালা করুন। আমরা ইতিমধ্যে সেই বটতলায় ফিরিয়া যাই।

আমাদের গ্রামের হারেছ মিয়া এবার শহরে আসিয়া ঐ জলছা দেখিয়াছে। তাহার একটি মুখতছর বয়ান দিয়া সে আমাকে সওয়াল করিল-মিয়াভাই! যে নওজোয়ান আওরতেরা গতর আলগা করিয়া ফাঁকা ময়দানের মধ্যে বেগানা মরদের সামনে বেহদ বেলেল্লাপনা করে, তাহাদের জন্যতো একটি খাস দোজখ রিজার্ভ করা আছে, তাই না?

আমি কহিলাম, হারেছ মিয়া। ছতর বেআব্রু হওয়ার মছলা-মাছায়েল খুবই জটিল। আমি এক কথায় তোমার জবাব দিতে পারিব না।

হারেছ মিয়া কহিল-ছতর নয় মিয়াভাই, গতর।

– গতর? তাহা হইলে তো আরও মুশকিল। উহার মছলা আরও জটিল। আমাকে কিতাব দেখিতে হইবে।

আজাদ, ২১শে এপ্রিল, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

কান কোথায় গেল?

ফিলহাল কয়েক রোজ আমার টেলিভিশন দেখার মওকা হইয়াছিল। আল্লাহ্‌র কুদরত এবং ইনছানের হেকমতের একটি শানদার আলামত হইতেছে এই বাক্সটি। তার নাই, লাইন নাই, অথচ ঢাকায় বসিয়া কল টিপিতেছে, এবং তামাম মুলুক হইতে উহার কায়-কারবার দেখা ও শুনা যাইতেছে। ছোবহানাল্লাহ!

এক মোহতারেমা খবর পড়িলেন। শেকল-ছুরতে মাশাআল্লাহ বেশ খুবছুরত, এবং লেবাছ-পোশাকও বহুত উমদা কিছিমের। লেকিন তাহার যে কাবেলিয়াত দেখিয়া আমি বিলকুল তাজ্জব বনিয়া গেলাম, তাহা হইতেছে তাহার কথা বলার তরিকা। নাক দিয়া যে অমন বেহেতেরিন কায়দায় কথা বলা যাইতে পারে, তাহা আমি নিজের চোখে না দেখিলে এবং নিজের কানে না শুনিলে কখনই বিশ্বাস করিতাম না। মোহতারেমা শায়েদ বহুত রোজ তক বহুত মেহনত করিয়া এবং হরহামেশা ইস্তেমাল করিয়া ঐ কামিয়াবী হাছিল করিয়াছেন। লেকিন কথা বলার সময় তিনি ঠোঁট যে কেন নাড়াইতেছিলেন, তাহা ঠিক মালুম করিতে পারিলাম না। কেননা কথা যখন নাক দিয়াই হইতেছে, তখন আর ঠোঁট ইস্তেমাল করিয়া ডবল মেহনত করার জরুরত কি? পরে থোড়া গওর করিয়া দেখিলাম যে, কথা যেখান দিয়াই হউক না কেন, ঠোঁট নাড়াইবার একটি খাছ জরুরত আছে।

টেলিভিশন যাহারা দেখিয়া থাকেন, তাহাদের অন্দরে বালবাচ্চার সংখ্যাই হইতেছে জিয়াদা। লেহাজা কথা হইতেছে, অথচ ঠোঁট নড়িতেছে না, এই কিছিমের কোনও তছবির দেখিলে তাহারা আলবত ভড়কাইয়া গিয়া অসুখ-বিসুখ বাঁধাইয়া ফেলিবে। এবং এই কারণেই শায়েদ ঐ মোহতারেমা এই ডবল মেহনত করিয়া থাকেন। সুতরাং কবুল করিতেই হইবে যে, তাহার আকেলমন্দী আছে।

একজন হজরতও দেখিলাম খবর পড়িলেন। নাকে কথা বলার কাবেলিয়াত তিনি হাছিল করিতে পারেন নাই বটে, লেকিন দুছরা এক কিছিমের কাবেলিয়াত তিনি বহুত উমদা তরিকায় হাছিল করিয়াছেন। বাংলা জবানের কোন লফজের ছহি উচ্চারণ কিভাবে করিতে হইবে, সেই সুবাদে তিনি বেশুমার এলেম হাছিল করিয়াছেন, এবং খবর পড়ার সময় উহা থোড়া-বহুত জাহিরও করিলেন। আমার মাফিক যে সকল বেএলেম ও নালায়েক আদমি হামেশা গলত উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহারা যদি মেহেরবানী করিয়া এই হজরতের খবর পড়া নিয়মিতভাবে শোনেন তাহা হইলে তাহাদের অনেক গলতি ইনশাল্লাহ ফওরান মেরামত হইয়া যাইবে। আমি ছেরেফ

www.pathagar.com

কয়েক মরতবা শুনিয়াছি, এবং তাহাতেই বেশ কিছু লফজের ছহি উচ্চারণ শিখিয়া ফেলিয়াছি। যেমন – প্রেচিডেন্ জ্যাউর রেমান, য়্যাহমদ, য়্যাহচান, ম্মান্নিলা, ম্যাহমুদ, চাউদ্রে, ব্যাতুল মুকাররম, ন্যাপল, ম্মালেইশিয়া, অগায়রা। লেকিন আমি এখানে যেভাবে লিখিলাম, ঠিক সেইভাবে নেহায়েত মামুলি উচ্চারণ করিলে চলিবে না। জিহ্বা ও ঠোঁটের বাহার খেলাইয়া থোড়া কায়দা করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। এবং তাহা হইলেই উহা ছহি হইবে।

আর একটি আজব চিজ দেখিলাম। যাহারা খবর পড়িলেন, গান গাহিলেন, নাটক করিলেন, অথবা দুছরা কোনও প্রোগ্রাম করিলেন, তাহাদের কাহারও কান নাই। দুইটি কানের একটিও নাই। বহুত আফছোছ কি বাত। বহুত রোজ আগে একটি গুজব শুনিয়াছিলাম। যাহাদের একটি কান নাই, তাহারা নাকি টেলিভিশনের বাহিরের দিক দিয়া চলাফেরা করিয়া থাকেন। এবং যাহাদের দুইটি কানই নাই, তাহারা নাকি টেলিভিশনের ভিতরের দিকেই ঘোরাঘুরি করিয়া থাকেন। এখন দেখিতেছি উহা আদৌ গুজব নহে। বিলকুল ছহি খবর। কানগুলি কাটা গিয়াছে না খোয়া গিয়াছে, না দুছরা কোনও বিপাকে বরবাদ হইয়া গিয়াছে, সেই সুবাদে তাহারা নিজেরা অবশ্য কিছু বলিলেন না। আর বলিবেনই বা কেমন করিয়া? শরম বলিয়া একটি কথা আর কোথাও না থাক, লোগাতে তো আছে! লেকিন একটি ছওয়ালের জবাব আমি কোনও ছুরতেই মিলাইতে পারিতেছি না। বাংলাদেশের এতগুলি কাবেল আদমি যে আচানক কানহীন হইয়া গেলেন, সেই সুবাদে প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া সরকার কোনও প্রেসনোট জারি করিলেন না কেন? আমাদের ওজারতে ছেহেত, ইয়ানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কেহ কি কখনও টেলিভিশন দেখেন না?

আওরতদের কান সচরাচর দেখিতে না পাওয়ার একটি ছহি বুনিয়াদ আছে। তাহারা ছুরতের চর্চা করিতে যাইয়া চুল পরিপাটি করিয়া তাহার সাহায্যে অনেক সময় কান ঢাকিয়া রাখেন। লেহাজা টেলিভিশনের ঐ মোহতারেমাদের কান দেখা না গেলেও উহা আছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। লেকিন মরদদের বেলায় তো এই ওছুল চলিতে পারে না।

কেননা, মরদের বেলায় কান হইতেছে ছুরতের একটি আলামত। এবং উহা খোলা রাখাই হইতেছে রেওয়াজ। লেহাজা মারাত্মক রকমের কোনও ওজর না থাকিলে টেলিভিশনের ঐ হজরতেরা ঐ জায়গাটি কায়দা করিয়া ঢাকিয়াই বা রাখিবেন কেন?

আর একটি চিজ দেখিয়া আমি বড়ই খুশি হইলাম। টেলিভিশনে যে সকল মরদকে দেখিলাম, তাহাদের সকলেই মাশাআল্লাহ দাড়ি রাখিয়াছেন। নওজোয়ান, এবং এমনকি

www.pathagar.com

বাল-বাচ্চারাও। দাড়ি রাখা ছুন্নত। লেহাজা ধর্মের প্রতি তাহাদের যে মতি হইয়াছে, তাহাতে আর কোনই আন্দেশা নাই। ফিলহাল আমাদের দস্তুরে বিসমিল্লাহের রাহমানুর রহিম এবং আল্লাহর ও প্রতি ঈমানের যে কথা লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার আছর যে আমাদের নওজোয়ান ও বাল-বাচ্চাদের উপরও পড়িয়াছে, ইহা বড়ই খুশির কথা। লেকিন তাহারা থোড়া গলত করিয়া ফেলিয়াছেন।

ছহি হাদীছ মোতাবেক দাড়ি সামনের দিকেই রাখিতে হয়। লেকিন তাহারা রাখিয়াছেন পিছনের দিকে। আশা করি, এই ছোট্ট গলতটি তাহারা ফওরান মেরামত করিয়া লইবেন।

কেহ কেহ অবশ্য দাড়ি সামনের দিকেও রাখিয়াছেন। লেকিন তাহাও ছেরেফ গালের দুইদিকে। থুতনির ময়দানে অনেক খানি জায়গা বিলকুল অনাবাদী রহিয়া গিয়াছে। ফলে ছুন্নতের হুকুম-আহকাম তাহারা মোকাম্মেল তরিকায় তামিল করিতে পারেন নাই। অথচ ঐ খালি জমিনে আবাদ করিলে একদিকে যেমন ছুন্নত আদায় করা হইবে, দুছরা দিকে তেমনি ছুরতেরও বাহার খেলিয়া যাইবে। লেহাজা তাহারা মেহেরবানী করিয়া এখন এইদিকে থোড়া নজর দিলে ইনশাল্লাহ দ্বীন ও দুনিয়ার তরক্কি হাছিল করিতে পারিবেন।

আজাদ, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৮।

পার্ট-টাইম প্রগতিশীল

বাংলা জবানে নেমকহারাম বলিয়া একটি লফজ আছে। কেহ কাহারও নিকট হইতে মদদ লইয়া পরে উহা এনকার করিলে, এবং মদদ করণেওয়ালার গীবত করিলে তাহাকে নেমকহারাম বলা হইয়া থাকে। আর এই কিছিমের কামকে বলা হয় নেমক হারামী।

একথা এখন শায়েদ আর নূতন করিয়া দোহরাইবার জরুরত নাই যে, এই উপমহাদেশে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের আন্দোলন না হইলে এবং মুসলমানদের জন্য আলাহিদা মুলুক কায়েম না হইলে এলেম-কালাম, ওজারতি-তেজারতি, কৃষি-বিজ্ঞান, দাওয়াই-এলাজ, সাহিত্য-সাংবাদিকতা, রাজনীতি-সমাজনীতি অগায়রা কোনও ময়দানেই মুসলমানদের কোনও নাম-নিশানা থাকিত না। থাকিত যে না, তাহার একটি তাজা প্রমাণ আমাদের নজরের সামনেই মওজুদ আছে। একবার হিন্দুস্থানের মুসলমানদের দিকে তাকাইয়া দেখুন।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনের ফলে আলাহিদা মুসলিম মুলুক কায়েম হওয়ায় মুসলমানদের সামনে তামাম কিছিমের কায়-কারবার এবং ফায়দা-মওকার দরজা খুলিয়া গিয়াছে। এবং গুজাস্তা তিরিশ সাল সময়ের অন্দরে নানান ময়দানে মুসলমানেরা মাশাআল্লাহ নাম, তারিফ, কামিয়াবী, এবং কাবেলিয়াত হাসিল করিয়াছে। লেকিন আফসোস কি বাত হইতেছে এই যে, এই তরিকায় যাহারা বড় বড় পদ-পজিশন দখল করার মওকা পাইয়াছেন, তাহাদের দরমিয়ানে এমন কিছু কবির আহমদ ও শরিফ চৌধুরী পয়দা হইয়াছে, যাহারা তাহাদের তরক্কির পিছনে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনের মদদ তো এনকার করিয়া থাকেনই, এমনকি মওকায়-বেমওকায় মুসলমান ও ইসলামের গীবত করাকেও ফরজ কাজ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইসলাম সম্পর্কিত কোনও কিছু শুনিলেই তাহারা ঠাট্টা-মশকারা করিয়া থাকেন, এবং সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া নাক সিঁটকাইয়া থাকেন। কথায় কথায় তাহারা জনগণের উন্নতি, জনগণের সংস্কৃতি অগায়রা কিছিমের বাতচিত করিয়া থাকেন। লেকিন তাহারা শায়েদ জানিয়াও না জানার ভান করিয়া থাকেন যে, তাহাদের শখের বেসাতির মূলধন ঐ জনগণকে যদি ইসলাম বাদ দিয়া উন্নতি ও তরক্কি গ্রহণ করিতে বলা হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহা আদৌ গ্রহণ করিবে না। বলকে, যে আদমি এই কিছিমের দাওয়াত জানাইবে তাহার ঠ্যাং দুইখানি ভাঙ্গিয়া না দিলেও তাহারা নির্ঘাত মচকাইয়া দিবে। বিশ্বাস না হয়, জনাব কবির আহমদ ও জনাব শরিফ চৌধুরী ছাহেবরা বাংলাদেশের যে কোনও গ্রামে যাইয়া একবার ইসলাম বিরোধী বয়ান জারি করিয়া দেখিতে পারেন।

দুনিয়ার তামাম ধর্মেই এলেমদার বুজর্গ আদমি পয়দা হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মিলটন, শেক্সপিয়ার, বার্ণার্ড শ', আইনষ্টাইন অগায়রা নাম কে না জানে! বিভিন্ন ধর্মে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকেরও অভাব নাই। লেকিন তাহাদের মধ্যে কেহ স্বজাতিদ্রোহী বা স্বধর্মদ্রোহী ছিলেন বা আছেন, এমন কথা কখনও শুনা যায় নাই। সকলেই নিজ নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান থাকিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করিয়াছেন, এবং সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। লেকিন মুসলমান সমাজে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন? শুনিয়াছি এককালে কোনও কোনও মুসলিম নওজোয়ান শহরে যাইয়া নাকি ধুতি পরিত, পানিকে জল বলিত, এবং গোশ্‌তকে মাংস বলিত। এইভাবে তাহারা নাকি হিন্দুদের আস্থাভাজন হওয়ার কোশেশ করিত। কবির আহমদ ও শরিফ চৌধুরী ছাহেবরা কি তাহা হইলে এখনও সেই হীনমন্যতা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই?

প্রগতি, জনগণ, গণ-সংস্কৃতি, বিপ্লব অগায়রা কিছিমের বাতচিত করিতে করিতে তাহারা এখন এশক-জজবার এমন এক মনজিলে দাখিল হইয়া গিয়াছেন যে, দুছরা

www.pathagar.com

কোনও বিষয় আর তাহাদের মগজে ঢুকিতেছে না। এক ছাহেব তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে প্রগতিশীল সংস্কৃতির নামে জেকের-আজকার করিতে করিতে "প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের এবং সকল বৈপ্লবিক শক্তির ঐক্যের" আহবান জানাইয়া ফেলিয়াছেন। দুছরা ছাহেব আরও থোড়া আগাইয়া গিয়া একেবারে সেই বাকশালী মুজিববাদের ফজিলত বয়ান করিয়া ফেলিয়াছেন। বাংলা একাডেমীতে পহেলা বৈশাখ চর্চা করিতে যাইয়া তিনি ফরমাইয়াছেন - "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতা আশ্রয়তিত্তিক সংগ্রামই জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সহায়ক হবে। সমাজতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে না।" এখন এই বুজর্গদের দেখানো রাহায় রাহগীর হইয়া মুলুকের তামাম তালবেলেম যদি এক এক করিয়া এই কিছিমের ছিয়াছি বয়ান জারি করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাদের তেমন দোষ দেওয়া যাইবে কি? ইহার ফলে যে অরাজকতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হইবে, তাহার দায়-দায়িত্ব কাহার উপর বর্তাইবে?

যাহারা বাংলাদেশে বাস করিয়া, মুসলমান নাম ধারণ করিয়া এবং মুসলমান হওয়ার তামাম ফায়দা-ফজিলত পুরাদস্তুর ভোগ করিয়া আনন্দবাজারী ও যুগান্তরী তরিকায় ইসলাম-খতম ইয়ানে ধর্মনিরপেক্ষতার জিগির তুলিয়া থাকেন, তাহাদের অবগতির জন্য একটি খবর দিতেছি। একমাত্র ইসলামেই দুছরা তামাম ধর্মের লোকদের হেফাজতের ইন্তেজাম আছে। দুছরা কোনও ধর্মে নাই। প্রমাণ চান? প্রমাণ বাংলাদেশ ও হিন্দুস্থান। ইসলামপন্থী মুলুক বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান অগায়রা তামাম ধর্মের লোকেরা ইনশাল্লাহ সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতেছে, এবং সরকারী চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য-সাংবাদিকতা, মঞ্চ-চলচ্চিত্র অগায়রা তামাম কিছিমের কাজে ইজ্জতের সহিত নিয়োজিত আছে। আর হিন্দুধর্মপন্থী হিন্দুস্থানে মুসলমানের মসজিদ গুদামঘরে পরিণত হইতেছে, এবং সরকারী চাকুরী তো দূরের কথা দুছরা কোনও পেশার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের কোনও নাম-নিশানা নাই।

লেহাজা কবির আহমদ ও শরিফ চৌধুরী ছাহেবরা মেহেরবানী করিয়া আমাদের মুখের সামনে আর ধর্মনিরপেক্ষতার ঐ বাকশালী দিল্লী-কা-লাড্ডু নাড়াচাড়া না করিলেই ভাল করিবেন। আর, আরও বলি, ঐ যে জনগণের অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য অগায়রা ব্যাপার-স্যাপার- ঐসব লইয়া আপনাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মগজ পার্টটাইম ইস্তেমাল না করিলেও চলিবে। কেননা, ঐ কামের জন্য ফুল-টাইম লোক আছে। তাহারাই উহার দেখভাল করিতেছেন। আপনারা যে কামের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, মেহেরবানী করিয়া তাহাই ফুলটাইম করুন। নিজের ঘর যে জ্বলিতেছে, তাহাই সামাল দিন।

আজাদ, ৫ই মে, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

গঙ্গা না পদ্মা?

বুজর্গ আদমিরা নাকি ফরমাইয়াছেন যে, নামে কিছু আসে যায় না। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হউক না কেন, খোশবু সে ছড়াইবেই।

বিলকুল হক কথা। খাছ করিয়া বুজর্গ আদমিরা যখন ফরমাইয়াছেন, তখন নালায়েক হইয়া আমি উহা এনকার করি কেমন করিয়া? লেকিন ফিলহাল এমন কিছু আলামত আমার নজরে পড়িয়াছে, যাহাতে মালুম হইতেছে যে, নামে শায়েদ আলবত কিছু আসে যায়। নহিলে নাম বদলাইবার জরুরত হইবে কেন?

যে গঙ্গা নদীর পানি লইয়া এত তুলকালাম হইয়া গেল, তাহা হিন্দুস্থানে অবস্থিত বলিয়াই আমরা জানি। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর উহার নাম হইয়াছে পদ্মা নদী। বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের একখানি মানচিত্রেও উহার সমর্থন পাইতেছি। লেহাজা গুজাস্তা ১৬ই মে সকাল সাতটার খবরে রেডিও বাংলাদেশ হইতে যখন গঙ্গা নদীর নাম শুনিলাম, তখন থোড়া তাজ্জব হইয়া গেলাম। মুলুকের নদ-নদীর খবর দিতে যাইয়া বলা হইল যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ছাড়া তামাম নদীর পানি কমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বাড়িয়াছে বটে, লেকিন উহা বিপদসীমার নীচে আছে।

খবর শুনিয়া আমার ইয়াদ হইল যে, বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর আমাদের কোনও কোনও মহলে যখন দাদা-দাদা বলিয়া গলিয়া পড়ার রেওয়াজ চালু হইয়াছিল, তখন এবং খাছ করিয়া ১৯৭৪ সালের ছয়লাবের সময় আমাদের রেডিও ও টেলিভিশন হইতে হামেশা হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিকট গঙ্গা নদীর পানি কমা-বাড়ার খবর দেওয়া হইত। তাহার পর হইতে এযাবৎ পদ্মা নদী নামটিই শুনিয়া আসিয়াছি। লেকিন এখন আবার আচানক গঙ্গা নদী নাম ইস্তেমাল করা হইতেছে কেন, তাহা ঠিক মালুম করিতে পারিতেছি না।

সেদিন এই কিছিমের দুছরা একটি আলামত আমার নজরে পড়িল। ঢাকা হইতে খুলনা, ঢাকা হইতে বরিশাল অগায়রা কয়েকটি পানির রাহায় উমদা কিছিমের ষ্টীমার সার্ভিস চালু হওয়ার খবর এলান করিয়া রোজানা আখবারে একটি খুবছুরত তছবিরওয়ালা ইশতেহার জারি করা হইয়াছে। যে ইদারাটি এই ইশতেহার দিয়াছেন তাহার নাম হইতেছে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন জল পরিবহণ সংস্থা। অথচ ইশতেহারটি পড়িয়া আমার মালুম হইল যে, তাহারা আসলে আদৌ জল পরিবহণ করেন না। জলে পরিবহণ করিয়া থাকেন মাত্র। এই ছওয়ালটি থোড়া গওর করিয়া দেখার কাবেল

www.pathagar.com

হইলেও আসলে যে লফজটি বেশি করিয়া আমার নজরে পড়িল, তাহা হইতেছে জল। আমি যতদূর ওয়াকিফ আছি, বাংলাদেশের অধিকাংশ বাসিন্দা এই লফজটি ইস্তেমাল করেন না। তাহারা যাহা বলিয়া থাকেন তাহা হইতেছে পানি। অবশ্য বাংলাদেশের কিছু কিছু বাসিন্দা এবং হিন্দুস্থানের পশ্চিমবঙ্গ সুবার অধিকাংশ বাসিন্দা জল লফজটি ইস্তেমাল করিয়া থাকেন বটে, লেকিন তাহা ছাড়া এই উপমহাদেশের দুছরা কোথাও আর উহার ইস্তেমাল দেখা যায় না। হাল জামানার খবর বলিতে পারিনা। তবে গুজাস্তা জামানায় যাহারা কলিকাতা হইতে রেলগাড়িতে দিল্লী তক ছফর করিয়াছেন, তাহারা শায়েদ স্টেশনে স্টেশন "পানি-পাঁড়ের" সেই আওয়াজের কথা এখনও ইয়াদ করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে হাছেল কালাম কি দাঁড়াইতেছে? বাংলাদেশের অধিকাংশ বাসিন্দার মুখের জবান বাদ দিয়া বাংলাদেশেরই সরকারী ইদারায় সরকারীভাবেই হিন্দুস্থানের পশ্চিমবঙ্গ সুবার অধিকাংশ বাসিন্দার মুখের জবান ইস্তেমাল করা হইতেছে। রাজনৈতিক দিক হইতে ফারাগত হওয়া সত্ত্বেও এপার বাংলা ওপার বাংলার দরমিয়ানে তামদ্দুনিক সেতু বহাল রাখার যে এরাদার কথা আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, ইহা তো তাহার আলামত বলিয়াই মালুম হইতেছে। অথচ আমাদের সরকারী নেতা ছাহেবান তো এদিকে দেখিতেছি বাংলাদেশী কওমিয়াত, বাংলাদেশী তমদ্দুন অগায়রা আওয়াজ করিতে করিতে মাঠ ময়দান, জঙ্গল বিয়াবান বিলকুল চষিয়া ফেলিতেছেন।

পদ্মাকে গঙ্গা বলা অথবা পানিকে জল বলার এই নাম বদলের খেলা অবশ্য আনকোরা নূতন কিছু নহে। এই উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের সুবেহ সাদেক হইতেই উহা শুরু হইয়াছে। ঐ সময় হিন্দু সুধী-সজ্জনগণ 'শুদ্ধি ও সংগঠন' নামে একটি উদ্ভট ও উৎকট ব্যাপক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া যে অনাচার শুরু করেন, আমার ওস্তাদ ও বুজর্গ মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এই সুবাদে ১৩৭৩ সালের ৮ই ফালগুনের রোজানা আজাদের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলেন-"বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণ ও বিজয় সমস্ত মিথ্যা, মীর নেসার আলির স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাহারা ঠাট্টা-তামাশার রূপ দিয়া উড়াইয়া দিলেন, এবং এইসব বড় বড় ব্যাপার ছাড়াও তাহারা বাংলাদেশের মোছলেম কীর্তিগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। এই অপচেষ্টার ফলে বাংলার সরফরাজপুর স্বর্গরাজপুর হইয়া গেল। মোমেনশাহী পরগণা ময়মনসিংহ, বশিরহাট বসুরহাটে, দর্গাপুর দুর্গাপুর, মাদানীপুর মেদীনীপুরে এবং সদাসর্বদা মুষল ধারণ করিয়া বেড়ানোর জন্য মুসলমান মুষলমানে পরিণত হইয়া গেল। এবং এই

www.pathagar.com

ব্যাকরণের সাহায্যে শত শত আরবী-ফার্সী শব্দ নিখুঁত সংস্কৃত শব্দে পরিণত হইয়া গেল।"

সেই ট্রাডিশন অবশ্য এখনও খতম হয় নাই। ঐ একই কানুন মোতাবেক ঈশার দিহি হইয়াছে ঈশ্বরদী, মস্তানগড় হইয়াছে মহাস্থানগড় এবং ইয়ারোঁ-ছে-দূর হইয়াছে এগারো সিন্দুর। আমি নিজে কাদিম জামানার একখানি ফারসী কিতাবে ইংরেজ আমলের পয়লা দিকের সময়কার এক বয়ানে আলাপশাহী, জাফরশাহী ও মোমেনশাহী এই তিনটি পরগণার নাম দেখিয়াছি। ক্যাডেট কলেজ কায়েম হওয়ায় মোমেনশাহী নামটি আবার চালু হইয়াছে। কিছুদিন আগে উহাকে টাঙ্গাইল ক্যাডেট কলেজ করিয়া মোমেনশাহী নামটি বাতিল করার একটি কোশেশের কথা শুনিয়াছিলাম। লেকিন আখেরতক উহা শায়েদ কামিয়াব হয় নাই। মরিতে মরিতে মোমেনশাহী দেখা যাইতেছে বাঁচিয়া গিয়াছে। লেকিন পদ্মা এবং পানি শায়েদ জিয়াদা রোজ জিন্দা থাকিতে পারিবে না। অন্তত আলামত দেখিয়া তো তাহাই মালুম হইতেছে। কেননা এবার আর কোনও সাধু-সজ্জন নয়, খোদ সরকারী ইদারাই উহাদের পিছনে লাগিয়াছে।

নামে কিছু আসে যায় না, এই বয়ান তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বিলকুল ছহি নহে। ছহি হইলে নাম বদল করার জরুরত কেন দেখা দিবে! এবং বদল যাহারা করিতেছেন, তাহাদের আলবত কোনও খাছ জরুরত আছে।

আজাদ, ৭ই জলাই, ১৯৭৮।

আজিম উদ্দীনের বেয়াদবি

আজিমউদ্দীন প্রামাণিক এই বেহদ বেয়াদবি করার হিম্মত কোথা হইতে পাইল, তাহা আমি কিছুতেই মালুম করিতে পারিতেছি না। তাহাকে আমি নজরে দেখি নাই। লেকিন না দেখিলেও পাবনা জেলার বেড়া থানার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়ন গোসাঁইপাড়া গ্রামের বাশিন্দা এই আজিমউদ্দীন প্রামাণিকের ছিনায় কি পরিমাণ তাকত থাকিতে পারে তাহা আন্দাজ করিতে খুব জিয়াদা তকলিফ হওয়ার কথা নয়। এবং ঐ তাকত লইয়া যে ঐ কিছিমের বেয়াদবি করা যাইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা আজিমউদ্দীন প্রামাণিকের অন্তত উচিত ছিল। লেকিন সে এইছা নাদান ও নালায়েক যে, উহা সে আদৌ বুঝিতে পারে নাই। মাথায় উসকো-খুসকো চুল এবং গায়ে একটি ছেঁড়া গেন্‌জি লইয়া সে কৃষি ব্যাংকের খোদ ম্যানেজার ছাহেবের দরবারে যাইয়া

www.pathagar.com

হাজির হইয়াছে। এবং আন্দাজ করিতেছি যে, সে বাকায়দা বাতমিজ কুর্নিশও করিতে পারে নাই।

দরবারে যাইতে হইলে কতকগুলি রেওয়াজ-রশম মানিয়া চলিতে হয়। গোছল করিয়া পাক-ছাফ হইয়া মাথায় খোশবুদার তেল মাখিয়া চুলগুলি আঁচড়াইয়া পরিপাটি করিতে হয়। ইজার, চোগা-চাপকান, বিনামা, কোমরবন্দ, টুপি অগায়রা পিন্দিতে হয়। চোখে সুর্মা লাগাইতে হয়। দাড়ি-গোঁফ অগোছাল থাকিলে, তাহা ছাঁটিয়া-চাঁছিয়া পরিপাটি ও খুবছুরত করিয়া লইতে হয়। এবং সর্বশেষে ছিনায়, গলায় এবং কানের লতির পিছনের দিকে আর এক দফা খোশবুদার আতর ছড়াইয়া খালেছ নিয়তে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিয়া কামিয়াবির জন্য আল্লাহর দরগায় মোনাজাত করিতে হয়। মোনাজাতের মধ্যে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে পারিলে আরও ভাল হয়। চোখে পানি আনিতে পারা অবশ্য নফল, ইয়ানে আনিতে পারিলে ছওয়াব আছে, না পারিলে গোনাহ নাই। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ শরীফ পড়িয়া নিজের ছিনায় তিনবার ফুঁকিয়া ডান কদম পয়লা ইস্তেমাল করিয়া দরবারে রওনা হইতে হয়। ইহাই হইতেছে দস্তুর এবং কাদিম জামানা হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে।

আজিমউদ্দীন প্রামাণিক যে এই দস্তুর মোতাবেক কাম করে নাই, গুজাস্তা ১১ই জুনের রোজানা আজাদে প্রকাশিত খবর হইতেই তাহা সাবুদ হইয়া যাইতেছে। সে শায়েদ ধরিয়া লইয়াছিল যে, ইনেসপেক্টর ছাহেব যখন সরেজমিনে তদন্ত করিয়া হালের গরু খরিদ করার জন্য তাহাকে দুই হাজার টাকা মনজুর করার সুপারিশ করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক ঐ টাকা বরাদ্দও হইয়া গিয়াছে, তখন টাকা সে পাইবেই। লেহাজা অত বায়নাক্কা করিয়া কাদিম জামানার ঐ দস্তুর পালন করার আর জরুরত কি! লেকিন জরুরত যে কি, তাহা এখন শায়েদ সে হাড়ে-হাড়ে বুঝিতে পারিতেছে।

দশ ক্রোশ রাহা পায়দল চলিয়া ঐ দুই হাজার টাকা কর্জ লইবার জন্য সে কৃষি ব্যাংকে আসিয়াছিল এবং খোদ ম্যানেজার ছাহেবের দরবারে গিয়া হাজির হইয়াছিল। ম্যানেজার ছাহেব তাহার চেহারা ছুরত দেখিয়া, ইয়ানে মাথায় উসকো-খুসকো চুল এবং গায়ে ছেঁড়া গেনজি দেখিয়া নাকি বলিয়াছিলেন যে টাকা লইয়া তাহা ওয়াপস দেওয়ার মত কোনও তাকত বা কাবেলিয়াত আজিমউদ্দীন প্রামাণিকের নাই। লেহাজা তাহাকে কর্জ দেওয়া যাইতে পারে না।

বিলকুল হক কথা। কর্জ দিতে হইলে সবসময় চারিদিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ভালভাবে গওর করিয়া দেখিয়াই তবে দিতে হয়। কেননা, কর্জ হইতেছে ধনুক হইতে ছুঁড়িয়া দেওয়া তীরের মাফিক। একবার বাহির হইয়া গেলেই বিলকুল বেহাত হইয়া গেল। তখন আর কখনই খোদগরজী ওয়াপস আসিবে না। পাইতে হইলে নানান কিছিমের

www.pathagar.com

তদবির–তাগাদা এবং কোশেশ–তকলিফ করিতে হইবে। টাকা লইয়া খাতক ঠিকমত কাজে লাগাইবে কিনা, লাগাইলে তাহাতে মুনাফা হইবে কিনা, না হইলে তাহার দুছরা কোনও সহায় সম্বল আছে কিনা, এবং তাহা নিলাম করিয়া আসল ও সুদের টাকা মবলগে উশুল হইবে কিনা, অগায়রা জবাব খুঁজিয়া বাহির করা নেহায়েত সহজ কথা নহে। আর এই সকল ছওয়ালের খোশনুদী জবাব না পাওয়া তক কর্জ দেওয়ার কথা তো চিন্তাই করা যাইতে পারে না। কেহ হাত পাতিলেই যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কর্জের তো আর কোনও ইজ্জত–হুরমত থাকিবে না। খাছ করিয়া কৃষি ব্যাংকের টাকা হইতেছে পাবলিক মানি। লেহাজা পাবলিক ইনটারেষ্টেই খাতকের শেকল ছুরত, লেবাস–পোশাক ও আখলাক–খাছিয়ত উমদা তরিকায় বিচার–বিবেচনা করিয়া দেখার জরুরত আছে। উসকো–খুসকো চুল এবং ছেঁড়া গেনজিওয়ালা আজিমউদ্দীন প্রামাণিককে কর্জ দিলে শেষতক পাবলিক ইনটারেষ্ট যদি সাফার করে?

তথাপি ম্যানেজার ছাহেবের নেহায়েত দয়ার শরীর বলিয়া তাহাকে তিনি এক হাজার টাকা কর্জ দিয়াছিলেন। স্পষ্টতই আজিমউদ্দীন প্রামাণিক বহুত কান্নাকাটি এবং তদবির–তাগাদা করিয়াছিল। সে নাকি এইরূপ একটি ওয়াদাও পাইয়াছিল যে, ঐ এক হাজার টাকা দিয়া একটি গরু কিনিয়া তাহার রশিদ দাখিল করিলেই সে বাদবাকি এক হাজার টাকা পাইবে। পরে সে নাকি ঐরূপ রশিদ দাখিলও করিয়াছিল। লেকিন টাকা সে আর পায় নাই। ফলে দুছরা গরুটি কিনিতে না পারিয়া সে আবাদও ঠিকমত করিতে পারে নাই। তাহাকে নাকি জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাকে ঐ এক হাজার টাকা দেওয়াই ভুল হইয়া গিয়াছে।

ভুল অবশ্য এইতক সীমাবদ্ধ থাকিলে আজিমউদ্দীন প্রামাণিকের শায়েদ আর কোনও শেকায়েত থাকিত না। লেকিন সে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া জানাইয়াছে যে, খাতাপত্রে তাহার নামে এখন নাকি ঐ দুই হাজার টাকার উপরই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য হইয়া চলিয়াছে।

আজিমউদ্দীন প্রামাণিকের এই সাজা থোড়া জিয়াদা বলিয়া মালুম হইতে পারে। লেকিন থোড়া গওর করিয়া দেখিলেই সাবুদ হইয়া যাইবে যে, তাহার কছুরও নেহায়েত হালকা নয়। তাহার পয়লা কছুর হইতেছে এই যে, সে দরবারের দস্তুর পালন করে নাই। এবং দুছরা কছুর হইতেছে এই যে, চুল উসকো–খুসকো এবং গেনজি ছেঁড়া থাকিলে কর্জ পাওয়া যাইবে না কেন, এই ছওয়াল সে জোরেশোরে তো নয়ই এমনকি মিনমিন করিয়াও জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই।

আজাদ, ১৪ই জুলাই, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

দাদাদের কিতাবে মুসলিম চরিত্র

থোড়া রোজ আগে রোজানা আখবারে একটি খবর পড়িয়াছিলাম। খুলনার একটি তামদ্দুনিক ইদারা "ফেরিওয়ালা" নামে একখানি নাটক অভিনয় করিয়াছেন। উহার কোন্ চরিত্রে কে অভিনয় করিয়াছেন, এবং কতখানি কামিয়াবি হাছিল করিয়াছেন, তাহার একটি মুখতছর বয়ানও উহাতে ছিল।

এই কিছিমের খবর রোজানা আখবারে হামেশা প্রকাশিত হইয়া থাকে। লেহাজা এই খবরটি আমার ইয়াদ রাখার কোনও খাছ বুনিয়াদ ছিল না। লেকিন খবরটি প্রকাশিত হওয়ার শায়েদ এক হপ্তার অন্দরে এক রোজ ফুটপাথের পুরানা কিতাবের দোকানে নাটকখানি দেখিয়া খরিদ করিয়া ফেলিলাম। এক আদমি বর্মা মুলুকে যাইয়া কাঠের তেজারতিতে কামিয়াবি হাছিল করেন, এবং বহুত মুনাফা করিয়া রইচ বনিয়া যান। লেকিন, নিজের মুলুকে বিবি-বাচ্চার নিকটে ওয়াপস আসার সময় তাহার নওকর ভাড়াটিয়া গুন্ডা দিয়া তাহাকে কতল করার কোশেশ করে এবং তাহার তামাম টাকা পয়সা লইয়া যায়। মুলুকে আসিয়া তাহার জখম আরাম হইয়া যায়, লেকিন টাকার শোকে তিনি পাগল হইয়া যান। তাহার বিবি-বাচ্চা মিসকিন হইয়া যায়, এবং তাহার নওকর তাহারই পয়সায় রইচ বনিয়া যায়। কিচ্ছাটি মোটামুটি এই রকম এবং উহার লেখক ইয়ানে নাট্যকার হইতেছেন শ্রী রঞ্জন দেবনাথ।

নাটকের তামাম চরিত্র হইতেছে হিন্দু। ইস্তক পথিক তক। ছেরেফ একটি ছাড়া। এই অহিন্দু চরিত্রটি হইতেছে নাটকের সবচেয়ে বদমাশ কমিনা আদমি ইয়ানে ভাড়াটিয়া গুন্ডা। এবং তাহার নাম হইতেছে উসমান। পাঠকদের অন্দরে যাহাদের উমর থোড়া জিয়াদা, তাহারা শায়েদ এই তক পড়িয়া মুচকি মুচকি হাসিবেন। এবং মনে মনে বলিবেন মুনশি ছাহেব! ইহা আর নূতন কি শুনাইলেন। এই খেল আমরা তো সেই কোন জামানা হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। ভাড়াটিয়া গুন্ডার কাম করাইয়া তো বলা যায় মেহেরবানীই করিয়াছে। সরাসরি যবন-ম্লেচ্ছ তো আর বলে নাই!

বিলকুল হক কথা। আমি নিজেও নেহায়েত কম দেখি নাই। লেকিন ফিলহাল হিন্দুস্থানে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কালীঘাটে হরহামেশা জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়া হইতেছে এবং এই বাংলাদেশে আমরা থোড়া আল্লাহ-রছুলের নাম মুখে আনিলেই যেখানে সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া সেই রাখাল বালকের মাফিক বাঘ আসিয়াছে বলিয়া ডর দেখানো হইতেছে এবং সেই ডরে কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদেরই

www.pathagar.com

কেহ কেহ যখন দরজায় খিল লাগাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতেছেন তখন ফাহাম করিয়াছিলাম যে, হাওয়ার গতি শায়েদ ঘুরিয়া গিয়াছে। তদুপরি গুজাস্তা জামানায় যাহারা মুসলমানদের যবন-ম্লেচ্ছ বলিয়া গালি দিতেন, তাহারা তো গুজরাইয়া গিয়াছেন। এখন যাহারা সাহিত্যের বাগিচায় তশরিফ আনিয়া শায়ের-কাতিব হইয়াছেন, তাহারা তো হইতেছেন মডার্ণ, আপটুডেট, প্রগ্রেসিভ অগায়রা। গুজাস্তা জামানার বাতিল আকিদা তাহাদের উপর আছর করিবে কেমন করিয়া? দ্বীনের সংকীর্ণ চোরা গলিতে রাহাগীর হইয়া ছেরেফ দ্বীনের বুনিয়াদেই তাহারা দুছরা কওমের গলায় খনজর ইস্তেমাল করিবেন কোন মুখ লইয়া?

লেকিন এখন আলামত দেখিয়া মালুম হইতেছে যে, আমার তামাম আন্দাজ-কিয়াছ সব বিলকুল ভুল-ভন্ডুল হইয়া গিয়াছে। জামানা বদল হইয়াছে, আদমি বদল হইয়াছে, এবং দুছরা তামাম চিজ বদলাইয়া গিয়াছে; লেকিন মুসলমানকে মালামত হেকারত করার সেই পুরানা খাছিয়ত আদৌ বদল হয় নাই।

রঞ্জন দেবনাথ ছাহেবের নাম তারিফ তো তেমন শোনা যায় না। লেকিন যাহারা মশহুর হইয়াছেন, তাহারাও দেখিতেছি সেই একই চোরাগলিতে কদম ইস্তেমাল করিতেছেন। এই কিছিমের একজন কাতিব হইতেছেন শংকর। শুনিতে পাই তিনি নাকি ছেরেফ দিস্তা দিস্তা নয়, একেবারে বস্তা বস্তা লিখিতেছেন; এবং ইতিমধ্যেই বেশুমার কিতাব পয়দা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বুজর্গের ছেরেফ এক হালি কিতাব ফিলহাল আমার নাড়াচাড়া করার মওকা হইয়াছিল।

পয়লা কিতাবখানির নাম হইতেছে "জন-অরণ্য" । বেকার সমস্যা লইয়া কলিকাতার পটভূমিকায় পয়দা করা এই কিচ্ছার নায়ক সোমনাথ বহুত রোজ তক কোশেশ করিয়াও কোনও নোকরি না পাইয়া অফিস-আদালতে মনিহারি মাল-সামান সাপ্লাইয়ের তেজারতি শুরু করে। তারপর এক মিলে কেমিক্যাল ছাপ্লাই করিতে যাইয়া উহার মালিক গোয়েংকা ছাহেবের খেদমতে আওরত নজরানা দেওয়ার জরুরত হওয়ায় এক প্রাইভেট কসবিখানায় গিয়া হাজির হয়। এই কসবিখানার নওকরের নাম হইতেছে আবদুল । জি হ্যাঁ, ঠিক ধরিয়াছেন। তামাম উপন্যাসের অন্দরে মুসলিম চরিত্র হইতেছে এই একটিই।

শংকর ছাহেব এই কিতাবে একটি আনকোরা নূতন লফজও ইস্তেমাল করিয়াছেন। নজরানা, দস্তুরি, বকশিশ অগায়রাকে থোড়া ব্যঙ্গ করিয়া সেলামী বলা হইয়া থাকে। ইহা এত ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত যে, লেখাপড়া না জানা দেহাতী নাদান আদমিও এক

www.pathagar.com

লহমায় উহা বুঝিয়া ফেলিতে পারে। লেকিন শংকর ছাহেব এই পুরানা লফজটি কোতল করিয়া লিখিয়াছেন "নমস্কারী"। ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, শংকর ছাহেবের আগের জামানার এক বুজর্গ "বিসমিল্লায় গলদ" কালামটি কোতল করার মতলবে "গোড়ায় গলদ" নাম দিয়া একখানি কিতাবই পয়দা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং তাজ্জবের কথা হইতেছে এই যে, এইভাবে তাহারা নিজেরাই যখন তাহাদের ও আমাদের জবানের দরমিয়ানে ফারাগত পয়দা ও কবুল করিতেছেন, ঠিক সেই সময় সেই একই দমে তাহারা এই দুই জবানকে এক জবান বলিয়া জাহির করিতেছেন।

শংকর ছাহেবের দুছরা কিতাবের নাম হইতেছে "আশা-আকাংখা"। কলিকাতা হইতে দুরে এক নির্জন পাহাড়ী এলাকায় হিন্দুস্থানী বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার ছাহেবান বহুত দরদ ও মেহনত দিয়া একটি সার কারখানা বানাইতেছেন, কিতাবে সেই কিচ্ছা বয়ান করা হইয়াছে। কারখানা এলাকায় একটি রেষ্টহাউস আছে, এবং সেখানে একজন কুক বেয়ারা আছে, এবং তাহার নাম হইতেছে আবদুল। জ্বিনা, তামাম কিতাবে আর কোনই মুসলিম চরিত্র নাই।

তিছরা কিতাবখানির নাম হইতেছে "এক যে ছিল"। এই কিতাবে একটি নয়, আসলে তিনটি বড় কিচ্ছা আছে। তিনটি কিচ্ছার নায়ক-নায়িকা, পাত্র-পাত্রী সকলেই বলাবাহুল্য হিন্দু। তবে একটি মুসলিম চরিত্র আছে। তাহার নাম হইতেছে জালাল, এবং তাহার পেশা হইতেছে হোটেলের শরাবখানার বেয়ারা।

চৌথা কিতাবে শংকর ছাহেব অবশ্য থোড়া কোশাদা দিলের পরিচয় দিয়াছেন। ইয়ানে "সীমাবদ্ধ" নামক এই কিতাবে তিনি একটি নয়, তিন তিনটি মুসলিম চরিত্র রাখিয়াছেন। পয়লা জন হইতেছে নায়ক শ্যামলেন্দু চাটার্জির অফিসের দারোয়ান বরকত আলি, দুছরা জন হইতেছে তাহার বাসার নওকর আবদুল। এবং তিছরা জন হইতেছে চোরাকারবারী রহিম, যাহার নিকট হইতে নায়কের বিবি ছাহেবা গোপনে বিদেশী কসমেটিকস খরিদ করিয়া থাকেন।

শুনিতে পাই, শংকর ছাহেব নাকি তাঁহার কিতাবের মারফত সমাজের সমসাময়িক তছবির আঁকিয়া থাকেন। আমারও তাহাই মালুম হইতেছে। অন্তত এই চারখানি কিতাবের মারফত তিনি যে হিন্দুস্থানের পশ্চিমবঙ্গ সুবার মুসলমানদের হালত সম্পর্কে একখানি উমদা সমসাময়িক তছবির তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে শায়েদ আর কোনই আন্দেশা নাই।

আজাদ, ১৫ই জুলাই, ১৯৭৮

www.pathagar.com

নাকিল আমদানি

বাংলাদেশের শায়ের জনাব প্রদীপ ঘোষের শেরের তেলাওতের একখানি লংপ্লে রেকর্ড বাহির হইয়াছে। বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি উহা বাহির করিয়াছেন। রেকর্ডের লেফাফার উপরে তামাম জায়গা জুড়িয়া শায়ের ছাহেবের একখানি চেকনাইদার তছবির কায়েম হইয়াছে। তাঁহার জেবের উপরে বড় হরফে লেখা রহিয়াছে "কবিতা" এবং গর্দানের নজদিকে থোড়া ছোট হরফে লেখা রহিয়াছে "প্রদীপ ঘোষ।" শুনিলাম, বাংলাদেশে এই কিছিমের রেকর্ড নাকি ইহাই প্রথম। লেহাজা জনাব প্রদীপ ঘোষ ছাহেব যে বাংলাদেশের পয়লা নম্বরের এবং মশহুর শায়ের তাহাতে কোনই আন্দেশা নাই।

লেকিন দিলের অন্দরে আচানক ছোট্ট একটি খটকা পয়দা হইল। এই কিছিমের কোনও শায়েরের নাম আগে তো কখনও শুনি নাই। অবশ্য আমি তেমন কোনও এলেমদার আদমি নহি যে মুলুকের তামাম শায়ের- কাতিব সম্পর্কে হামেশা ওয়াকিবহাল থাকিব। লেকিন তথাপি এমন একজন মশহুর শায়ের, যাহার শেরের রেকর্ড তক বাহির হইয়া গেল, তাহার নাম তক জানিব না ইহাই বা কেমন কথা! শরম ঢাকিবার আর দেখিতেছি কোনও জায়গায়ই থাকিল না।

লেকিন আল্লাহ মেহেরবান। তালাশ-এত্তেলা করিয়া দেখিলাম যে, জনাব প্রদীপ ঘোষ ছাহেব শায়ের তো নহেনই, এমনকি বাংলাদেশীও নহেন। তিনি হইতেছেন একজন হিন্দুস্থানী এবং সেখানকার একজন দুই নম্বর কাতারের নাকিল, ইয়ানে তেলাওত করনেওয়ালা। গুজাস্তা ২২শে জুনের হপ্তাওয়ারি "পূর্বাণীর" জবানে-'ঐ দেশের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর আবৃত্তিকার।"

রেকর্ডে তিনি যাহা তেলাওত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে বাংলাদেশের বিশজন শায়েরের বিশটি শের। এই রেকর্ড চালু করার সুবাদে ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমীতে যে জলছা হয়, তাহাতে ছদারতি করেন প্রেসিডেন্টের তথ্য ও বেতার উপদেষ্টা জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী। গুজাস্তা ১৭ই জুনের রোজানা আজাদে দেখিতেছি যে, ঐ মজলিসে তকরির করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, রেকর্ডখানি বেইরুনি মুলুকে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলিয়া ধরিবে। বেশক! বেশক! লেকিন তাহার জন্য হিন্দুস্থানী লেফাফার জরুরত কেন হইল তাহা ঠিক বুঝা গেল না।

বাংলাদেশে কি কাবেল নাকিলের কাহাত পড়িয়া গিয়াছে? আমরা তো জানি কাবেল এবং কারগুজার, ইয়ানে সুযোগ্য ও সুদক্ষ নাকিলের এখানে কোনই কমতি নাই। এই লহমায় আমার যাঁহাদের নাম ইয়াদ হইতেছে, তাঁহারা হইতেছেন জনাব গোলাম মোস্তফা, জনাব আলী মনসুর, জনাব মুজিবর রহমান খান (পাঠক), জনাব

www.pathagar.com

হাসান ইমাম এবং জনাব সারোয়ার জান চৌধুরী। তাঁহাদের যে কেহ তাঁহার খোশ এলহান এবং তেলাওতের কারগুজারিতে শ্রোতার দিলে খোশনুদী পয়দা করিতে পারেন বলিয়াই আমি মনে করি। তাঁহারা ছাড়াও তামাম বাংলাদেশে আরও অনেক নাকিল আছেন, যাঁহাদের নাম আমি ইয়াদ করিতে পারিতেছিনা অথবা যাহাদের তারিফ আমি জানি না। বাংলাদেশের এই সকল কাবেল নাকিলদের মোকাবিলায় হিন্দুস্থানের জনাব প্রদীপ ঘোষ ছাহেব কি বহুত উপরের দর্জার আদমি? হপ্তাওয়ারি "পূর্বাণী" বলিতেছেন– "গুণগত মানের বিচারেও প্রদীপ ঘোষের তুলনায় আমাদের আবৃত্তিকারগণ খারাপ আবৃত্তি করেন একথার সত্যতা প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তিতে প্রমাণিত হয়নি।" তাহা হইলে? এমনকি যদি ধরিয়াও লওয়া যায় (আমি নিজে ধরিয়া লইতে আদৌ রাজি নহি) যে ঘোষ ছাহেব সত্য সত্যই একজন উপরের দর্জার নাকিল, তাহা হইলেও বিদেশের ঠাকুর এবং স্বদেশের কুকুরের সেই পুরানা মিছালটি কি থাকিয়া যাইতেছে না?

যাইতেছে তো বটেই। লেকিন তাহাতে কাহার কি আসিয়া যায়! ৩০শে জুনের হপ্তাওয়ারি "বিচিত্রায়" দেখিতেছি রেকর্ডটির প্রযোজক খোদ জনাব আবু আহমদ ছাহেবই বলিয়াছেন যে, এই কিছিমের পয়লা কোশেশ বলিয়া তিনি কোনও রিস্ক লইতে চাহেন নাই। ইয়ানে বাংলাদেশী নাকিল দ্বারা তেলাওত করাইলে রেকর্ডখানি বাজারে বিকাইত না এবং তাঁহার বহুত নোকছান হইত। লেকিন গায়ের মুলুকের দুই নম্বর কাতারের নাকিল দ্বারা তেলাওত করাইয়াছেন বলিয়া এখন তাঁহার আর সেই ডর নাই। ঐ রেকর্ড বাজারে হরদম বিকাইবে, এবং মুনাফার পয়সায় তাঁহার সিন্দুক ভরিয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা আত্মমর্যাদাহীনতা এবং হীনমন্যতার পরিচায়ক আর কি হইতে পারে? এবং বাংলাদেশের নাকিলদের জন্য ইহা অপেক্ষা অপমানজনক উক্তিই বা কি হইতে পারে?

লেকিন কিচ্ছা এইখানেই খতম হয় নাই। কথার পরেও আরও কথা রহিয়া গিয়াছে। পর্দার পিছনে আরও কারবার রহিয়া গিয়াছে।

"পূর্বাণীর" বয়ান হইতে জানা যাইতেছে যে, রেকর্ডে কোন কোন শায়েরের কোন কোন শের থাকিবে তাহা বাছাই করেন জনাব প্রদীপ ঘোষ ছাহেব নিজেই এবং কলিকাতায় বসিয়া। এবং সেই কলিকাতা বসিয়াই তিনি খত লিখিয়া বাংলাদেশের শায়েরদের কবুলিয়ত আদায় করেন। তাহার পর নিজেই তেলাওত করিয়া দমদমে এইচ–এম–ভি ষ্টুডিওতে তাহা রেকর্ড করেন। সেই ষ্টেরিও টেপ্ ঢাকায় আনিয়া বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি তাহা হইতে লংপ্লে রেকর্ড খানি পয়দা করেন।

ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। "পূর্বাণী" বলিতেছেন– "দেশে এবং দেশের বাইরে রেকর্ডটি বাংলাদেশের কবিতার এতটুকু প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রেকর্ডটিতে দেশের প্রবীণ কবি আবুল হোসেন, সানাউল

www.pathagar.com

হক, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, সাইয়িদ আতিকুল্লার কবিতা নেই। খ্যাতনামা কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, বেলাল চৌধুরী ও আসাদ চৌধুরী আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। অথচ রেকর্ডটিতে এমন কিছু কবির কবিতা স্থান পেয়েছে, যাদের কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে অনেকের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ---কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে কোনও যোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া হয়নি। ফলে কয়েকজন অকবির পীড়াদায়ক উপস্থিতি লক্ষিত হয়েছে।"

আর "বিচিত্রা" বলিতেছেন- "কবি এবং কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু কথা থেকে যায় অবশ্যই। কয়েকজন প্রথিতযশা কবির কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কবিতার নির্বাচন প্রসঙ্গে বলতে হয়, অন্তর্ভুক্ত অনেক কবির অনেক ভালো, জনপ্রিয় এবং আবৃত্তিযোগ্য কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারত। তাড়াহুড়া করে অথবা অন্য কি কারণে এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা না করে রেকর্ডটি বার করা হল, তাতে একটু বিস্ময় বোধ করতে হয় বৈকি! রেকর্ড করার আগে প্রতিষ্ঠিত কবিদের সাথে আদৌ কি যোগাযোগ করা হয়েছিল? এটাও কবিদের মনে একটা প্রশ্ন।"

মামলা যে আসলে কি, তাহা মালুম করিতে এখন আর শায়েদ তকলিফ হইতেছে না। অনেক প্রবীণ, প্রথিতযশা, ও প্রতিষ্ঠিত শায়ের বাদ পড়িয়াছেন। লেকিন সেই কুখ্যাত দাউদ হায়দার ঠিকই বহাল আছেন।

নাকিল জনাব প্রদীপ ঘোষ ছাহেব এলান করিয়াছেন যে তিনি তাঁহার মেহনতের হাদিয়া নিজে না লইয়া কোনও এতিমখানায় দান করিয়া দিবেন। বহুত আচ্ছা, লেকিন কোন্ মুলুকে? প্রযোজক জনাব আবু আহমদ ছাহেব জানাইতেছেন যে, বাংলাদেশে। কেন? ঘোষ ছাহেবের নিজের মুলুক হিন্দুস্থানে কি এতিমখানার আকাল পড়িয়া গিয়াছে? আসলে ব্যাপার কি, তাহা যেন কোনও মতেই খোলাছা হইতেছে না। হিন্দুস্থানের বাশিন্দা জনাব প্রদীপ ঘোষ ছাহেব বাংলাদেশের তমদ্দুনের তরক্কির মতলবে বিলকুল বিনা পয়সায় এবং বিনা স্বার্থে এমন করিয়া জানকোরবান করিতেছেন কেন? মিছালটি ঠিক লাগসই হইবে কিনা বলিতে পারিতেছি না। লেকিন আমার কেন যেন উহা ইয়াদ হইতেছে। কয়েক সাল আগে হিন্দুস্থানের নওজোয়ান খুবছুরত লাড়কিদের বাংলাদেশী পাটের শানদার লেবাছ পিন্দাইয়া মার্কিন মুলুকের ওয়ালডর্ফ এষ্টোরিয়া হোটেলে জুট-নাইটের ইন্তেজাম করা হইয়াছিল। এখানেও সেই রকম কোনও মতলব নাই তো?

আর একটি ছওয়াল। এই কিছিমের একটি গোলমেলে কারবারে শরিক হইয়া আমাদের সরকারী শিল্পকলা একাডেমি এবং তথ্য ও বেতার উপদেষ্টা ছাহেব বাংলাদেশী তমদ্দুনের প্রতি শায়েদ খুব জিয়াদা ইনছাফ করেন নাই।

আজাদ, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

খুঁটির জোর

ভেড়া নাকি খুঁটির জোরে কুঁদিয়া থাকে। এই কিছিমের একটি বয়ান বহুত রোজ তক শুনিয়া আসিতেছি বটে। লেকিন খুঁটির কুওত যে কোন তরিকায় ট্রান্সফার হইয়া ভেড়ার গতরে গিয়া ভর করে, তাহা আমি কখনই পুরাদস্তুর মালুম করিতে পারি নাই। তবে জানোয়ারের ক্ষেত্রে এই বয়ান ছহি না হইলেও আদমিলোকের ক্ষেত্রে ইহা যে বিলকুল ছহি, ফিলহাল তাহার কয়েকটি নয়া আলামত পাওয়া গিয়াছে।

পয়লা আলামতটির বয়ান আসিয়াছে চাটগ্রাম হইতে। গুজাস্তা ১৪ই জুলাইয়ের রোজানা আজাদে দেখিতেছি যে, সাতকানিয়া থানার উন্নয়ন সার্কেল অফিসার ছাহেব সৈয়দ মাহফুজুন্নবী নামক একজন আখবারওয়ালাকে বেইজ্জত তো করিয়াছেনই, এমনকি গ্রেফতারেরও হুমকি দিয়াছেন। খবরগীর ছাহেব কি গোনার জন্য এই আজাব পাইয়াছেন, খবরে তাহার কোনও বয়ান নাই। লেকিন সাংবাদিক ইউনিয়ন, অধ্যাপক, মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট, ডাক্তার, চেয়ারম্যান, মেম্বার ও স্থানীয় সরকারী অফিসারগন যখন এক জামাতে শামিল হইয়া সার্কেল অফিসার ছাহেবের কেরদানির প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন মালুম করিতে তফলিফ হয় না যে, সার্কেল অফিসার ছাহেব তাহার বদমেজাজের তরক্কি থোড়া জিয়াদাই করিয়া ফেলিয়াছেন। আর করিবেনই বা না কেন? খুঁটিতে কুওত থাকিলে আর কিসের ডর?

ঐ খবরেই জানা যাইতেছে যে, অফিসার ছাহেবের খুঁটিটি বড়ই মজবুত। একেবারে শালের খুঁটি। তলায় শান বাঁধানো, ফলে বহুত রোজ আগে বদলির হুকুম হইলেও এখনও তাহা বলবত হইতে পারে নাই। নিজের গদিতে তিনি মাশাআল্লাহ বহাল তবিয়তেই কায়েম আছেন। আর থাকিবেনই বা না কেন? দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, আদালত অবমাননা অগায়রা নানান কিছিমের শেকায়েতে সাতকানিয়া আদালতে তাহার বিরুদ্ধে মাত্র তিরিশটি মামলা দায়ের করিয়াও যখন তাহার তরক্কির গায়ে কেহ আঁচড়টি পর্যন্ত কাটিতে পারে নাই তখন বদলির হুকুম তো হইতেছে নস্য। ইয়ানে ছেরেফ একটি হাঁচি দিয়া এবং (আলহামদুলিল্লাহ না বলিয়াই) তিনি উহা উড়াইয়া দিতে পারেন।

দুছরা বয়ানটিও চাটগাম হইতে আসিয়াছে। সেখানে কালুরঘাটে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের দুইটি কারখানার দুইজন জেনারেল ম্যানেজার আছেন। এই দুইটি ইদারাকে একটি প্রশাসনের অধীনে আনার জন্য কর্পোরেশনের বোর্ড গুজাস্তা ৩০শে মে

www.pathagar.com

ফয়ছালা করেন যে, দুই কারখানায় দুইজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রাখা হইবে এবং তাহাদের উপরে একজন জেনারেল ম্যানেজার থাকিবেন। একটি সিলেকশন কমিটি দুই সপ্তাহের অন্দরে দরখাস্ত অগায়রা জোগাড় করিয়া কাবেল আদমি বাছাই করিবেন এবং ১লা জুলাই হইতে এই নয়া ইন্তেজাম কায়েম হইবে। বোর্ডের এই ফয়ছালা কাগজে কলমে লিখিয়া ৬ই জুন জারি করা হয়। তাহার ছেরেফ ছয়দিন পর ইয়ানে ১৩ই জুন এক জবরদস্ত কিছিমের আদমি কালুরঘাটে গিয়া জেব হইতে একখানি খত বাহির করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন যে, তিনি কালুরঘাট কমপ্লেক্সের প্রজেক্ট ডিরেক্টর হইয়াছেন এবং ঐদিন হইতেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। জেনারেল ম্যানেজার দুইজন চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন– প্রজেক্ট ডিরেক্টর? বোর্ডের ফয়ছালায় তো ঐরকম কোনও পদের নাম নাই! আর আমরাও কোনও হুকুম পাই নাই!

গুজাস্তা ১৬ই জুন ঘোড়ার আগে গাড়ি শিরোনামার এই খবরটি ছাপাইয়া চাটগামের রোজানা জামানা ছওয়াল করিয়াছেন যে, প্রজেক্ট ডিরেক্টরের কোনও পদ না থাকিলেও ঐ আদমি কিভাবে কাহার নিকট হইতে এবং কিসের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন? লেকিন ইহাতে ছওয়াল করিবারই বা কি আছে? আর তাজ্জব হইবারই বা কি আছে। খুঁটিতে কুওত থাকিলে কি না হইতে পারে!

তিছরা বয়ানটি পাইতেছি খোদ এই দারুল হুকুমত ঢাকা হইতেই। প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে জয়দেবপুর মেশিনটুল কারখানার পয়দাওয়ার এখন শূন্যের কোঠায়। হররোজ লাখ লাখ টাকা বরবাদ হইতেছে, কর্জের সুদ বাবদ হররোজ এক লাখ টাকা দিতে হইতেছে এবং ছেরেফ বারো সাল আগের তারিখের কিছু জাল টি–এ বিল বাবদ মাত্র সাত লাখ টাকা হজম করা হইয়াছে। কারখানার হালত যখন এই তখন জয়দেবপুরে কারখানার সীমানার অন্দরে কোয়ার্টার থাকা সত্ত্বেও জেনারেল ম্যানেজার ছাহেব, এডিশনাল চীফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট ছাহেব, এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছাহেব, প্রোডাকশন ম্যানেজার ছাহেব, এডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজার ছাহেব এবং আরও বেশ কয়েকজন মুলাজিম ছাহেব বাস করেন ঢাকা শহরে। এবং কর্পোরেশনের ভাড়া করা বাড়িতে। সেখান হইতে কর্পোরেশনের গাড়িতে ছওয়ার হইয়াই তাহারা হররোজ তিরিশ মাইল দূরে কারখানায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। গুজাস্তা ২০শে জুলাইয়ের রোজানা ইত্তেফাকে এই খবরটি পড়িয়া মালুম হইল যে, খুঁটির কুওতের বরকত ও ফজিলতের শায়েদ কোনও সীমাসরহদ নাই।

চৌথা বয়ানটি আসিয়াছে মানিকগঞ্জ হইতে। পুলিশের এছাই ইয়ানে এ–এস–আই

www.pathagar.com

জনাব তারাপদ বেউথা গ্রামের জনাব সাইজুদ্দীনের বিবি রওশনারা বেগমের ইজ্জতহানি করার মতলবে একরাতে ঐ বাড়িতে তিনবার হানা দেয়। লেকিন কামিয়াব হইতে না পারিয়া শেষতক রাত তিনটার সময় ঐ গ্রামের জনাব ক্ষিতীশের বিধবা বোনকে পাকড়াও করিয়া আলাদা কামরায় লইয়া যায়। লেকিন জনাব ক্ষিতীশ বাধা দেওয়ায় তাহার এই চৌথা কোশেশও বেকামিয়াব হইয়া যায়। গুজাস্তা ১৪ই জুলাইয়ের রোজানা আজাদে এই খবরটি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে, এছাই ছাহেবকে ফওরান বদলি করা হইয়াছে।

খুঁটি জিন্দাবাদ। মজবুত একটি খুঁটি না থাকিলে জনাব এছাই ছাহেবকে এইভাবে ফরিয়াদিদের নিকট হইতে আড়াল করিয়া নয়া নয়া মোকামে চরিয়া খাইবার মওকা আর কে করিয়া দিতে পারিত?

নয়ারহাটের তহশিলদার এবং সহকারী তহশিলদার ছাহেবেরও আলবত মজবুত খুঁটি আছে। নহিলে হাজিরা খাতায় ছেরেফ তিন মাহিনার জন্য আগাম দস্তখত করিয়া বেতন পাওয়া ও ছুটি জমানোর পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করিয়া ঐ তিন মাহিনা তক বেমালুম গরহাজির থাকার হিম্মত তাহারা পাইলেন কোথা হইতে? লেকিন তাহারা এবং তাহাদের খুঁটি ছাহেবান শায়েদ আন্দাজ করিতে পারেন নাই যে, নয়া উজিরে খিরাজ জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ উজারতির কছম লইয়া টুপি শেরোয়ানী না খুলিয়াই ফওরান একেবারে নয়ারহাটে গিয়া হাজির হইবেন। উজির ছাহেবের এই আচানক ছফরের খবর দিয়া গুজাস্তা ১১ই জুলাইয়ের রোজানা আজাদে বলা হইয়াছে যে, উজির ছাহেব তহশিলদার ছাহেবানকে সাসপেন্ড করিয়াছেন। তিনি যে একটি বহুত উমদা কাম করিয়াছেন তাহাতে কোনই আন্দেশা নাই।

লেকিন সাসপেন্ড হইলেই সব কিছু খতম হইয়া যায় না। প্রসিডিং হইবে, শো-কজ হইবে, আরজি জবাব হইবে তদন্ত হইবে, বিচার হইবে তারপর ফয়ছালা হইবে। লেহাজা খুঁটি ছাহেবান যদি সত্য সত্যই মজবুত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তহলিশলদার ছাহেবানের কোন ডর নাই। কোনও না কোনও ছুরতে তাহারা বিলকুল মাসুম বলিয়া সাবুদ হইয়া নোকরিতে পুনর্বহাল হইয়া যাইবেন। এবং তাবত বকেয়া বেতনও এক সঙ্গে পাইয়া যাইবেন। কেননা, খুঁটির বরকত ফজিলতের সত্যই কোনও হিসাব শুমার নাই।

আজাদ, ১১ই আগস্ট, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

রিছোয়াতের হকিকত

কুমিল্লা মোকাম হইতে একটি জবর খবর আসিয়াছে। সেখানকার জজকোর্টের এক পেশকার ছাহেব পাঁচ রুপিয়ার একখানি নোট ফাড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া জমিনের উপর ফেকিয়া মারিয়াছেন। খবরগীর বাতাইতেছেন যে, ঐ কাম করার ওয়াক্তে তিনি আগ বরাবর গরম হইয়া গিয়াছিলেন এবং গোশ্বায় বেকারার হইয়া গরগর কিছিমের একটি আওয়াজ করিতেছিলেন।

গুজাস্তা ১৬ই সেপ্টেম্বরের রোজানা ইত্তেফাকে এই খবরটি জারি হইয়াছে। উহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ঐ বদনছিব নোটখানি পেশকার ছাহেবের নিজের নয় এবং তিনি উহা হালাল রাহায় রোজগারও করেন নাই। এক উকিল ছাহেবের মহুরি উহা রিছোয়াত হিসাবে তাহার হুজুরে নিয়াজ করিয়াছিলেন। লেকিন ছেরেফ পাঁচ রুপিয়া দেখিয়া পেশকার ছাহেব বহুত বেজার হইয়াছিলেন। তাহার মেজাজ শরীফ বিলকুল বিগড়াইয়া গিয়াছিল। আর যাইবেই বা না কেন? পাঁচ রুপিয়ায় আজকাল কি হয়? বয়দা হইতে নিকলাইয়া ছেরেফ তিন ঘড়ি আগে জমিনের উপর কদম রাখিয়াছে এই কিছিমের একটি মুরগিও আজকাল ঐ কিম্মতে বিক্রয় হইতে রাজি হইবে না।অথচ মহুরি ছাহেব কিনা সেই পাঁচ রুপিয়ায় পেশকার ছাহেবের মাফিক একজন হুনর হেকমত ওয়ালা তালেবর আদমিকে খরিদ করার কোশেশ করিয়াছেন? বেআদবী বেতমিজী আর কাহাকে বলে! তাহার বুলন্দ নছিব যে, শাহী জামানা এখন আর নাই। থাকিলে ফওরান তাহার গর্দান যাইত।

আমলা ফয়লাদের দরবারে ছালামী নিয়াজ করার রেওয়াজ সেই কাদিম জামানা হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমলার প্রকারভেদ হইতে পারে। ছালামীরও প্রকার এবং পরিমাণ ভেদ হইতে পারে। লেকিন রেওয়াজ ঠিকই চালু আছে। আমির ওমরাহ, দেওয়ান বকশি, মুলাযিম-মুনছেরিম অগায়রা তামাম কিছিমের আমলার তারিফই এই সুবাদে শূনা গিয়াছে। ছালামিরও নানান কিছিমের নাম বাজারে চালু আছে। কেহ বলেন নজরানা, কেহ বলেন বকশিশ, কেহ তোহফা আবার কেহ সওগাত। ভেট, পানখরচা অগায়রা নামও শুনিতে পাওয়া যায়। ফিলহাল একটি বিলকুল নয়া নামের কথাও শুনিয়াছি। উহা হইতেছে স্পীডমানি ইয়ানে তুরন্তি রুপিয়া। ইয়ানে যে রুপিয়া নজর করা হইলে তামাম কিছিমের ফাইলের দিল খোশ হইয়া যায় এবং বহুত তুরন্ত বেগে এক টেবিল হইতে দুছরা টেবিলে ছফর করিয়া থাকে। লেকিন ইত্তেফাকের খবরগীর ছাহেব ঘুষ লফজটি যে কেন ইস্তেমাল করিলেন তাহা ঠিক মালুম করিতে পারিলাম না।

ঐ লফজটি যে এক সময় চালু ছিল তাহা ছহি বটে। লেকিন হাল জামানায় উহার তো আর কোনই রেওয়াজ নাই। শায়েদ ইংরাজ জামানা খতম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা

www.pathagar.com

মনছুখ ইয়ানে বাতিল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। কেননা, ঘুষ লফজটির সহিত ঢাকাঢাকি, ফিসফিসানী, আড়াল করা গোপন করার একটি ব্যাপার ছিল। এবং উহাই তখন মুনাছিব ছিল। কারণ মুলুক তখন আজাদ হয় নাই। গায়ের মুলুকের নাছারা হুকুমত এখানে কায়েম ছিল। লেহাজা আমলাদের সহিত আমলোকের তায়াল্লুক ছিল শোষক ও শোষিতের, মনিব ও গোলামের। শোষক তো শোষিতকে শোষণ করিবেই। মনিব তো গোলামের উপর জুলুম করিবেই। সেই শোষণ ও জুলুমের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার একমাত্র তরিকা ছিল বেশুমার তোহফা-সওগাত নজর দেওয়া। লেকিন গরীব আমলোকের সেই তওফিক ছিল না। তথাপি থোড়া বহুত অল্প সল্প দিয়া তাহারা মনিবকে খুশি করার কোশেশ করিত এবং এই কম দেওয়ার কুণ্ঠায় ও শরমে তাহারা যাহা দিত, গোপনেই দিত।মনিবও গোলামের দস্ত হইতে লইবার শরম ঢাকিবার জন্য যাহা কিছু লইতেন, টেবিলের তলা দিয়াই লইতেন। লেকিন আল্লাহর কুদরতে সেই জামানা তো বহুত আগেই গুজরাইয়া গিয়াছে।

আমরা এখন আজাদ হইয়াছি। শোষক শোষিত শোষণ অগায়রা লফজ মুলুক হইতে মনছুখ হইয়া গিয়াছে। মনিব ও গোলাম আছে বটে, লেকিন চাকা বিলকুল ঘুরিয়া গিয়াছে। এখন মনিব হইতেছে আমলোক, আর গোলাম হইতেছে আমলা ফয়লারা। লেহাজা মনিব যখন তাহার গোলামকে কোনও দস্তুরি দেয় তখন তাহাতে গোপন করার কিছুই থাকে না।

আবার গোলাম যখন ফাইল খোড়া চা-পানি খাইতে চায় বলিয়া আবদার করিয়া মনিবের নিকট হইতে কিছু আদায় করে তখনও তাহাতে লুকাইবার কিছু থাকে না। তামাম লেনদেন টেবিলের উপর দিয়াই হইতে পারে। এবং শুনিতে পাই আকছার নাকি হইতেছেও। লেহাজা ঘুষ রিছোয়াত আগায়রা সেই গুজাস্তা জামানার কোনও লফজ এখন আর আদৌ ইস্তেমাল করা যাইতে পারে না। উহা বিলকুল মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

গোলামকে অবশ্য গোলামের মাফিকই থাকিতে হয়। তাহার আখলাক খাছিয়তও সেই মোতাবেকই হইতে হয়। এবং সাধারণত তাহা হইয়াও থাকে। তবে মাঝে মধ্যে দুই একজন বেয়াড়া গোলামও আচানক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা মনিবের সামনে বেআদবী করে, ফজুল বাত বলিয়া ফেলে এবং হক্কের পাওনা পাওয়ার পরও ঘ্যান ঘ্যান করিয়া থাকে। এই কিছিমের কোনও কোনও গোলাম আবার এইছা জিয়াদা বেয়াড়া হইয়া থাকে যে মনিবের সামনেই গোশ্বা জাহির করিয়া ফেলে, পাঁচ রূপিয়ার নোট ফাড়িয়া ফেলে এবং এমনকি গরগর কিছিমের একটি আওয়াজও করিয়া থাকে। লেকিন আল্লাহ মেহেরবান। এই মুলুকের মনিব ছাহেবানের মেজাজ তিনি বহুত ঠান্ডা বানাইয়া দিয়াছেন। তাহারা হামেশা ছবর ইস্তেমাল করিয়া থাকেন।

নহিলে গোলামের সহিত পাল্লা দিয়া তাহারা যদি জিয়াদা গোশ্বা জাহির করা শুরু

www.pathagar.com

করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তামাম মুলুকে কি কারবালা কান্ডই না শুরু হইয়া যাইত। গোলাম মনিবের গাড়ি চালাইয়া বিবি লইয়া নিউমার্কেটে, বায়তুল মোকাররমে সওদা করিতে যায়, বালবাচ্চাকে মক্তবে পাঠায়, এবং দুছরা নানান কিছিমের কাম করে। মনিব পায়দল চলে এবং সেই গাড়িতে চাপাও পড়ে। মনিব গোলামের সহিত মোলাকাত করিতে যাইয়া তামাম রোজ ইন্তেজার করিয়া ওয়াপস আসে। গোলামকে ছিটে পাওয়া যায় না। গোলাম মনিবকে খত লেখে পরোক্ষ বয়ানে, কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে–দি আন্ডারসাইন্ড ইজ ডাইরেক্টেড টু ইনফর্ম হিম– তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া। কোনও সম্বোধন নাই তমিজ নাই, আজিজি নাই। মনিব দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শোনেন না। কিছুই গায়ে মাখেন না। কোনও শেকায়েত ইলজামও করেন না। মাঝে মধ্যে অবশ্য থোড়া নারাজি ও নাখোশি জাহির করিয়া থাকেন বটে, লেকিন তাহাও স্নেহের সহিত বাৎসল্যের সহিত। কুমিল্লার সেই উকিল চাহেব যেমন করিয়াছেন।

মুহুরির জবানী পেশকার ছাহেবের নোট ফাড়িয়া ফেলার খবর পাইয়া উকিল ছাহেব "বার সমিতির সভায় সর্বসমক্ষে ঐ ঘটনা ব্যক্ত করেন।" বাস ঐ পর্যন্তই। কিচ্ছা খতম। আর কোনও বয়ান নাই।

আর থাকিবেই বা কেমন করিয়া? গোলামের সহিত ঝগড়া ফাছাদ বাধাইলে মনিবের কি আর ইজ্জত থাকে? আল্লাহ মনিব ছাহেবানের হায়াত দারাজ করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

আজাদ, ৩রা অক্টোবর, ১৯৭৮।

তমদ্দুনের বালাখানায় গলিজ

আমি গুজাস্তা জামানার একজন নাকাবেল আদমি বলিয়া হাল জামানার শের দেখিলে থোড়া ঘাবড়াইয়া যাই। শায়ের ছাহেবান ফিলহাল আওরতের জেসমের কোনও কোনও খাছ এলাকার সুবাদে মরদের কলিজা ঘায়েল করা যে বয়ান দিয়া থাকেন, তাহা ছাড়া দুছরা কোনও বিষয়ে আমি তেমন কোনও বুঝ সমঝ পাইনা। লেহাজা হাল জামানার শেরের আছর হইতে আমি হামেশা পরহেজ থাকার কোশেশ করিয়া থাকি।

লেকিন ঐ কিছিমের একটি শের সেদিন কেমন করিয়া যেন আচানক পড়িয়া ফেলিলাম। এবং পড়িয়াই তাজ্জব বনিয়া গেলাম।

মহাভারতে দেখিয়াছি, সেই কোন কাদিম জামানায় সুরুজ মিয়া ইয়ানে সূর্যদেব নাবালেগ কুন্তি বিবির সহিত একবার জেনা করিয়াছিলেন। তাহার পর তাহার সুবাদে ঐ কিছিমের আর কোনও বদনাম শুনা যায় নাই। লেকিন এখন দেখিতেছি তিনি ফের ঐ কাম শুরু করিয়া দিয়াছেন। তাহার জওজিয়তে এবং দুনিয়া বিবির শেকমে এখন

www.pathagar.com

নাকি বেশুমার ফসল ও আনাজ পয়দা হইতেছে। শায়ের ছাহেব তো দেখিতেছি তাহাই ফরমাইতেছেন। তিনি আবার সুরুজ মিয়াকে জনক সূর্য এবং দুনিয়া বিবিকে জননী বসুন্ধরা বলিয়া ডাকিয়াছেন। তাহাতে মালুম হইতেছে যে, কোনও কোনও ইনছানও শায়েদ ঐ একই তরিকায় পয়দা হইয়াছে।

শেরটির নাম হইতেছে "আয় বৃষ্টি ঝেপে" এবং শায়ের ছাহেবের নাম হইতেছে বেলাল চৌধুরী। গুজাস্তা ২৫শে আগস্টের হপ্তাওয়ারি "চিত্রালী" তে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলাদেশ হইতেছে তৌহিদবাদী মুসলমানের মুলুক। সেখানে কেহ ফসল আনাজ অথবা ইনছান জানোয়ারের ঐ তরিকায় পয়দা হওয়ার কথা শায়েদ কবুল করিবে না। সুরুজ ও দুনিয়া মিয়া-বিবি হইয়া নানান কিছিমের ফরজন্দ পয়দা করিতেছে, ইহাও তাহারা মানিয়া লইতে রাজি হইবে না। হকিকতান, কোনও কোনও কওমের পৌরাণিক কিতাবের বয়ানে ঐ কিছিমের আজগুবি কিচ্ছাকাহিনী আছে বটে, এবং শায়ের ছাহেবও যে তাহার খেয়ালাতের ইন্তেজাম সেইখান হইতেই করিয়াছেন, তাহাতেও কোনও আন্দেশা নাই। লেকিন তিনি ঐ কিছিমের কোনও কিতাবের বরাত বা হাওয়ালা দেন নাই। দিলে আমার আর কিছুই বলিবার থাকিত না। এবং দেন নাই বলিয়াই আমার দিলের অন্দরে থোড়া ছওয়াল পয়দা হইতেছে।

শায়ের ছাহেব মুসলমান হইয়া মুসলমানের নজরের সামনে বোতপরস্তির ফালসফা তুলিয়া ধরিতেছেন কেন? নাকি থোড়া খোঁচা মারিয়া পরখ করিয়া দেখিতেছেন, তাহাদের ঈমান আকিদায় জারা ছা ফাটল পয়দা করা যায় কিনা?

ঐ শেরটির সহিত শায়ের ছাহেবের একখানি তসবির এবং একটি মোলাকাতের বয়ানও বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৯৫৪ সালের ইন্তেখাবে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির তরফে কাম করেন, কয়েদ হন, এবং পরে কলিকাতায় তশরিফ লইয়া যান। সেখানে জনাব বুদ্ধদেব বসুর কবিতার কাগজে সম্পাদকগিরি করেন এবং আখেরতক ছেরেফ চার সাল আগে বাংলাদেশে ওয়াপস আসেন। কলিকাতায় এবং ঢাকায় তাঁহার শেরের আনকরিব এক হালি কিতাব বাহির হইয়াছে। লেহাজা তিনি যে একজন জবরদস্ত শায়ের তাহাতে আর কোন আন্দেশা নাই।

বাংলা কবিতায় ফররুখ আহমদের অবদান কি? "তিনি একজন সত্যিকার বড় কবি। কবিতার নির্মাতা হিসেবে তিনি সত্যিই দক্ষ। যদিও তার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার মতের মিল নাও থাকতে পারে।"

বেশক! বেশক! মতের মিল থাকিবে কেমন করিয়া? তৌহিদবাদের সহিত বোতপরস্তির কি আর দোস্তি হইতে পারে?

শায়ের গোলাম মোস্তফা ও তালিম হোসেন সম্পর্কে এক ছওয়ালের জবাবে বেলাল চৌধুরী ছাহেব ফরমাইয়াছেন "স্কুলে পাঠ্য বইয়ে ছাড়া গোলাম মোস্তফার কোনও

www.pathagar.com

কবিতা পড়িনি। তালিম হোসেনের কোনও কবিতা পড়েছি বলে মনে হয় না।" মারহাবা! মারহাবা! তাহা পড়িবেন কেন? তাঁহারা তো এই মুলুকের বাশিন্দাদের দিলের কথা বলিয়াছেন। তাহাদের জিন্দেগিতে রোশনাই জ্বালাইয়াছেন। গোলামীর নিঁদ হইতে তাহাদের জাগাইয়া দিয়েছেন। তাঁহাদের কিতাব পড়িলে তো এই মুলুকের কালচারের আসল ছুরত জাহির হইয়া যাইবে। এবং তখন দুছরা কোনও কালচারের সহিত তাহার মিল মিলাপ খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল হইয়া পড়িবে! আর সেই যে সেতু না কি যেন বলে, তাহার বুনিয়াদও তো বিলকুল কমজোর হইয়া যাইবে।

গোলাম মোস্তফা ও তালিম হোসেনের সুবাদে শায়ের ছাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, কাজী এমদাদুল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, বেনজির আহমদ, শাহাদত হোসেন অগায়রা শায়ের কাতিবের নাম তিনি শায়েদ আদৌ শোনেন নাই।

শায়ের ছাহেব আর একটি খতরনাক কথা বলিয়াছেন। মাহরুম আওরতের সহিত তাআল্লুক কায়েমের সুবাদে একছওয়ালের জবাব দিতে যাইয়া তিনি ফরমাইয়াছেন– "বালিকা, মহিলা, কিশোরী সবাইকে আমি ভালবাসি,বুদ্ধদেব বসু এক সাক্ষাৎকারে এ রকম বলেছিলেন। এটা আমারও কথা। নারীর ব্যাপারে আবার বৈধ অবৈধ কি?" মারহাবা! বহুত খুব! শায়ের ছাহেব দেখিতেছি তালেবর ওস্তাদের লায়েক তালবেলেম। মা, বহুন, খালা, ফুফু, অগায়রা কেহই তাহার হাতে বেখতরা নহেন! এই কারণেই বুঝি তিনি যে কাগজের সম্পাদনা করিয়া থাকেন, সেই হপ্তাওয়ারি "সচিত্র সন্ধানী"র তামাম জেসেমে হামেশা হর কিছিমের আওরতের তসবির ছাপা হইয়া থাকে!

তাহা হইলে হাছেল কালাম কি দাঁড়াইতেছে? জনাব বেলাল চৌধুরী ছাহেব বোতপরস্তি, আমাদের শায়ের কাতিব সম্পর্কে না ওয়াকিফি, এবং জেনার আজাদীর জন্য বুলন্দ আওয়াজ লইয়া আমাদের তমদ্দুনের বালাখানায় গলিজ ছিটাইতেছেন। লেকিন আল্লাহ মেহেরবান। তামাম ইনছানকে তিনি কাবেলিয়াত দিয়াছেন তাহাদের মন মগজে, লেকিন এই গরদখোর শায়েরকে দিয়াছেন তাহার হলকমে। তাহার ঐ মোলাকাতের বয়ানের শুরুতেই বলা হইয়াছে, "তিনি যখন কথা বলেন, তখন তার গলার ভিতরের সেই প্রতিভা শব্দে ঝংকার তোলে জলতরঙ্গের মত।" ছোবহানাল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! লেহাজা আশা করা যাইতে পারে যে, জিয়াদা কিছিমের সর্দি লাগিলে যখনই তিনি থোড়া জোরে কাশিবেন, তখনই কফের সহিত তাহার তামাম প্রতিভা হলকম হইতে বাহির হইয়া যাইবে। তাহার পর আমাদের বালাখানায় গলিজ ছিটাইবার কোনও তাকত আর তাহার থাকিবে না। আল্লাহ তাহাকে ফওরান সর্দি–কাশি এনায়েত করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!

সাপ্তাহিক তকবীর, মোমেনশাহী ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

দ্বীনের তেজারতি, এক

জনাব মর্দে মুমীন ছাহেব আচানক তাঁহার কালব মুবারক এই নাচিজ নাদানের কালবের নজদিকে মোতাওয়াজ্জাহ করিলেন কেন, তাহা আমি ঠিক মালুম করিতে পারিতেছি না।

গুজাস্তা ২৮শে সেপ্টেম্বরের রোজানা আজাদে হুজুর কেবলার এক নয়া সংস্করণের বয়ান দিতে যাইয়া তিনি নিজের গোনাহগারী এবং কালবের কমজোরীর জন্য বহুত আহাজারি করিয়াছেন। এবং এরশাদ ফরমাইয়াছেন–"পাঠকদের কানে কানে একটা কথা বলে রাখি। বুজর্গ ফারাজি মুনশি সাহেব শুনেছি এদিক দিয়ে বহুত ফয়েজ হাসিল করেছেন। তাঁর কলবও বহুত কুশাদা ও জোরওয়ার। এসব কুদরতে ইযদানী ও কেরামতে–নেসবতে বায়নুন্নাসের মারেফতী ও মারেফতোত্তর উমদা বয়ান আয়েন্দা তাঁর জবানীতেই আপনারা আশা করি শুনতে পাবেন। আমি নালায়েক নিজের দায়রার বাইরে গিয়ে কলব ফেটে যাবার রিস্ক আর নিতে চাই না। আপনারা নিজগুণে আমাকে মাফ করবেন।"

আহা মর্দে মুমীন ছাহেব আমার যে তারিফ বয়ান করিলেন, সেই কাবেলিয়াত ও লিয়াকত আমি যদি হাছেল করিতে পারিতাম। আফছোছ! আফছোছ! বেশুমার আফছোছ! তামাম জিন্দেগী আমার পেরেশানীর মধ্যেই কাটিয়া গেল। মনজিলে মকছুদের ছেরেফ ঝরোকার অন্দরেই খাড়া হইয়া রহিলাম। শাহী মহলে ঢুকিবার এজাজত পাইলাম না। লেকিন মর্দে মুমীন ছাহেব নিজের সুবাদে যে আহাজারি করিয়াছেন তাহার কোনও বুনিয়াদ তো আমি আলমে আমরের কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। তিনি শায়েদ কোনও কামেল ও সালেক পীরের দামন ধরিতে পারেন নাই। নহিলে ছিনা ছাফ করিয়া কালবের কুওত বাড়াইয়া জমিরের রোশনি, রূহের তরক্কি এবং কুদরতে ইযদানীর ফয়েজ হাছেল করা তো তেমন কোনও মুশকিলের কথা নয়! আহা! তাঁহার মাফিক কত ছায়েলই না ঐ রূপ গমগিন হালতে দিলের দরদি দিলে চাপিয়া দিন গুজরান করিতেছেন।

হকিকাতান এই রাহায় রাহাগীর হইতে হইলে কিছু তরতিব মানিয়া চলিতে হয়। যে তেজারতির যে দস্তুর। দুনিয়া ও আখেরাতের ভালাই একই সঙ্গে হাছেল করা নেহাত মামুলী কাম নহে। আমি নিজে বহুত রোজ তক দেখিয়া ও ঠেকিয়া থোড়া বহুত যে এলেম হাছেল করিয়াছি, আমলোকের এবং খাছ করিয়া গমগিন ছায়েলেদের আছানির জন্য তাহা মুখতছব বয়ান করিতেছি।

মকতব মাদ্রাসা অথবা স্কুল কলেজ হইতে জিয়াদা এলেম কালাম হাছেল করিয়া এই তেজারতিতে আসা বিলকুল মুনাছিব নহে। তাহাতে নানান কিছিমের খতরা ও

www.pathagar.com

কোওট পয়দা হইতে পারে। কোনও ছুরতে নাম দস্তখত করিতে পারিলেই বেহেতর। না পারিলে জিয়াদা বেহেতর। ছেরেফ আঙ্গুলের নিশানী মারিতে পারিলেই সবচেয়ে উমদা হয়। দুছরা শর্ত হইতেছে এই যে, বিলকুল বেগুনাহ হালতে এই রাহায় কদম বাড়ানো জায়েজ নহে। তাহাতে ঘর সংসারে ওয়াপস হইয়া দুছরা পাঁচজন আমলোকের মাফিক মামুলী জিন্দেগি ইস্তেমাল করার লালচ আসিতে পারে। এবং তাহাতে তামাম তেজারতি পয়মাল মিসমার হইয়া যাইতে পারে। লেহাজা কোনও ফৌজদারী ইলজাম, তোহমত বা বদকারীর লকব লইয়া আসিতে পারিলে ভাল হয়। জবর ফিলশানি, ঘর জ্বালানি অথবা রাহাজানির মামলায় আসামী হইয়া থোড়া রোজ কয়েদ খাটিয়া আসিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কেননা তাহাতে দিলের অন্দরে পস্তানী পয়দা হইয়া তাহার রোশনিতে কালব কোশাদা ও মজবুত হইয়া থাকে। তখন আর এমন কি জেকরে জলি ইস্তেমাল করিতে অথবা জিয়াদা তাকতের তাওয়াজ্জোহ কবুল করিতেও কোনও তকলিফ হয় না।

এলেম ও ইলজামের এই দুই দায়রা হাছেল করার পর তিছরা মোকামে দাখিল হইতে হয়। ইয়ানে মাজার জিয়ারত করিতে হয়। না কোনও খাছ মাজার নয়। যেখানে যত মাজার দরগা চশমা তাকিয়া মকবেরা অগায়রা আছে তাহা সবই জিয়ারত করিতে হইবে। এই কামে কমছে কম এক বরছ গুজরাইয়া দিতে হইবে। কোনও কোনও তরিকায় অবশ্য দুই বরছের রেওয়ায়েত আছে। লেকিন অধিকাংশ বুজর্গানে দ্বীন এক বরছের পক্ষে তাহাদের রেজামন্দি জানাইয়াছেন। লেহাজা মালুম হইয়া যাইতেছে যে, এক বরছও চলিতে পারে। লেকিন দুই বছর হইলে বেহেতের হয়। এই জিয়ারতের মোকামে কায়েম থাকার সময় কয়েকটি ছওয়ালের দিকে খাছ নজর রাখিতে হইবে। লেবাছ পোশাক ভিখমাঙোয়ার মাফিক হইতে হইবে। চোখে মুখে দীওয়ানার মাফিক গায়ের দুনিয়াবী খেয়ালাতের আলামত ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এবং হরেক মশহুর মাজার কমছে কম তিন মরতবা জিয়ারত করিতে হইবে। এই সময়ের অন্দরে ইনশাল্লাহ বহুত মুরীদ মোতেকাদ এবং ছায়েল উমেদার জুটিয়া যাইবে।তাহারা নানান কিছিমের ফয়েজ ও বরকতের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে। লেকিন তাহাদের তেমন পাত্তাও দেওয়া যাইবে না আবার আশকারাও দেওয়া যাইবে না। ছেরেফ মাঝে মধ্যে দুই একজনের দিকে চাহিয়া থোড়া ছা মুচকি হাসিয়া আবার ফওরান গম্ভীর হইয়া যাইতে হইবে। তামাম লোক রুপিয়া পয়সা আনার মিঠাই অগায়রা নজর দিতে কোশেশ করিবে। লেকিন হুঁশিয়ার এই সময় ছবর এক্তিয়ার করা খুবই জরুরী। দুই একজনের দস্ত হইতে – সে দস্ত নওজোয়ান আওরতের হইলেই বেহেতের হয়– দুই একটি আনার কিংবা মিঠাই তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। লেকিন কয়েক ঘড়ি বাদ আবার দুছরা একজনের দস্ত হইতে-সে দস্ত মরদের হইলেও ওজর নাই – নজরানা

www.pathagar.com

তুলিয়া লইয়া জমিনের উপর ফেঁকিয়া মারিয়া বিড়বিড় করিয়া আওয়াজ করিতে করিতে দূরে সরিয়া যাইতে হইবে। এই মোকামে এক বরছ বা দুই বরছ যখন খতম হইয়া আসিবে তখন মাজারে বা দরগায় চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে আচানক এলহু অথবা ইল্লাল্লাহু বলিয়া বিকট আওয়াজ সহকারে চিল্লাইয়া উঠিতে হইবে। কাছেনজদিকে লোকজন থাকিলে এবং ফায়দা হইবে বলিয়া মালুম হইলে গোঙাইতে গোঙাইতে বেহুঁশ হইয়া জমিনের উপর গিরিয়াও পড়া যাইতে পারে।

এই মোকাম ফতেহ হওয়ার পর আসল মনজিল বহুত নজদিকে বলিয়া মালুম হইতে পারে। লেকিন হুঁশিয়ার! সেই মনজিল এখনও বহুত দূরে! এলেম, ইলজাম এবং জিয়ারতের মোকামের পর চৌথা মোকাম হইতেছে লেবাসের মোকাম। এই মোকামে দাখিল হইয়া ভিখ মাঙোয়ার লেবাছ ছাড়িয়া পরহেজগারির লেবাছ পিন্দিতে হইবে। পায়ে পয়জার, জেসমে জোব্বা, গলায় হাজার দানার মোটা তছবিহ, মুখে নুরানী হাসি, চোখে সুর্মা এবং মাথায় তাজ ও পাগড়ি। এই সুবাদে জিয়াদা নছিহতের শায়েদ জরুরত নাই। লেকিন লেবাসের ষ্টাইলটি আরব মুলুকের মাফিক হইলেই বেহেতর হয়।

ইহার পরের মোকাম হইতেছে এছমের মোকাম। এখানে আসিয়া পুরানা নাম বদল করিয়া নয়া নাম কায়েম করিতে হয়। নজিবর বিশ্বাস, মুজিবর মন্ডল, কিংবা আকবর ঢালী অগায়রা যে নামই বাচপান হইতে কায়েম থাকুক না কেন, তাহাতে কাম চলিবে না। নেহায়েত মোহাব্বত থাকিলে মূল নামটি বহাল রাখা যাইতে পারে বটে, লেকিন উহার আগে পিছে আরও অনেক লকব যোগ করিতে হইবে। একটি মিছাল দিলেই শায়েদ ব্যাপারটি খোলাছা হইয়া যাইবে। যেমন হাদিয়ে জামান, ফখরে মিল্লাত, মুর্শিদে কামেল, হজরতুল আল্লামা, ইমামুল মাশায়েখ, শাহ, সৈয়দ, মুফতী, মওলানা মোহাম্মদ নজিবর রহমান আল বায়হাকী, আর রহমানি, আল চিশতী, আল কাদরী, আল বাগদাদী।

লেকিন হুঁশিয়ার! এছমে শরীফ যেন জিয়াদা লম্বা না হয় (তাহা হইলে রোজানা আখবারে ইশতেহার জারি করিতে জিয়াদা খরচ পড়িবে)। আবার জিয়াদা খাটোও না হয়। (তাহা হইলে মুরীদ মোতেকাদের দিলে কাফি তমিজ পয়দা হইবে না)।

আজ এইখানেই খতম করি। এক মজলিসে জিয়াদা ছবক জারি করিলে মর্দে মুমীন ছাহেবের মাফিক যাহাদের কালব নেহায়েত নাজুক ও জয়িফ, তাহাদের কালব আবার ফাটিয়া যাইতে পারে। আল্লাহ চাহেত আয়েন্দা হপ্তায় দুছরা ছবক জারি করার কোশেশ করিব।

আহ্লাদ, ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

দ্বীনের তেজারতি, দুই

আপনাদের শায়েদ ইয়াদ আছে যে, দ্বীনের তেজারতিতে কামিয়াবীর মনজিলে দাখিল হইতে হইলে যে সকল মোকাম পার হইয়া যাইতে হয় গুজাস্তা হপ্তায় আমি তাহার পয়লা পাঁচটির তারিফ বয়ান করিয়াছিলাম। ঐ পাঁচটি মোকাম হইতেছে এলেম, ইলজাম, জিয়ারত, লেবাছ ও এছম।

এই পাঁচ মোকাম হাছেল করার পর নিজের নামের সহিত "পীর" লকবটি যোগ করা যাইতে পারে। লেকিন হুঁশিয়ার উহা কখনও খোদগরজী হইয়া করা যাইবে না। তাহা হইলে আমলোক উহা সহজে মানিয়া লইতে চাহিবে না। এমন কি কেহ কেহ উহাকে খোদজারি ইয়ানে সেলফ ষ্টাইল্ড বা স্বঘোষিত বলিয়া মশকারাও করিতে পারে। খাছ করিয়া এই আখেরী জামানায় যখন ইংরাজি পড়িয়া লোকের ঈমান-আমান বিলকুল জয়িফ হইয়া গিয়াছে। লেহাজা বহুত আকেলমন্দীর সহিত ছবর এক্তিয়ার করিতে হইবে। অবশ্য ছায়েল-উমেদার অগায়রা আমলোকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ এবং ঘনঘন পীড়াপীড়ির ফলে লাচার হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষতক আলহামদুলিল্লাহ বলিয়া উহা কবুল করা যাইতে পারে। লেকিন ফের হুঁশিয়ার! এই সুবাদে কোনও রকম খুশি বা খেশানুদী জাহির করা যাইবে না। বলকে নেহাত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিতে হইবে- হায়! আমি আবার পীর! নূরে ইজদানীর জারা ছা জারা আমার কালবে তশরিফ আনিয়াছে সত্য, লেকিন তাহার ইজ্জত ও মেহমানদারী করার মত হিম্মত আমার কই! পানাহ দে! পানাহ দে! অতঃপর চোখ বন্ধ করিয়া কয়েক লহমা খামোশ থাকিয়া আচানক বিকট আওয়াজ করিয়া বলিতে হইবে- ইল্লাল্লাহ!

ইহা হইতেছে কবুলিয়তের মোকাম। এই মোকাম খুব সহজ বলিয়া মালুম হইতে পারে। লেকিন আসলে ইহা খুব সহজ নয়। অনেক নালায়েক উমেদার এই মোকামে আসিয়া আচানক নাছবুর হইয়া পড়ে। তাহার নতিজায় তাহার আগের পাঁচ মোকামের তামাম মেহনতই বিলকুল মাটি হইয়া যায়। লেহাজা এই মোকামে বহুত হুশিয়ার ও দানেশমন্দীর সহিত কদম বাড়ানোর তাকিদ আছে। এখান হইতে সরাসরি আখেরী মনজিলে ইয়ানে ইস্তেমালের মোকামে যাওয়া যাইতে পারে এবং অনেকে সেইরূপ করিয়াও থাকেন। লেকিন কোনও কোনও রাওবী ইহার ঘোর বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই তরিকা বিলকুল দুরস্ত নহে। দরমিয়ানে ইন্তেজামের মোকাম নামে আর একটি মোকাম হাছেল করিয়া লইতে হয়। নহিলে আখেরে নানান কিছিমের হরক পয়দা হইয়া থাকে এবং বড়ই পস্তাইতে হয়। যদিও এই সুবাদে রাওবীদের অন্দরে মুনাজেরা ইয়ানে মতভেদ রহিয়াছে, তথাপি ইন্তেজামের মোকাম হাছেল করার পরই

www.pathagar.com

ইস্তেমালের মোকামে যাওয়া বেহেতর এবং মুনাছিব বলিয়াই মনে হয়। কেননা, তাড়াহুড়া করিয়া কোনও কাম করিলে তাহার নতিজা কখনই ভাল হয় না। দের আয়ে দূরস্ত আয়ে। কামেলিয়াত ও রূহানিয়াতের দায়রায় ইহা আরও বেশী করিয়া সত্য।

ইস্তেজামের মোকাম হইতেছে ঐ মোকাম যেখানে দাখিল হওয়ার পর তেজারতির ধরণ-ধারণ, কায়দা-কানুন অগায়রা সম্পর্কে আগাম মনছুবা বানাইয়া লইতে হয়। হুজরা একটি হইবে না একাধিক হইবে, কোথায় কোথায় হইবে, খলীফা কয়জন থাকিবে, কোথায় কোথায় থাকিবে এবং কে কে থাকিবে অগায়রা তামাম বিষয়ে উমদা তরিকার শলা-পরামর্শ করিয়া আগাম ফয়ছালা করিয়া লইতে হইবে।

কোনও কোনও পীর ছাহেব গুজাস্তা জামানার রেওয়াজ মোতাবেক নিজের হাবেলিতে ছেরেফ একটি হুজরা কায়েম করিয়া থাকেন। দুছরা কোনও হুজরার ইন্তেজাম রাখেন না। লেকিন ইহা বিলকুল গলত তরিকা। কেননা, ইহার ফলে একদিকে যেমন আমদানী কমিয়া যায়, দুছরা দিকে তেমনি মুরীদ মোতেকাদেরও বহুত তফলিফ হয়। লেহাজা ঢাকা, চাটগাম, রাজশাহী, খুলনা ছাড়াও দুছরা কোনও কোনও শহরেও হুজরা কায়েম করা ফিলহাল খুবই জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। নিজের গ্রামে হুজরা কায়েম করার ছওয়ালটি অবশ্য খুবই নাজুক। না করিলেও লোকে সন্দেহ করিবে আবার করিলেও শরমিন্দার হালতে গিরিফতার হওয়ার আশংকা থাকিবে। কেননা, ছেরেফ ফিলছানির কেসে আপনার জেল খাটিবার সংবাদই নহে, বলকে ওয়ালেদ ছাহেবও যে গরু চুরির কেসে এক মরতবা জেলে গিয়েছিলেন সেই সংবাদ ঐ এলাকার কাহারও অজানা নাই। অবশ্য ডাকাত হইতে আউলিয়া হওয়ার নজীর যে তাওয়ারিখে নাই তাহা নহে। লেকিন দেহাতী আমলোক তো তাহা জানে না। এবং জানাইতে গেলেও শায়েদ উলটা বুঝিয়া বসিবে। অথচ একেবারে কিছু না করিলেও খারাপ দেখা যাবে। লেহাজা একটি মাদ্রাসা এবং একটি টেম্পোরারি হুজরা সেখানে করা যাইতে পারে। শুধু হুজরা করিতে গেলে লোকের নজরে বেশি করিয়া পড়িবে বলিয়াই মাদ্রাসার এই বোরখার প্রয়োজন।

হুজরার ছওয়াল ফয়ছালা হওয়ার পর খলীফা বাছাই করিতে হইবে এবং এই ছওয়ালটি খোড়া জিয়াদা গত্তর করিয়া দেখিতে হইবে। ফালতু ফজুল নালায়েক আদমিকে কোনও মতেই খলীফা করা যাইবে না। পীরের ইজ্জত হুরমত এবং সঙ্গে সঙ্গে আমদানী বাড়াইতে পারে এই কিছিমের আদমি বাছাই করিয়া খলীফা কায়েম করিতে হইবে। তাহারা যাহাতে চালচলনে ও লেবাছে পোশাকে আমলোকের নজরে ইজ্জতমন্দ আদমিবলিয়া সাবুদ হইতে পারেন সেজন্য বাজার দরের প্রতি খেয়াল রাখিয়া তাহাদের দস্তুরের রেট ধার্য করিতে হইবে। তাহা ছাড়া রইছ কিছিমের আদমিকে মুরিদ বানাইতে পারার জন্য এবং বড় বড় আমদানীর জন্য স্পেশাল

www.pathagar.com

বোনাসেরও বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। নহিলে একদিকে যেমন জারিজুরি ফাঁস হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকিবে, দুছরা দিকে তেমনি মুনাফার রেস্ত পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলিবে। ফলে তেজারতি বিলকুল মন্দা এবং এমন কি বন্ধও হইয়া যাইতে পারে। তদুপরি হেনস্তা হেকারত বেইজ্জতি মারধর জেল জরিমানা অগায়রা গায়ের কামেলিয়াতের রাহাও খুলিয়া যাইতে পারে। লেহাজা এই সুবাদে বহুত বহুত হুঁশিয়ারি, আক্কেলমন্দী ও দানেশমন্দী ইস্তেমাল করিতে হইবে।

এই ইন্তেজামের মোকামে দুছরা যে ছওয়ালটির দিকে খাছ নজর দিতে হইবে, তাহা হইতেছে মুরিদানের রেস্ত ও দুনিয়াবী তওফিক–হালহকিকত। দুনিয়ার কোনও চিজ মুফতে পাওয়া যায় না। লেহাজা যাহার রেস্ত নাই, অথবা দুছরা কোনও কিছিমের হিম্মত নাই, তাহার কামেলিয়াত ও রূহানিয়াতের ফয়েজ বা বরকত পাওয়ারও কোনও হক নাই। এই ওছুল সামনে রাখিয়াই মুরিদ বাছাই করিতে হইবে। গরীব মিসকীনকে মুরিদ করা যাইবে না। এই কিছিমের উমেদার হইতে হামেশা পরহেজ থাকিতে হইবে। তবে নেহায়েত যদি কেহ নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার চোখে মুখে দুই একটি ফুঁক দিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বড় বড় সরকারী মূলাজিম, বড় বড় সওদাগর শিল্পপতি, জাহাজের মালিক অগায়রা কিছিমের তামাম আদমিকে মুরিদ করার কোশেশ করিতে হইবে। ফিলহাল যাহারা দুবাই আবুধাবী কাতার অগায়রা জায়গা হইতে ওয়াপস আসিয়াছে তাহাদের দিকে খাছ নজর রাখিতে হইবে। আসলে কোন কোন শহরে কাহাকে কাহাকে মুরিদ করিতে হইতে তাহার একটি ফিরিস্তি আগেই বানাইয়া ফেলা বেহেতর।

মুখতছরভাবে ইহাই হইতেছে ইন্তেজামের মোকামের কাম। আয়েন্দা সপ্তায় ইনশাল্লাহ আখেরি মনজিল ইয়ানে ইস্তেমালের মোকামের খাছিয়ত বয়ান করিব।

আজাদ, ২০শে অক্টোবর, ১৯৭৮।

দ্বীনের তেজারতি, তিন

গুজাস্তা দুই হপ্তায় আমি দ্বীনের তেজারতির বিভিন্ন মোকামের বয়ান দিয়াছি। আজ আখেরী মোকাম ইয়ানে ইস্তেমালের মোকামের খছিয়ত বয়ান করিব।

এই তেজারতির মাফিক মুনাফাদ্রার তেজারতি আর নাই। ক্যাপিটাল লাগে না, কারখানা লাগে না, এবং দুছরা কোনও পেরেশানীও পোহাইতে হয় না। যাহা আমদানী হয়, তাহার ষোল আনাই মুনাফা। এবং বাড়তি ফয়দা হইতেছে এই যে এই তেজারতিতে কোনও ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, ফিনান্স ট্যাক্স অগায়রা কিছুই দিতে হয় না। কোনও লাইসেন্স পারমিটেরও জরুরত হয় না। এবং এই কারণেই এই

www.pathagar.com

তেজারতি থোড়া জিয়াদা হুঁশিয়ারির সহিত করিতে হয়।

আমাদের মুলুকের আমলোক পীর ছাহেবানের নিকট হইতে থোড়া কেরামতি বুজরুকি আশা করে। এবং উহাকেই তাহারা কামেলিয়াতের প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লয়। আসল ওলী আল্লাহ যে সস্তা কেরামতির ধার ধারেন না তাহা তাহারা সহজে বুঝিতে চাহে না। লেহাজা পয়লা কদমে দুই একটি চটকদার কেরামতি দেখাইয়া দিতে পারিলেই কেল্লা ফতেহ হইয়া যাইবে। লেকিন কেরামতি তো আর গাছের মেওয়া নয় যে ইচ্ছা হইলেই ছিঁড়িয়া আনা যাইবে। উহার জন্য বহুত মেহনত করিতে হয়।

এই সুবাদে জনৈক খানদানী পীর যে তরিকার কেরামতি দেখাইয়া থাকেন তাহা বয়ান করিলেই ছবকটি শায়েদ খোলাছা হইয়া যাইবে। তিনি যাহার উপর কেরামতি ইস্তেমাল করিতে চাহেন তাহার সম্পর্কে গোপনে খোঁজ খবর লইয়া থাকেন। ঐ আদমির হয়ত প্রমোশন আটকাইয়া আছে, কিংবা তাহার বিবি দুছরা কোনও মরদের সহিত আশনাই করিতেছে কিংবা তাহার কোনও লাড়কা বোবা হালতে আছে কিংবা তিনি জাহাজ খরিদ করিতে যাইতেছেন অগায়রা আগায়রা। এই কিছিমের তামাম খবর জোগাড় করার পর পীর ছাহেব পয়লা মোলাকাতেই তাহাকে হালকাভাবে বলিয়া থাকেন-তুই তো দেখিতেছি বহুত পেরেশানীর মধ্যে আছিস রে বেটা। তোর লড়কা তো কথা বলার জন্য বিলকুল তৈয়ার। লেকিন তুই নিজেই তো তাহাকে ইন্তেজারেরমধ্যেরাখিয়া দিয়াছিস।

বাস কেল্লা ফতে। আর যায় কোথায়। যত বড় দর্জার সওদাগর এলেমদার বা আমীর ওমরাহ হউন না কেন ঐ আদমি এক লহমায় পীর ছাহেবের কদমের উপর পড়িয়া যান।তখন তাহাকে মুরিদ বানাইতে কিংবা তাহাকে দিয়া দুছরা কোনও কাম করাইয়া লইতে আর কোনই অসুবিধা থাকে না। পীর ছাহেব অবশ্য খুবই হুঁশিয়ার আদমি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বোবা লাড়কার কথা বলার নোসখা বাতাইয়া দেন না। হাতে রাখিয়া ইশারায় ইঙ্গিতে বাতচিত করিয়া থাকেন। মুরিদ ছাহেব ইতিমধ্যে ঘনঘন হুজরায় যাতায়াত করিতে থাকেন এবং পীরভক্তির নানান কিছিমের প্রমাণ দেওয়ার কোশেশ করিয়া থাকেন। পীর ছাহেবও এই মওকায় তাহার নিকট হইতে তাহার তামাম গোপন খবর জানিয়া লন। তারপর তাহার দিলে যখন একিন পয়দা হয় যে, এই মুরিদের তৌফিক আছে এবং তাহার দ্বারা কোনও মুছিবত পয়দা হইবে না তখন তিনি আসল কথা ভাঙ্গেন। ইয়ানে বোবা লাড়কার জবান ফুটাইতে হইলে কত ভরি সোনা, কত রতি ওজনের ইয়াকুত এবং কত হাজার টাকা নগদ লাগিবে তাহার একটি ফিরিস্তি দেন। মুরিদ ছাহেব থোড়া আমতা আমতা করিলেও তখন আর তাহার ফিরিয়া আসার কোনও পথ নাই। লেহাজা তিনি রাজি হইয়া যান। বড়জোর তিনি কিছুদিনের সময় চাহিতে পারেন এবং পীর ছাহেব উহাতে ফওরান রাজি হইয়া যান।

www.pathagar.com

যে সকল আদমির থোড়া হুনর-হেকমত বা আকেলমন্দী আছে তাহারা এই মনজিল তক আসিয়া খামোশ হইয়া যায়। পীর ছাহেবের আসল ছুরত এবং আখলাক-খাছিয়ত তাহাদের চোখের সামনে দিনের আলোর মাফিক খোলাছা হইয়া যায়। লেহাজা দ্বীনের তেজারতির জন্য এই কিছিমের মুরিদান বড়ই খতরনাক। কেননা, তাহারা নিজেরা তো পীরের হক্কের হাদিয়া উশুল করেই না, অধিকন্তু বদনামী করিয়া দুছরা অনেক রইছ মুরিদ ও হবু-মুরিদকে ভাগাইয়া দেয়। এই কারণে ঐ খানদানী পীর ছাহেব পয়লা মওকাতেই তামাম মুরিদের মাথায় কোরআন শরীফ দিয়া কছম করাইয়া নেন যে তাহারা কখনই কোনও কথা প্রকাশ করিবে না।

লেকিন খোশ খবর হইতেছে এই যে ঐ কিছিমের হুনর হেকমত ওয়ালা এবং আকলমন্দ আদমির সংখ্যা খুবই কম এবং যেহেতু যাবতীয় প্রভাবের মধ্য ধর্মীয় প্রভাবই সর্বাপেক্ষা প্রবল সেহেতু অধিকাংশ মুরিদই যথাসময়ে সোনাদানা ও টাকা পয়সা লইয়া পীরের হুজরার গিয়া হাজির হয়। পীর ছাহেব খুশি হইয়া মুরিদের মোহাব্বতের এই হাদিয়া কবুল করেন এবং বিড়বিড় করিয়া দোয়া দরুদ পড়িয়া মুরিদের চোখেমুখে ফুঁকিয়া দেন। তাঁরপর রহস্যময় ভাবে মুচকি মুচিক হাসিয়া বলেন-আচ্ছা বেটা, এই মাল আমি যদি মিসকীনদের মধ্যে বিলাইয়া দিই কিংবা দরিয়ায় ফেলিয়া দিই কিংবা দুছরা কোনও ছুরতে ছদকা দিই তাহা হইলে তোর কোনও ওজর আছে?

মুরিদ আর কি জবাব দিবে? তাহাকে হাসিমুখে বলিতেই হয়-না হুজুর। আমার কোনও ওজর নাই। আপনার যাহা মর্জি হয় তাহাই করিতে পারেন। ঐ মালের উপর আমার কোনই দাবী নাই।

শুনিয়াছি কোনও কোনও পীর নাকি ছেরেফ মুখের কথাতেই সন্তুষ্ট হন না। পাকাপোক্তা একটি জবানবন্দিও লিখাইয়া নেন। কেননা যে দিনকাল পড়িয়াছে এবং মানুষের ঈমান আমান যেভাবে জঈফ হইয়া গিয়াছে তাহাতে ছেরেফ মুখের কথার উপর আজকাল আর তেমন নির্ভর করা যায় না।

এদিকে দিন যায় মাস যায় এবং এমনকি বছরও গুজরাইয়া যায়। লেকিন বোবা লাড়কার জবান আর খোলে না। পীর ছাহেব সরাসরি কিছুই বলেন না। তবে ঈশারা ইঙ্গিতে জানাইযা দেন যে সবই আল্লাহর হাতে। মুরিদও আর কোনও ছওয়াল করেন না। ছওয়াল করার তামাম ক্ষমতাই তাহার হারাইয়া গিয়াছে। তিনি পীরের খরিদা গোলামে পরিণত হইয়াছেন। পীর ছাহেব যাহা হুকুম করেন তিনি বিনা ওজরে বিনা ছওয়ালে তাহাই করিয়া থাকেন।

দ্বীনের তেজারতিতে কামিয়াবী হাসিল করিতে হইলে এই কিছিমের কিছু মুরিদ পয়দা করা বলাবাহুল্য খুবই জরুরী। এই কিছিমের পীর ছাহেবান সাধারণত পাঞ্জেগানা

www.pathagar.com

নামাজ পড়েন না, তবে নামাজের ওয়াক্তে থোড়া ঘড়ি চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন। পরে এলান করিয়া দেন যে, তিনি কাবা শরীফ হইতে নামাজ আদায় করিয়া আসিলেন। লেকিন হুশিয়ার, জিয়াদা বেলায়েত হাছিল না করিয়া এইভাবে কাবা শরীফে নামাজ পড়িতে গেলে তাহার নতীজা কখনও কখনও খুবই খতরনাক হইয়া পড়িতে পারে।

এক পীর ছাহেব এই ভাবে চোখ বন্ধ করিয়া কাবা শরীফে নামাজ আদায় করার সময় আচানকদুর হ দুর হ বলিয়া জোরে আওয়াজ করেন। এবং পরে জানান যে একটি কুত্তা কারা শরীফে ঢুকিতেছিল বলিয়া তিনি উহা তাড়াইয়া দিলেন। অতঃপর খানার ইন্তেজাম হইল। পীর ছাহেব ভাতের বর্তন সামনে লইয়া না খাইয়া বসিয়া রহিলেন। বাড়ির মালিক এবং পীর ছাহেবের নয়া মুরিদ হাত জোড় করিয়া বহুত আজিজী করিয়া এবং কসুরের মাফি মাঙ্গিয়া খাইতে অনুরোধ করিলে পীর ছাহেব মুচকি হাসিয়া কহিলেন–আরে বেটা! তুই তো ছালুন দিতেই ভুলিয়া গিয়াছিস।

এই কথা শুনিয়া মুরিদ ছাহেব এক দৌড়ে অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন এবং একখানি সাড়ে তিন হাতি লাঠি আনিয়া দুই হাতে ধরিয়া তাহা পীর ছাহেবের মাথায় গর্দানে ও পিঠে সজোরে ইস্তেমাল করিতে লাগিলেন। ভন্ড শয়তান! তুই এখানে বসিয়া কাবা শরীফের কুত্তা দেখিতে পাইলি আর ভাতের নীচে যে ছালুন দিয়া রাখিয়াছি তাহা তুই দেখিতে পাইলি না।

লেহাজা হুশিয়ার! লোকের ঈমান আমান আজকাল খুবই কমজের হইয়া গিয়াছে।

আজাদ, ২৭ শে অক্টোবর, ১৯৭৮

বাংলা জবানের আলফাজ

বদলা, ওয়াদা, তাজ, তলোয়ার, বারুদ, বদনাম অগায়রা আলফাজ কোন জবান হইতে আসিয়াছে? এই মুলুকের আমলোক কি উহার মানে মতলব মালুম করিতে পারে? রোজানা জিন্দেগির কায়কারবারে তাহারা কি উহা ইস্তেমাল করিয়া থাকে?

লফজগুলি যে আরবী ফারসী জবান হইতে আসিয়াছে, তাহা শায়েদ আর না বলিলেও চলে। লেকিন বাংলা জবানের সহিত এখন উহা এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে, আলাহিদা করিয়া চিনিবারই আর কোনও উপায় নাই। বাংলাদেশের আমলোক উহা ছেরেফ মালুমই করিতে পারে না, বলকে হরহামেশা ইস্তেমালও করিয়া থাকে। লেহাজা এবতেদা যেখান হইতেই হউক না কেন, এইগুলি এখন বাংলা জবানেরই লফজ। কেননা, জনাব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন–"আমরা যা বলি, আরবী, হিন্দী, গ্রীক, হিব্রু, ফারসী, ইংরাজি, ফরাসী বা যা কিছুই হোক না কেন তাই বাংলা ভাষা।"

www.pathagar.com

লেকিন সেই বাংলা ভাষা ইস্তেমাল করিলে তাহা হীনমন্যতার পরিচায়ক হইবে কেন? জনৈক এলমদার বুজর্গ ফরমাইতেছেন আলবত হইবে। ফিলহাল "রোববার" নামে যে একখানি নয়া হপ্তাওয়ারি কাগজ বাহির হইয়াছে, তাহাতে গুজাস্তা ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি ঐ এরশাদ ফরমাইয়াছেন। ফিলিমের সুবাদে বয়ান করিতে যাইয়া তিনি এই "হীনমন্যতা কেন?" হেডিং দিয়া ফরমাইয়াছেন–

"বদলা, ওয়াদা, তাজ ও তলোয়ার, বদনাম, বারুদ ইত্যাদি নামের ছবির সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সেই পাকিস্তান আমলে আমরা এই ধরণের নামের ছবির সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। এবং এক সময় ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিলাম বলা চলে।

স্বাধীনতার পর আমরা মনে করলাম, এবার প্রত্যাবর্তনের পালা এসেছে, নিজের অঙ্গনে ফিরে যেতে পারবো। নিজেকে চেনাজানার সুযোগ হবে।চলচ্চিত্র জগতের প্রথম দিককার হাওয়া তেমন একটা আভাসও দিয়েছিলো। কিন্তু হাওয়া ঘুরতে সময় নিলো না। আবার বোধ করি সেই দিকেই আমরা পা বাড়াচ্ছি। আশ্চর্য, ব্যবসা নামক বস্তুটি এমন, তা যে নিজের অস্তিত্বের ভিতে আবাদ (আঘাত?) করছে, সেদিকেও থোড়াই কেয়ার করছি আমরা। ছবির নামের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে আমরা দেউলিয়া হয়ে গেছি। আমাদের ভাষার ভাঁড়ারে শব্দের শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চলচ্চিত্র জগত এটা প্রমাণিত করার চেষ্টা করছে বলে মনে হয়। এই হীনমন্যতার অবসান যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই মঙ্গল।"

বুজর্গ ছাহেব পাকিস্তান আমলে ঐ ধরনের নামের ফিলিমের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। লেকিন ফিলিমের নামের ঐ লফজগুলি যে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার বহুত আগে হইতেই বাংলাদেশের মুসলমানদের জবানে ও কলমে এন্তার চালু ছিল সে সংবাদ তিনি শায়েদ এখনও পান নাই। পাইলে ঐ লফজগুলির সহিত পাকিস্তানের একটি মৌরসী রিশতাদারী আবিষ্কার করিয়া তিনি আলবত অমন করিয়া বগল বাজাইতেন না। কোনও লফজের উপর কোনও মুলুকের বা কোনও কালচারের যে কোনও লাখেরাজ মোকাররারী দখলীস্বত্ব নাই তাহা শায়েদ বুজর্গ ছাহেব অবগত নহেন। থাকিলে তিনি আলবত দেখিতে পাইতেন যে, বাংলা জবানের লফজ লাঠি এবং গোলমাল বেমালুম ইংরাজি জবানে শামিল হইয়া গিয়াছে। এবং ঠিক একই তরিকায় ইংরাজি জবানের লফজ চেয়ার টেবিল বাংলা জবানে চালু হইয়া গিয়াছে। লেকিন তাহার ফলে কোনও তরফ হইতেই হীনমন্যতার কোনও শেকায়েত এযাবত শোনা যায় নাই।

www.pathagar.com

বুজর্গ ছাহেব নিজের অঙ্গনে ফিরিয়া যাওয়ার কথা, নিজেকে চেনাজানার কথা এবং নিজের অস্তিত্বের বুনিয়াদের কথা বলিয়াছেন। খায়ের। লেকিন এই সকল কালাম দ্বারা আসলে তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা কোথাও খোলাছা করিয়া বয়ান করেন নাই। তিনি যদি বাংলাদেশের জবান, বাংলাদেশের তাহজিব তমদ্দুন অগায়রা বুঝাইয়া থাকেন, তাহা হইলে থোড়া কোশেশ করিলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে যাহার বিরুদ্ধে তিনি শেকায়েত করিয়াছেন সেই লফজগুলি হইতেছে ঐ মুলুকের বাশিন্দাদের জিন্দেগানিরই একটি ছাহাম। উহার সহিত আদাওতি করিলে তিনি তাহার নিজের অঙ্গন এবং নিজের অস্তিত্বের বুনিয়াদ হইতেই ফওরান ফারাক হইয়া যাইবেন। দুছরা কোনও ফায়দা হাসেল করিতে পারিবেন বলিয়া মালুম হয় না।

বাংলা জবানের যে ভাঁড়ার ঘরের কথা বুজর্গ ছাহেব বলিয়াছেন, তাহা কোন ভাঁড়ার ঘর? এই মুলুকের বাশিন্দারা যে জবানে কথা বলে সেই জবানের ভাঁড়ার ঘর হইলে তাহার অন্দরে তো বদলা, ওয়াদা, বদনাম অগায়রা লফজ হামেশা মওজুদ থাকার কথা। লেকিন তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না কেন? তাহা হইলে কি তিনি এই মুলুকের বাশিন্দাদের ইস্তেমাল করা আলফাজ বর্জিত সংস্কৃত বহুল বাংলা জবানের ভাঁড়ার ঘরের কথা বলিতেছেন? তা সেকথা খোলাছা করিয়া বলিলেই তো তামাম ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। অতসব আগড়ম বাগড়মের আর কোনও জরুরতই হইত না।

আর হীনমন্যতা? কিসের হীনমন্যতা? কাহার হীনমন্যতা? দুনিয়ার হর জবানে দুছরা তামাম জবানের আলফাজ থোড়া বহুত হামেশাই ইস্তেমাল হইয়া থাকে। এবং এই হওয়াটাই জবানের জিন্দা থাকার আলামত। যে জবান দুছরা জবান হইতে কোনও আলফাজ আপন করিয়া লইতে পারে না, তাহা হইতেছে মুর্দা জবান। ইহাই হইতেছে রেওয়াজ। লেকিন এক জবানের আলফাজ দুছরা জবানে ইস্তেমাল হইতেছে বলিয়া হীনমন্যতার এই আজগুবি শেকায়েত আগে তো আর কখনও শুনি নাই! বাংলা জবানে বহুত রোজতক ইংরাজি লফজ চেয়ার টেবিল, হিন্দী লফজ কেরানী ও হাতিয়ার, চীনা লফজ কাগজ ও চা, পর্তুগীজ লফজ আনারস ও চাবি, এবং এমন কি গুজরাটী লফজ হরতাল হামেশা ইস্তেমাল হইয়া আসিতেছে। এখানে ছেরেফ নমুনা হিসাবে এইগুলি বয়ান করিলাম। এই কিছিমের বেশুমার লফজ বাংলা জবানে চালু আছে, লেকিন এই সুবাদে কেহ কখনও হীনমন্যতার শেকায়েত শায়েদ করেন নাই। লেকিন বুজর্গ ছাহেব করিলেন কেন? ইংরাজি, হিন্দী, গুজরাটী, পর্তুগীজ, চীনা অগায়রা কোনও লফজের সুবাদে কোনও ওজর না করিয়া বদলা, ওয়াদা, বদনাম অগায়রা আরবী ফারসী লফজের বিরুদ্ধে তিনি আচানক অমন মারমুখি হইয়া উঠিলেন কেন? ইহাতে কি তাহার নিজের হীনমন্যতাই তিনি সাবুদ করিয়া দেন নাই?

www.pathagar.com

বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর কোনও কোনও এলেমদার আদমি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, পাকিস্তান যখন খতম হইয়াছে তখন ইসলামও খতম হইয়া গিয়াছে। লেহাজা ইসলামের সহিত তাআল্লুক আছে এমন তামাম লফজের সহিত পাকিস্তানের একটি কায়েমী দখলীস্বত্ব আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহারা ঐসকল লফজকে বাংলা জবান হইতে বাতিল বেদখল করার জন্য হালুম হুংকার শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। এই বুজর্গ ছাহেব দেখিতেছি বহুত রোজ বাদ আবার সেই একই হাওয়াই রাহায় রাহাগীর হইয়াছেন।

আজাদ, ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

আবার সেই তামদ্দুনিক হামলা?

বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর এপার বাংলা ওপার বাংলার দরমিয়ানে সাংস্কৃতিক সেতু নির্মানের কাজ বহুত জোরেশোরে শুরু হইয়া গিয়াছিল। আচানক জজবা ও দিলচসপির এমন জিয়াদা বান ডাকিয়া গিয়াছিল যে, এই বাংলাদেশেই অনেকে লুঙ্গি কুর্তা ছাড়িয়া পানজাবির উপর চাদর ঝুলাইয়া দাদা কালচারের পায়রাবী করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। আর ঐ গায়ের মুলুকী কালচারের নোমায়েন্দা জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী তো "একটি সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী হামলা দ্বারা দুই বাংলার মধ্যকার বাধার প্রাচীর" ভাঙ্গিয়া দেওয়ারই হুমকি দিয়াছিলেন।

লেকিন আল্লাহ মেহেরবান। মুছিবতের ঐ আঁধার কাটিয়া গিয়াছে। তৌহিদের জিন্দেগানী মিসমার করার মতলবে মগরেবী আসমানে যে খতরনাক আঁধি উঠিয়াছিল, তাহা বরবাদ হইয়া গিয়াছে। ছদর জিয়াউর রহমান আমাদের ঈমান আকিদার বুনিয়াদকে বেরহম হামলা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। লেকিন আলামত দেখিয়া মালুম হইতেছে যে, কোনও কোনও মহল ইহাতে আদৌ খুশি হইতে পারেন নাই। সরাসরিভাবে কিছু না করিতে পারিলেও ঘুরাইয়া প্যাঁচাইয়া তাহারা এখনও সেই একই বাতিল জিগির গাহিতেছেন।

বাংলাদেশে যাহা কিছু আছে বা হইতেছে, তাহা সবই রদ্দি ও অচল। ভাল কিছু যদি থাকিতে হয়, তাহা আছে পশ্চিমবঙ্গে, ইয়ানে হিন্দুস্থানে। এই কিছিমের একটি ধারণা তাহারা সুক্ষ্মভাবে এখানে ছড়াইয়া দেওয়ার কোশেশ করিতেছেন। এই কোশেশের একটি সাম্প্রতিক আলামত হইতেছে বাংলাদশের লংপ্লে রেকর্ড। ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, এই বাংলাদেশের কয়েকজন মশহুর শায়েরের কিছু শেরের তেলাওয়াতের

www.pathagar.com

একটি লংপ্লে রেকর্ড ফিলহাল বানানো হইয়াছে। লেকিন উহার জন্য নাকিল ইয়ানে তেলাওয়াতকারী আনা হইয়াছে কলিকাতা হইতে। ঐ নাকিল ছাহেবের নাম হইতেছে জনাব প্রদীপ ঘোষ। তাঁহার চেয়ে উমদা নাকিল যে বাংলাদেশে অনেকেই আছেন, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। লেকিন যাহারা তাঁহাকে আনিয়াছেন উমদা নাকিল তালাশ করার কোনও এরাদা তাহাদের ছিল বলিয়া মনে হয় না।বাংলাদেশে কিছু নাই, যাহা আছে সবই হিন্দুস্থানে ইহা সাবুদ করাই ছিল তাহাদের মতলব। এই কিছিমের আর একটি মতলবের আলামত ফিলহাল ফিলিমের বাজারেও দেখা যাইতেছে।

জনাব সমরেশ বসু হিন্দুস্থানের একজন মশহুর কাতিব। তাঁহার পয়দা করা কিচ্ছা কাহিনীর বুনিয়াদে সেখানে অনেক ফিলিমও হইয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে, তাঁহার কিচ্ছা লইয়া ফিলিম বানাইবার জন্য বাংলাদেশের কোনও কোনও মহলও নাকি ফিলহাল দিওয়ানা হইয়া পড়িয়াছেন।

ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, আজাদীর পরপরই আমাদের এখানে যখন দাদা কালচারের জোয়ার বহিয়া যাইতেছিল, তখন ঐ সমরেশ বসু ছাহেবের "ছুটির ফাঁদে" নামক একখানি কিতাবের বুনিয়াদে এখানে একটি ফিলিম বানানো হইয়াছিল। এবং এমন কি তাহার জন্য হিরোইনও সেই হিন্দুস্থান হইতে হায়ার করিয়া আনা হইয়াছিল। ফিলহাল ঐ একই কাতিবের "নিঠুর দরদী" নামক দুছরা একটি কাহিনী লইয়াও ফিলিম বানানো হইতেছে।

কেন, বাংলাদেশে কি কাতিব, কিতাব, কিচ্ছা অথবা কাহিনীর আকাল পড়িয়া গিয়াছে? আমরা তো জানি আমাদের কাতিব ছাহেবানের হুনর-হেকমত মাশাল্লাহ দুছরা কাহারও তুলনায় কম নহে। হিন্দুস্থানী কাতিবদের তুলনায় তো নহেই। আসলে আমাদের কাতিবেরা যে বহুত উমদা উমদা কিচ্ছা পয়দা করিতে পারেন এবং তাহার বুনিয়াদে যে বেহতেরিন ফিলিমও হইতে পারে, তাহা বহুবার সাবুদ হইয়া গিয়াছে। ফিলহাল যে দুইটি ফিলিম তামাম বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে এবং তামাম মহলের তারিফ পাইয়াছে, সেই "সারেং বৌ" এবং "গোলাপী এখন ট্রেনে" বাংলাদেশী কাতিবদেরই রচনা। "সারেং বৌ"-এর লেখক হইতেছেন মরহুম জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, এবং "গোলাপী এখন ট্রেনে"-র লেখক হইতেছেন জনাব আমজাদ হোসেন। লেহাজা সাবুদ হইয়া যাইতেছে যে, বাংলাদেশে হেকমত ওয়ালা কাতিব, অথবা বেহতেরিন কিচ্ছার কোনই অভাব নাই। লেকিন তথাপি তাহাদের বাদ দিয়া গায়ের মুলুক হইতে কাতিব ও কিচ্ছা আমদানী করা হইতেছে কেন?

www.pathagar.com

সমরেশ বসু ছাহেব একজন উমদা কাতিব হইতে পারেন। তাঁহার কিচ্ছাও উমদা হইতে পারে। লেকিন তিনি তো তাঁহার নিজের মুলুকের জিন্দেগানির তছবিরই তাঁহার কাহিনীতে তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমাদের এই বাংলাদেশের কোনও তছবির কি তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? বাংলাদেশীদের ঈমান-আকিদা, রশম-রেওয়াজ, খেয়ালাত বা কায়-কারবারের কোনও আলামত কি তাহাতে থাকিবে? আলবত থাকিবে না। হরগেজ থাকিবে না। তাহা হইলে? বাংলাদেশী কাতিবদের বঞ্চিত করিয়া ফরেন এক্সচেঞ্জ খরচ করিয়া গায়ের মুলুকের জিন্দেগানির তছবির বাংলাদেশের আমলোকের সামনে তুলিয়া ধরার কোশেশ করা হইতেছে কেন? ইহা কি হীনমন্যতার আলামত? না এপার বাংলা ওপার বাংলার কালচার এক কালচার বলিয়া সাবুদ করার মতলব?

আমাদের হুকুমত হিন্দুস্থানের ফিলিম আমদানী বন্ধ করিয়া আমাদের নিজস্ব ফিলিমের তরক্কির রাহা খোলাছা করিয়া দিয়াছেন। একই তরিকায় এবং একই কারণে হিন্দুস্থানী কিচ্ছা-কাহিনীর আমদানী বন্ধ করাও জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে একদিকে যেমন আমাদের কাতিবদের থোড়া ফায়দা হইবে, দুছরা দিকে তেমনি আবদুল গাফফার চৌধুরীর সেই "সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী হামলার" একটি রাহাও অন্তত বন্ধ হইয়া যাইবে।

সাপ্তাহিক তকবীর, মোমেনশাহী, ২০শে অক্টোর, ১৯৭৮।

আওরতের আহাজারি

কোন কওম কতখানি ইনছানিয়াত ও তরবিয়াত হাছেল করিয়াছে তাহা আন্দাজ করিতে হইলে নাকি ছেরেফ একটি বিষয় খেয়াল করিয়া দেখিলেই কাফি হয়। উহা হইতেছে এই যে ঐ কওমের মরদ আওরতকে কতখানি ইজ্জত করে। এই বুনিয়াদে বিচার করা হইলে বহুত শরমিন্দার সহিত কবুল করিতে হয় যে, আমরা শায়েদ এখনও সেই আমলে জাহেলিয়াতেই রহিয়া গিয়াছি। ফিলহাল রোজানা আখবারে কিছু খবর পড়িয়া আমার অন্তত তাহাই মালুম হইতেছে।

পাবনা জেলার লাইলী খাতুন সিরাজগঞ্জ মহাকুমা হাকিমের নিকট এজাহার করিয়াছেন যে, তাহার শওহর আজিজুল হক তাহার ইয়ার দোস্তের সহিত ছোহবত করার জন্য তাহার উপর জবরদস্তি করিয়া থাকেন। এবং তিনি গররাজি হইলে বা বাধা দিলে তাহাকে বেরহম ভাবে মারধর করা হয়। লেহাজা জান ও ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য তিনি তাহার তিন আওলাদের মধ্যে ছোট টিকে লইয়া একরোজ এক রিশতাদারের বাড়িতে পালাইয়া যান, এবং সেখান হইতেই আদালতে আসিয়াছেন।

www.pathagar.com

লাইলী খাতুনের বুলন্দ নছিব যে, তিনি পালাইবার মওকা পাইয়াছেন এবং নেগাহবান রিশতাদারও পাইয়াছেন। লেকিন এমন নছিব সকলের হয় না। গোলকজান বিবির হয় নাই, মমতাজ বেগমের হয় নাই, এবং আরও অনেকেরই হয় নাই। গোলকজান বিবির শাদী হইয়াছিল ছেরেফ দুই সাল আগে। ঐ সময় তাহার শওহর একটি রেডিও দাবী করিয়াছিল। লেকিন গোলকজান বিবির ওয়ালেদ তাহার গরীবি হালতের জন্য দামাদের ঐ দাবী পুরণ করিতে পারে নাই। ফলে গোলকজান বিবির উপর চাপ পড়িতে থাকে, এবং আখেরতক শওহরের লালচের দরগায় তাহাকে নিজের জানই হাদিয়া দিতে হয়। ফরিদপুর জেলার হুগলী গ্রামের এই খবর হইতে জানা যাইতেছে যে শওহর ছাহেব নিজের বিবির জানের চেয়ে একটি রেডিওকেই জিয়াদা কিম্মতদার বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইয়ানে রেডিও না পাইয়া গোশ্বায় আতশ বরাবর হইয়া তিনি নিজের বিবিকেই কোতল করিয়াছেন।

রাজশাহী জেলার চরবালা গ্রামের মমতাজ বেগমের নছিবেও ঐ একই নতিজা ঘটিয়াছে। তাহার শওহর তাহার হলকম টিপিয়া ধরিয়া হাদিয়া হিসাবে তাহার জান আদায় করিয়া লইয়াছে। তাহার দাবী ছিল একটি হাতঘড়ি, যাহা দেওয়ার তৌফিক মমতাজ বেগমের গরীব ওয়ালেদের ছিল না।

টাঙ্গাইল জেলার বাশাইল গ্রামের সালেহা বেগমও তাহার জান হাদিয়া দিয়াছেন। লেকিন থোড়া দুছরা তরিকায়। ইয়ানে তিনি শওহরের জন্য আর ইন্তেজার করেন নাই। শওহর ছাহেব তকলিফ করিয়া তাহার জান কবজ করিবেন, ইহা তিনি হইতে দেন নাই। তাহার তশরিফ আনার আগেই তিনি নিজের জান নিজেই কবজ করিয়াছেন। খবরে জানা যাইতেছে যে, সালেহা বেগমের উমর আঠার সাল হইয়া ছিল। এবং গুজাস্তা তিন সাল তক তাহার ওয়ালেদ ছাহেব তাহার শাদীর জন্য কোশেশ করিতেছিলেন। বহুত জায়গা হইতে পয়গাম আসিয়াছিল, এবং তিনি নিজেও শরমের মাথা খাইয়া কোনও কোনও জায়গায় পয়গাম ভেজিয়াছিলেন। লেকিন কোন ফয়দা হয় নাই। দামাদ ছাহেবান নগদ রুপিয়া, হাতঘড়ি রেডিও, সাইকেল অগায়রা যে সকল চিজ-সামান দাবী করিয়াছেন, তাহার কোনওটিই দেওয়ার মত তোফিক তাহার ছিল না। তিনি প্রায় নাউম্মিদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া গোশ্বায়, বেইজ্জতীতে ও শরমে জেরবার হইয়া সালেহা বেগম একরোজ রাতের বেলায় হাবেলির পিছনের আমগাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়া তামাম সওয়ালের ফয়সালা করিয়া দিয়াছে ।

ফিলহাল বিবিকে রোজগারের উৎস বলিয়া ধরিয়া লওয়ার কেমন যেন একটি রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। ছেরেফ লাইলী খাতুন, গোলকজান বিবি, মমতাজ বেগম, বা সালেহা বেগম নয়। রোজানা আখবার খুলিলেই ফিলহাল এই কিছিমের খবর হামেশা নজরে পড়ে।

www.pathagar.com

আধা সালতানাত এবং খুবছুরত শাহজাদী এক সঙ্গে পাওয়ার ধারনাটি হিন্দু পৌরানিক কিচ্ছা হইতে আসিয়াছে। ঐ ধারনার নতিজায় আমাদের পড়শি হিন্দু বেরাদারানের সমাজে যে কি খতরনাক কহর পড়িয়াছে, তাহা আমরা প্রায় সকলেই ওয়াকিফ আছি। লেকিন এখন যখন তাহারা নিজেরাই ঐ মুছিবত হইতে রেহাই পাওয়ার কোশেশ করিতেছে, এবং এমন কি হিন্দুস্থানে কানুন বানাইয়া বেওয়াকে দুছরা মরতবা শাদী দেওয়া, এবং ওয়ালেদ ও শওহরের সম্পত্তিতে আওরতকে হকদার করার ইসলামী রেওয়াজ রশমগুলি মানিয়া লইতেছে, ঠিক তখনি আমরা তাহাদের সেই বাতিল তরিকা জোরেশোরে আকড়াইয়া ধরিতেছি। ইহা অপেক্ষা আফসোস ও শরমের বাত আর কি হইতে পারে।

সরকার বাহাদুরের নাকি সমাজ কল্যান দফতর ও নারীপুনর্বাসন বোর্ড ছাড়াও খাওয়াতীনের জন্য একটি খাস দফতর আছে। লেকিন থাকিলে কি হইবে? তাহাদের তামাম কায়কারবার তো সব শহরে। দেহাত হইতে সালেহা বেগমদের আহাজারি অতদূর পৌছাইবে না। মহিলা সমিতি, মহিলা সংস্থা অগায়রা নানান কিছিমের আনজুমানে খাওয়াতীনের খবরও মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। রোজানা আখাবারে তাহাদের কায়কারবারের বয়ানও হামেশা প্রকাশিত হয়। লেকিন সেমিনার, মীনাবাজার, একজিবিশন, ঈদ পূর্ণমিলনী, ফ্যাশন শো অগায়রা জরুরী কাজ করার পর তাহাদের হাতে যে থোড়া ফুরসত থাকে, তাহা এস ডি ও ডি সি হইতে শুরু করিয়া বড় বড় আমির ওমরার বেগম ছাহেবানের তোষামোদেই কাটিয়া যায়। লেহাজা সালেহা বেগমদের আহাজারি তাহারা শুনিবেন কখন? ইহা ছাড়াও একটি লিগ্যাল ম্যাটার আছে। সালেহা বেগমরা তো সমিতির মেম্বার নহে। লেহাজা তাহাদের কথা তাহারা শুনিবেনই বা কেন?

বিলকুল হক-কথা। এই মনতেকের উপর তো আর কোন জবাবই থাকে না। লেকিন সালেহা বেগমেরা যেখানে থাকে, মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন মক্তব মাদ্রাসার মুদাররেস অগায়রা নায়েবে নবী ছাহেবান তো সেই দেহাতেই বাস করিয়া থাকেন। তাহারাও কি সালেহা বেগমদের জানকান্দানীর আহাজারি শুনিতে পান না? আয়েন-গায়েনের ছহি উচ্চারণ, কুলুখের চল্লিশ কদমের ফজিলত এবং খাওয়ার পর মিঠাই খাওয়ার ছুন্নতের মছলার বাহিরে আসিয়া তাহারা কি আমাদের নওজোয়ানদের সামনে ইসলামের আসল ছুরত তুলিয়া ধরিতে পারেন না? দ্বীনের তেজারতি তো মাশাল্লাহ বহুত হইয়াছে। মুনাফাও নেহায়েত কম নয় নাই। এখন আমাদের বুজর্গ শায়ের জনাব তালিম হোসেনের জবানীতে মানুষের মানচিত্রে কি তাহারা থোড়া নেকনজর দিতে পারেন না। সাপ্তাহিক তকবীর, মোমেনশাহী ২৭শে অক্টোবর, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

শুক্রবার ছুটি

শুক্রবারে হপ্তাওয়ারী ছুটি পালন করা হইলে তাহাতে কাহারও কোনও অসুবিধা হইবে বলিয়া তো মালুম হয় না। লেকিন এই সহজ কাজটি সহজভাবে যে কেন করা হইতেছে না, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

আমাদের সাবেক মনিব ইংরাজ বাহাদুর সেই গুজাস্তা জামানায় যখন আমাদের গরদানের উপর ছওয়ার হন, তখন হইতেই রবিবারে হপ্তাওয়ারী ছুটির রেওয়াজ চালু হয়। কেননা, তাহারা ছিলেন বড়ই দ্বীন পরস্ত আদমি। দুছরা হির রোজ তাহারা যেখানে যাহাই করুন না কেন, রবিবারে তাহারা তামাম কাজ বাদ দিয়া গির্জায় যাইবেনই। ইনজিল ইয়ানে বাইবেলের এই হুকুম তাহারা বড়ই তাজিমের সহিত তামিল করিয়া থাকেন। তখনও করিতেন এখনও করেন। তাহারা যখন এই মুলুকের মালিক মোখতার ছিলেন তখন এখানকার আমলোকের কোনও সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর দেওয়ার কোনও খাছ জরুরত তাহাদের ছিল না। কেননা, তাহারা ছিলেন মনিব আর আমরা ছিলাম গোলাম এবং গোলামের নিকট মনিবের হুকুম হইতেছে হামেশা শিরোধার্য। কোনও শেকায়েত করার কোনও ছওয়ালই পয়দা হইতে পারে না। লেকিন রবিবারে গির্জায় যানেওয়ালা সেই মনিব ছাহেবান তো এখন আর নাই। বহুত রোজ আগেই তাহারা রোখছোত হইয়া আপন মুলুকে ওয়াপস হইয়া গিয়াছেন।

এখন যাহারা হুকুমতের তখতে বসিয়াছেন তাহারা শুক্রবারে নিয়মিতভাবে মসজিদে যান কিনা, তাহা আমি বরহকভাবে না জানিলেও রবিবারে যে তাহারা গির্জায় যান না সে সম্পর্কে কোনও আন্দেশা নাই। এই মুলুকের অধিকাংশ বাশিন্দাও রবিবারে গির্জায় যায় না। তাহারা শুক্রবারে মসজিদে যায়। লেকিন তথাপি আমাদের হপ্তাওয়ারী ছুটি সেই রবিবারই রহিয়া গিয়াছে। কেন? আমরা কি তাহা হইলে বহুত রোজতক জিন্দানখানার অন্ধকারে থাকার পর এখন বাহিরে আসিয়াও সেই একই অন্ধকার দেখিতেছি? না কি গোলামীর সেই পুরানা আখলাক–খাছিয়ত আমরা এখনও ছাড়িতে পারি নাই?

আমাদের এলেমদার বুজর্গ এবং ছিয়াছি লীডার ছাহেবানের তকরির বয়ানে হামেশা শুনিতে পাই গায়ের মুলুকের কোনও খেয়ালাত, রেওয়াজ– রশম, তাহজীব তমদ্দুনের পায়রাবী করা চলিবে না এই মুলুকের বাশিন্দাদের জিন্দেগানীর বুনিয়াদেই সব কিছু গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিলকুল হককথা। লেকিন রবিবারের হপ্তাওয়ারী ছুটি কি আমাদের জিন্দেগানীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ? আলবত নয়। তাহা হইলে উহা বহাল রাখা হইতেছে কেন? কাহার স্বার্থে?

ছদর জিয়াউর রহমান একটি বিষয় বহুত খোলাছা করিয়া দিয়াছেন। হাটে মাঠে গ্রামে গঞ্জে, রেডিও টিভিতে তকরিরে বয়ানে সেমিনারে মজলিসে তিনি হাজার বার

www.pathagar.com

এলান করিয়াছেন যে বাংলাদেশী কওমিয়াতই হইবে আমাদের তামাম কায় কারবারের একমাত্র বুনিয়াদ। তাহা হইলে হপ্তাওয়ারী ছুটি হিসাবে রবিবারের বহাল থাকার তো কোনও মওকা দেখিতেছি না। কেননা, বাংলাদেশী কওমিয়াতের সহিত রবিবারের তো আদৌ কোনও তাআল্লুকাত নাই। লেকিন তথাপি উহা থাকিয়া যাইতেছে কেমন করিয়া?

দুনিয়ার তামাম কওম তাহাদের নিজ নিজ দ্বীনের বুনিয়াদেয়ই তাহাদের হপ্তাওয়ারী ছুটির দিন ধার্য করিয়া থাকে। তামাম নাছারা মুলুকের হপ্তাওয়ারী ছুটির দিন হইতেছে রবিবার। ইহুদীদের ছুটির দিন হইতেছে শনিবার আর তামাম মুসলিম মুলুকের ছুটির দিন হইতেছে শুক্রবার। আর আমাদের? আমরা একটি মুসলিম মুলুক হওয়া সত্ত্বেও রবিবারে হপ্তাওয়ারী ছুটি পালন করিয়া যাইতেছি। ইহা অপেক্ষা হীনমন্যতা ও বেইজ্জত আর কি হইতে পারে? এই ছবকে আর একটি ছওয়াল আসিয়া যাইতেছে।

দুনিয়ার তামাম মুলুকে হপ্তাওয়ারী ছুটির কারণে অফিস-আদালত, কল-কারখানা, দোকান-পাট অগায়রা তামাম কারবার মবলগ দেড় রোজ বন্ধ থাকে। শনিবার আধা রোজ এবং রবিবার পুরা রোজ অথবা বৃহস্পতিবার আধা রোজ এবং শুক্রবার পুরা রোজ। অথবা শনিবার পুরা রোজই। লেকিন আমাদের মুলুকে বন্ধ থাকিতেছে দুই রোজ। শুক্রবার আধা রোজ, শনিবার আধা রোজ এবং রবিবার পুরা রোজ। ইয়ানে মবলগং দুই রোজ। আমাদের মুরুব্বী বুজর্গ ও লীডার ছাহেবান যখন জিয়াদা মেহনত করিয়া এবং জিয়াদা পয়দাওয়ার বাড়াইয়া খোদমুখতার হওয়ার জন্য হামেশা অওয়াজ তুলিয়া বেড়াইতেছেন তখন সাত রোজের অন্দরে দুই রোজ কাম বন্ধ রাখার পিছনে যে কোন কিছিমের বাতেনী হেকমত থাকিতে পারি তাহা আমি অন্তত ফাহাম করতে পারিতেছি না। না কি আমরা আচানক বিলায়েত ও মার্কিন মুলুকের মাফিক বেশুমার তরক্কী হাসিল করিয়া ফেলিয়াছি যে হরহপ্তায় দুই রোজের উইক এন্ড পালন করিতেছি?

আমাদের দস্তুরে মুসলিম জাহানের সহিত বেরাদরি, দোস্তি ও রিশতাদারী বাড়াইবার জন্য একটি খাছ ওয়াদা এলান করা আছে। ঐ রাহায় কাফি কাম ইনশাল্লাহ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। এখন বাংলাদেশে শুক্রবারকে হপ্তাওয়ারী ছুটির রোজ বলিয়া ঘোষণা করা হইলে তাহাদের সহিত আমাদের আরও একটি রেওয়াজের মিল মিলাপ পয়দা হইবে। তদুপরি মুসলিম জাহান শুক্রবার ছুটি পালন করিয়া হাল জামানার বাকি দুনিয়ার সহিত যখন মাশাআল্লাহ তাল মিলাইয়া চলিতে পারিতেছে তখন আমরাই বা তাহা পারিব না কেন?

আমাদের দস্তুর হইতে সিকিউলাজিজম ইয়ানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান বাতিল করিয়া তাহার জায়গায় বিসমিল্লাহ শরীফ এবং আল্লাহর উপর ঈমানের কথা কায়েম করিয়া ছদর জিয়াউর রহমান যে হিম্মতের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোনও নজীর

www.pathagar.com

নাই। আসলে যে সময়ে তিনি উহা করেন, তাহার পটভূমিকা ও পরিপ্রেক্ষিতের কথা ইয়াদ করিলেই ফওরান মালুম হইয়া যাইবে যে, তাহার ছিনায় কত জোর, তাহার ঈমান কত মজবুত। এখন দিন বদলাইয়াছে, পরিবেশ বদলাইয়াছে। লেহাজা আমি তাহাকে ভরসা দিতে পারি যে, শুক্রবারকে হপ্তাওয়ারী ছুটি বলিয়া এলান করিতে এখন তাঁহার আর জিয়াদা হিম্মতের জরুরত হইবে না। এখন ইহা ছেরেফ একটি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্কুলারের ব্যাপার। কনষ্টিটিউশন এ্যামেন্ডমেন্টের কোনও ছওয়াল নাই। তদুপরি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলসহ বিভিন্ন ইদারা এবং মুল্লুকের নানান জায়গায় জলসাজমায়েত হইতে ইতিমধ্যেই এই দাবী তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

আজাদ, ৩রা নবেম্বর, ১৯৭৮।

মোনাজাত লইয়া মশকারা

গুজাস্তা ১৬ই সেপ্টেম্বর হজযাত্রীদের লইয়া "হিজবুল বহর" যখন পয়লা দফায় কাবার পথে রওনা হয়, তখন চাটগাম বন্দরে জমায়েত হওয়া তামাম লোক এক আম মোনাজাতে শরিক হইয়া আল্লার দরবারে পানাহ মাঙে। কেন? মোনাজাতের আবার কি জরুরত ছিল? মোনাজাত না করিলে কি আর চলিত না? না, চলিত না। কেননা, জাহাজে যাত্রী ছিল মবলগ ১,৮১৪ জন, অথচ লাইফবোট ক্ষমতা ছিল সেরেফ ১,২০০ জনের। ইয়ানে ৬১৪ জন যাত্রীর জন্য লাইফবোটের কোনও ইন্তেজাম ছিল না। এবং ইহা ছেরেফ ঐ ৬১৪ জনের জন্যই নহে, বলকে তামাম যাত্রীর জন্যই খতরনাক। কারণ, জাহাজ যদি ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ১,২০০ লাইফবোটের জন্য ১,৮১৪ জন যাত্রীর সকলেই লড়াই শুরু করিয়া দিবে, এবং তাহার ফলে সকলেই মুছিবতে পড়িবে। সরকারী কাগজ হপ্তাওয়ারী "বিচিত্রা" বলিতেছেন যে, একমাত্র এই কারণেই আল্লার দরবারে মোনাজাত করার জরুরত ছিল। না করিলে বিলকুল চলিত না। তবে যদি তামাম যাত্রীর জন্য লাইফবোটের ইন্তেজাম থাকিত তাহা হইলে মোনাজাত করার আর আদৌ কোন জরুরত হইত না। গুজাস্তা ২৯শে সেপ্টেম্বরের বিচিত্রার ৮নং পাতায় ইসলাম ইয়ানে এই মুলুকের অধিকাংশ বাশিন্দার ঈমান আকিদার সুবাদে এই ঘোরতর বিদ্বেষমূলক খেয়ালাত জাহির করা হইয়াছে। এবং মশকারা করিয়া উহার হেডিং দেওয়া হইয়াছে– "সবই আল্লার হাতে।"

যে দেশের অধিকাংশ বাশিন্দা মুসলমান, যে দেশের দস্তুরে বিসমিল্লাহ শরীফ কায়েম করা হইয়াছে, এবং আল্লাহর উপর ঈমানকে তামাম কায়–কারবারের বুনিয়াদ হিসাবে এলান করা হইয়াছে, সেই দেশের একখানি সরকারী কাগজ যে কেমন করিয়া এইরূপ চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ বেয়াদবী করিতে পারে, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতেছি না।

www.pathagar.com

বিচিত্রার এই মশকারা এবং তেরছি নজরের খনজরের সামনে ছদর জিয়াউর রহমানও দেখিতেছি সরাসরি পড়িয়া যাইতেছেন। কেননা, তিনিও একজন মুসলমান, এবং কোনও জলসায় মজলিশে তিনি যখন তকরির করেন, তখন শুরুতেই বহুত ইজ্জত হুরমতের সহিত বিসমিল্লাহের রাহমানুর রাহিম বলিয়া থাকেন। হরমুলুকে হরওয়াক্তে কিছু না কিছু অনিয়ম অনাচার থাকিয়া থাকে। বাংলাদেশেও আছে। সেই কারণে বিচিত্রার তফসির মোতাবেক আমাদের কি তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, যেহেতু ছদর জিয়াউর রহমান ঐ সকল অনিয়ম অনাচার দূর করিতে পারিতেছেন না, সেহেতু তিনি ঐভাবে বিসমিল্লাহ শরীফ ইস্তেমাল করিতেছেন? পারিলে তাহার বিসমিল্লাহের রাহমানুর রাহিম বলার আর আদৌ ও কোনও জরুরত হইত না?

আবার সেই "হিজবুল বহরের" কথায় ফিরিয়া যাই। জাহাজে লাইফবোটের ঘাটতি ছিল, ভাল কথা। খবর হিসাবে উহা আলবত একটি জবর খবর। শিপিং কর্পোরেশনের মুলাজিম মুনসেরিম ছাহেবান এই সুবাদে যে বেহদ গাফিলতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমলোকের নজরের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বিচিত্রা একটি বহুত উমদা কাম করিয়াছেন। আমি তাহাদের তারিফ করিতেছি। লেকিন ইহার সহিত মোনাজাতের কি তাআল্লুকাত ছিল? মুসলমানদের ঈমান আকিদা লইয়া মশকারা করার কুমতলব লইয়াই কি তাহারা জোর করিয়া এই তাআল্লুকাত নিজেরা পয়দা করিয়া লন নাই?

বিচিত্রা অবশ্য "মোনাজাত" লফজটি ইস্তেমাল করেন নাই। তাহারা হইতেছেন সিকিউলার ইয়ানে ধর্মনিরপেক্ষ, এবং তরক্কিপুজার ইয়ানে প্রগতিশীল। লেহাজা তাহাদের বিরুদ্ধে ঐ কিছিমের কোনও মুসলিম লফজ ইস্তেমাল করার ইলজাম বা বদনাম কেহ করিতে পারিবে না। একটি পুরাদস্তুর মুসলিম ঘটনার বয়ান দিতে যাইয়াও তাহারা বলিয়াছেন "প্রার্থনা।" অবশ্য দুছরা কোনও দ্বীনের ঘটনা বয়ান করার সময় তাহারা পূজা, উপাসনা, তর্পন, আরতি অগায়রা লফজই ইস্তেমাল করিয়া থাকেন। তাহাতে অবশ্য তাহাদের সিকিউলারিজম বা প্রগতিশীলতা নাপাক হয় না। তাহাদের তামাম শেকায়েত হইতেছে মুসলিম আলফাজের বিরুদ্ধে।

বিচিত্রার এই বয়ানটি পড়ার পর আচানক আমার দাউদ হায়দার ও লুফাসা হেরম্বের কথা ইয়াদ হইল। ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, এই দুই বুজর্গ মুসলমানের পিয়ারের নবীর উপর বেরহম হামলা করার পর এখন ছহি ছালামতে আছেন, এবং শায়েদ নিরাপদ হেফাজতও লাভ করিয়াছেন। লেহাজা বিচিত্রার বুজর্গ ছাহেবান মুসলমানের মোনাজাত লইয়া মশকারা করার পরও যে বিলকুল ছহি ছালামতেই থাকিবেন, তাহা আলবত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এবং ইয়াদ করা যাইতে পারে, ইহা হইতেছে মুসলমানের মুলুক।

সাপ্তাহিক তকবীর, মোমেনশাহী, ৩রা নবেম্বর, ১৯৭৮

www.pathagar.com

এলাকাটা ভাল নয়

ফিলহাল এক দোস্তের গাড়ীতে ছওয়ার হইয়াছিলাম। থোড়া দূর যাওয়ার পর দোস্ত তাহার গাড়োয়ান ছাহেবকে কহিলেন–আস্তে চালাও, সাবধানে চালাও, এই এলাকাটা ভাল নয়।

খেয়াল করিয়া দেখিলাম, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়া যাইতেছি। দোস্ত ছহি বাতই বাতাইয়াছেন। এই এলাকা যে ছেরেফ ভাল নয় তাহাই নহে, বলকে ইহা একটি বহুত খতরনাক এলাকা। কোনও নিরীহ নির্বিরোধ আদমি নেহায়েত বিপাকে না পড়িলে এই এলাকা দিয়া হাঁটিতে চায় না। ইহা ছেরেফ আমি নহি, ফিলহাল তামাম লোকেই বলিতে শুরু করিয়াছে। খুন–জখম হইতে শুরু করিয়া জেনা–বিল–জবর তক এমন কোনও আকাম–কুকাম নাই যাহা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হইতেছে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নীহার বানু খুন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মনসুরুদ্দীন খুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোহিনুরসহ সাতজন খুন অগায়রা খবর তো তামাম লোকেই জানে। এই সকল মশহুর খুনের খবর ছাড়াও ছোটখাট খুনের খবর তো হামেশাই পাওয়া যাইতেছে। একজন খুন কিম্বা দুইজন খুন হইলে ফিলহাল তাহা তেমন বড় খবর বলিয়া মনে হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন খুন, এই কিছমের কোনও খবর বাহির হইলে অনেকে তো উহা পড়িতেই চাহেন না। আমি নিজে অবশ্য ছেরেফ হেডিংটিই পড়িয়া থাকি।

খুনের সহিত ফিলহাল দুছরা যে খবরটি জিয়াদা পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেছে জেনা–বিল–জবর। ইয়ানে জবরদস্তি করিয়া জেনা করা। তিন মনজিলা দালান হইলে লাফাইয়া পড়িয়া তরুণী জখম, তরুনী চিৎকার করিয়া উঠিল বাঁচাও। বাঁচাও। দুইজন তরুণী ধর্ষিত, এই সকল হালের খবরও ঐ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হইতেই আসিতেছে। আর হরতাল, মিছিল, ধর্মঘট, ষ্ট্রাইক, ওস্তাদের বেইজ্জতী, অস্ত্রের আমদানী–রফতানী, অগায়রা খবরের তো আর কোনও শুমার–তায়দাদ নাই। ইয়ানে এলেম–কালাম ও আদব–লেহাজ শেখার কাম ছাড়া দুছরা তামাম কামই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাদমে চলিতেছে। এই সকল আলামত দেখিয়া নাউম্মিদ হওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না বটে, লেকিন তাই বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিলেই তামাম সমস্যার ফয়ছালা হইয়া য়াইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে কেন, তাহা আমি ঠিক মালুম করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা।

ফিলহাল মুলুকের তিনজন মশহুর কলামিষ্ট এই দাবী তুলিয়াছেন। রোজানা

www.pathagar.com

আজাদের মর্দে মু'মিন ও বুজর-চে- মেহের, এবং রোজানা সংবাদের জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী! তাঁহারা সকলেই আমার বুজর্গ ও মুরব্বী। হকিকাতান, তাঁহাদের কাহারও কাহারও কদমের নজদিকে বসিয়া আমি কলম ধরতে শিখিয়াছি। লেহাজা তাঁহাদের কথার উপর কথা বলি, এমন হিম্মত আমার নাই। তাঁহাদের বেইজ্জতী হয়, এমন কিছু করার কথা আমি কখনও কল্পনাও করিতে পারি না। লেকিন ছেরে দরদ হইয়াছে বলিয়া ছেরই কাটিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা শায়েদ কোনও উমদা এলাজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি শাসন ব্যবস্থা আছে, মুলুকে একটি হুকুমত আছে, দফতরে তালিম আছে, পুলিশ আছে। তাহারা সকলে কি ঘুমাইয়া থাকেন? না তাহাদের কোনও তাকত-হিম্মত নাই? তাহারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃংখলা বহাল রাখিতে নাকাম হইয়া থাকেন (যাহা তাহারা অবশ্যই হইয়াছেন), তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার মাফিক একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও তাহারা কখনই লইতে পারিবেন না। কেননা, উহার জন্য আরও জিয়াদা তাকত-হিম্মতের প্রয়োজন।

আর একটি কথা। সক্রিয় রাজনীতিকে কি ছাত্রদের নাগাল হইতে দুরে সরাইয়া রাখা যায় না? মুলুকের তামাম ছিয়াছি পার্টি, ইয়ানে রাজনৈতিক দল কওমের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই সুবাদে কি একটি সমঝোতায় উপনীত হইতে পারেন না?

ছদর জিয়াউর রহমান তো ফিলহাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া সেখানকার হাল-হকিকত সরেজমিনে দেখিয়া আসিয়াছেন। এলেম-কালাম ও তমিজ-লেহাজ হাছেল করিয়া ইনছানে কামেল বানাইবার এরাদা লইয়া যাহাদের আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলাম, আমাদের সেই আওলাদেরা যে কতখানি বেতমিজ ও বেয়াদব হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি বহুত নজদিক হইতে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ লইয়া এই সুবাদে কিছু করিতে পারেন না? না কি মূলুক ও কওমের ভবিষ্যত এইভাবে বানের পানিতে ভাসিয়া যাইবে?

সাপ্তাহিক তকবীর, মোমেনশাহী, ১৭ই নবেম্বর, ১৯৭৮।

বেআদব ওস্তাদ

এলেম কালামের দায়রার অন্দরে ফিলহাল যে জিয়াদা বেআদবী, বেইনসাফী ও হরকত দেখা যাইতেছে, তাহার তামাম দায়-দায়িত্ব আজকাল তালবেলেমদের গর্দানের উপর চাপাইয়া দেওয়ার রেওয়াজ দেখা যাইতেছে। লেকিন ইহা একটি বিলকুল গলত তরিকা। গুজাস্তা হপ্তায় এই সুবাদে লিখিতে গিয়া আমি নিজেও এই গলত করিয়া ফেলিয়াছি। পরে থোড়া খেয়াল করিয়া দেখিলাম, ওস্তাদ ছাহেবানের কি কোনই দায়-দায়িত্ব নাই?

www.pathagar.com

তালবেলেমরা বেআদবী ও বেইনসাফী শিখিতেছে কোথা হইতে? ওস্তাদ ছাহেবান হইতেছেন এলেমদার, বুজর্গ , এবং তামাম লোকের শ্রদ্ধার পাত্র। লেহাজা তাহাদের হাতে আমাদের বাল-বাচ্চাদের ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। এবং আশা করি যে, তাহাদের ছোহবতে থাকিয়া আমাদের আওলাদেরা ছেরেফ এলেম-কালামই নহে, থোড়া তমিজ-লেহাজও হাছিল করিবে। লেকিন, সেই আওলাদেরা যখন চোখের সামনে দেখিতে পায় যে, তাহাদের ওস্তাদ ছাহেবান তামাম জিন্দেগী থার্ড ডিভিশনে পাশ করিয়া ব্যাকডোর দিয়া চাকুরিতে বহাল হইতেছেন, মামুজানের ওছিলায় ঘনঘন প্রমোশন পাইতেছেন, উপরওয়ালার কদম মালিশ করিয়া বিদেশের স্কলারশিপ বাগাইতেছেন, নিজের লাড়কির সমান উমরের আওরত তালবেলেমের সহিত আশনাই করিয়া তাহাকে পথে বসাইতেছেন এবং এমন কি সরকারী টাকা চুরি করিয়া কয়েদ তক খাটিতেছেন, তখন সেই ওস্তাদ ছাহেবানের জন্য তাহাদের দিলে ইজ্জত-হুরমত পয়দা হইবে কেমন করিয়া? বলকে ওস্তাদের দেখাদেখি তাহারা নিজেরাও সেই একই রাহায় রাহাগীর হইতেছে। এবং মাঝে মাঝে পাল্লা দিয়া থোড়া আগে বাড়িয়া যাওয়ারও কোশেশ করিতেছে। ইহাই হইতেছে স্বাভাবিক। ইহাই হইতেছে দস্তুর। কেননা, আমকাহাওয়াত হইতেছে এই যে, ওস্তাদ যদি খাড়া হইয়া এস্তেনজা করেন, তাহা হইলে তালবেলেম ঐ একই কাম ঘুরপাক খাইতে খাইতে করিবে।

আমার এক দোস্তের লাড়কা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং মোটরগাড়িতে আনা-যানা করে। বাপের গাড়ি পোলায় চালায়। পোলা আবার নিজেই গাড়োয়ান। একরোজ আছরের ওয়াক্তে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হইলে লাড়কা যখন মাকানে ওয়াপস আসার ইন্তেজাম করিতেছে, সেই সময় তাহার এক ছোকরা ওস্তাদ আসিয়া তাহার গাড়িতে লিফট চাহিল। লাড়কা আর কি করিবে? ওস্তাদকে লইয়া উলটা রাস্তায় লিফট দিতে চলিল। ওস্তাদ তাহার মাকানের নজদিকে আসিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া কহিলেন-একটু সবুর কর। আমি এখনই আসিতেছি। অতঃপর আনকরিব আধা ঘড়ি বাদ কিছু কাগজপত্র লইয়া আসিয়া তিনি দোবারা গাড়িতে ছওয়ার হইলেন এবং কহিলেন-চল। তাহার পর চলা শুরু হইল। ওস্তাদ ছাহেব তিন-চারটি হাবেলীতে উঠা-নামা করার পর লাড়কার মালুম হইল যে, তাহার ওস্তাদ ছাহেব তাহার কোনও এক রিশতাদারের শাদী মুবারকের দাওয়াতনামা বিলি করিতেছেন।

এদিকে আছর গড়াইয়া মাগরেব হইয়া গিয়াছে। লেকিন লাড়কা ওয়াপস আসিতেছে না দেখিয়া মাকানের তামাম লোক বহুত বেচায়েন হইয়া পড়িল। ঐ রোজ তাহার আব্বাজান শহরের বাহিরে থাকায় তাহার আম্মাজান তো কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন। নওজোয়ান লায়েক লাড়কা। আলবত কোনও একসিডেন্ট করিয়া মারা

www.pathagar.com

পড়িয়াছে, কিম্বা হাসপাতালে আছে। নহিলে আব্বা-আম্মার হুকুমের পাবন্দ অমন উমদা লাড়কা কখনই বাসায় ফিরিতে দেরি করে না। বাড়িতে এমন কোনও সাবালেগ মরদ নাই যে বাহিরে যাইয়া তালাশ করিবে। লেহাজা হাসপাতাল ও রোজানা আখবারের অফিসে ফোন করিয়া তালাশ চলিতে লাগিল।

এদিকে চলিতে চলিতে লাড়কার গাড়ির তেল প্রায় খতম হইয়া আসিয়াছে। তাহার জেবে কোনও বাড়তি রুপিয়াও নাই যে তেল খরিদ করিবে। লেহাজা ইহা জানাইয়া সে ওস্তাদকে বলিল-কোনও মতে বাড়ি পর্যন্ত হয়ত যাইতে পারিব। ওস্তাদ কহিলেন-বেশ তাই চল। বাড়ি হইতে টাকা লইয়া তেল কিনিয়া লইও। আর মাত্র গোটা দশেক কার্ড আছে।

হাসপাতাল, রোজানা আখবারের অফিস অগায়রা কোথাও কোনও খবর না পাইয়া বাড়িতে যখন মাতম শুরু হইয়া গিয়াছে, এমন সময় আচানক বাহিরে গাড়ির আওয়াজ শুনিয়া পর্দানশিন আম্মাজান বেপর্দা হইয়া ছুটিয়া গেলেন। লেকিন গাড়িতে দুছরা এক জন বেগানা মরদ দেখিয়া তাড়াতাড়ি দরজার আড়ালে লুকাইলেন। লাড়কা আসিয়া তামাম কিচ্ছা বয়ান করিয়া আম্মার নিকট হইতে টাকা লইয়া দোবারা ওস্তাদের খেদমতে চলিয়া গেল। সেদিন ওয়াপস আসিতে তাহার রাত দশ ঘড়ি হইয়া গিয়াছিল।

এই তক বলিয়া দোস্ত থামিলেন। আমার জবান দিয়া আচানক ছেরেফ একটি লফজ বাহির হইয়া গেল-জানোয়ার!

দোস্ত থোড়া ঘড়ি খামোশ হইয়া থাকিলেন। তারপর আস্তে আস্তে কহিলেন-ঐ কথা বলিলে জানোয়ারেরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে পারে। কেননা তাহাদেরও শুনিয়াছি আত্মসম্মানবোধ আছে এবং বালবাচ্চার জন্য দরদ আছে।

আমি কহিলাম, লাড়কা আমার হইলে এবং ঐসময় আমি বাড়ি থাকিলে ওস্তাদ সাহেবের প্যান্ট-শার্ট খুলিয়া লইয়া সদর রাস্তায় ছাড়িয়া দিতাম।

দোস্ত কহিলেন, চটিও না মুনশি, চটিও না আল্লার দরগায় শোকর গোজারী কর। আমার লাড়কা তো মাশাআল্লাহ বহাল তবিয়তে ওয়াপস আসিয়াছে। অনেকের লাড়কা তো বিলকুল কোতলই হইয়া যাইতেছে।

আমি কহিলাম, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ! লেকিন যাহা কহিলাম না তাহা হইতেছে এই যে এই কিছিমের ওস্তাদের নিকটে তালবেলেমরা আর কি শিখিবে?

সাপ্তাহিক তকবীর, মোমেনশাহী, ২৪শে নবেম্বর, ১৯৭৮

www.pathagar.com

ইলিশ—কালচার

পদ্মা নদী হইতে সেই লাছানি লজ্জতদার ইলিশ মছলি আচানক কোথায় গায়েব হইয়া গেল? গোয়ালন্দে তাহাদের যে জমজমাট আবাদী ছিল , তাহা এমন বিরান হইয়া গেল কেমন করিয়া?

ইলিশ মছলি ছেরেফ আমাদের একটি আদরের খোরাকই নহে বলকে উহা গায়ের মুলুকে রফতানী করিয়া এক সময় আমরা বহুত রেস্তও রোজগার করিয়াছি। সেই ইলিশের এমন হালত হইল কেমন করিয়া? সেই জমজমাট আবাদ বিলকুল বরবাদ হইয়া গেল কেমন করিয়া?

এক বুজর্গ ছাহেব ফিলহাল এই ছওয়ালের জবাব দিয়াছেন। তিনি ফরমাইতেছেন– "ভৌগলিক জল–হাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই পদ্মায় আজ ইলিশ নেই। নদীতেও সেই গভীরতা নেই। স্রোত আর গভীরতা যদি না থাকে, তবে ইলিশের উপস্থিতিও কমে আসে। দীর্ঘদিনের ভাঙ্গন আর সমতল ভূমির মাটির জন্যই পদ্মার এই দশা । সমতল ভূমির পাড় ভেঙ্গে নদী যেমন প্রশস্ত বেশি হয় , তেমনি নদীগর্ভে অসংখ্য চরেরও সৃষ্টি হয়। এতে নদীর গভীরতা লোপ পায়, স্রোতের বেগও বিচ্ছিন্ন হয়ে কমে আসে। তাই ইলিশের উপস্থিতি কম। অবশ্য এর জন্যে ফারাক্কা প্রকল্পও অনেকটা দায়ী। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়েই পদ্মার মূল স্রোতকে ঘুরিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে অল্প জলে স্রোত আর গভীরতা হারিয়ে পদ্মা ক্রমান্বয়ে ইলিশ চাষের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে।"

বয়ানটি যে বহুত জবরদস্ত, তাহাতে শায়েদ কোনই আন্দেশা নাই। লেকিন থোড়া গওর করিয়া দেখিলেই উহার কারচুপি একজন নাবালক আদমিও ফওরান ধরিয়া ফেলিবে। বুজর্গ ছাহেব বলিয়াছেন, ভৌগলিক জল–হাওয়ার পরিবর্তনের জন্যেই পদ্মায় আজ ইলিশ নেই। খায়ের। বিলকুল সহজ কথা। এবং সহজতর সমাধান। লেকিন "ভৌগলিক জল–হাওয়া" বস্তুটি কি? জল–হাওয়া, ইয়ানে আবহাওয়া কি জ্যামিতিক অথবা রাসায়নিক হইয়া থাকে যে ইহা হইতে আলাহিদা করিয়া বুঝাইবার জন্য আবার ভৌগোলিক লকবটি যোগ করা হইল? খায়ের। ধরিয়া লইলাম আবহাওয়ার রদবদলের জন্যই ইলিশ গায়েব হইয়াছে। লেকিন ঐ রদবদলের আলামত কি? বুজর্গ ছাহেব ফরমাইয়াছেন– "নদীতে স্রোত নেই, গভীরতা নেই"। ইয়ানে সহজ কথায় পদ্মায় এখন পানি নাই। পানি নাই কেন? সেই অথৈ পানি আচানক কোথায় গায়েব হইয়া গেল?

বুজর্গ ছাহেব অবশ্য এই ছওয়ালেরও জবাব দিয়াছেন। লেকিন থোড়া ঘুরাইয়া–প্যাঁচাইয়া। ইয়ানে গর্দানের পিছন হইতে দস্ত বাড়াইয়া তিনি নাক দেখাইয়াছেন।তিনি বলিয়াছেন–" ফারাক্কা প্রকল্পও অনেকটা দায়ী। এই প্রকল্পে মধ্য দিয়েই পদ্মার মূল স্রোতকে ঘুরিয়ে নেয়া হয়েছে।"

www.pathagar.com

তাহা হইলে হাছেল কালাম কি দাঁড়াইতেছে? ফারাক্কা প্রকল্পের মধ্য দিয়া পদ্মা নদীর মূল স্রোতকে ঘুরাইয়া নেওয়ার ফলেই পানি কমিয়া গিয়াছে এবং এই কারণেই পদ্মায় এখন আর ইলিশ মাছ নাই। লেকিন এই সহজ কথাটি সহজভাবে না বলিয়া বুজর্গ ছাহেব ঘোর-প্যাঁচের আশ্রয় লইয়াছেন। ফলে মালুম হইতেছে যে মুল আসামী ফারাক্কাকে তিনি যেন আড়াল করিয়াই রাখিতে চাহিতেছেন। এমন কি ফারাক্কা যে বাংলাদেশের বাহিরে হিন্দুস্থানে অবস্থিত, এই কথাটিও তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই। আর ফারাক্কায় মুল স্রোত ঘুরাইয়া লওয়ার ফলেই যখন পদ্মার পানি কমিয়া গিয়াছে,তখন ফারাক্কা প্রকল্প "অনেকখানি দায়ী" হইল কেমন করিয়া? উহাই তো একমাত্র দায়ী। মূল আসামী।

এই সুবাদে আর একটি জিনিষ আমার নজরে পড়িতেছে। বুজর্গ ছাহেব পানি ও আবহাওয়া আলফাজ ইস্তেমাল না করিয়া বলিয়াছেন, "জল" ও "জল-হাওয়া"। যেমন-"পদ্মার ইলিশ মাছ যা খাসা, ভাবতেই দাঁত চুঁইয়ে মুখে পাচক জল ভরে ওঠে।" অথবা "এই দীর্ঘ চওড়া নদীর জলে কোথাও ইলিশ ধরার নৌকো চোখে পড়লো না"।

এবং "ভৌগলিক জল-হাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই পদ্মায় আজ ইলিশ নেই"। জল, জল-হাওয়া অগায়রা আলফাজ একান্তভাবেই হিন্দুস্থানের। আবহাওয়া লফজটির মুসলমানিত্ব বাতিল করিয়া শোধন ও শুদ্ধ করিয়াই যে সেখানে জল হাওয়া করা হইয়াছে, তাহা শায়েদ আজ আর কাহারও অজানা নাই।

বয়ানটি পড়িয়া পয়লা আমার খেয়াল হইয়াছিল যে লেখক শায়েদ হিন্দুস্থানের কোনও হিন্দু বুজর্গ হইবেন এবং এই জন্যই তিনি নিজের মাদেরী জবানের আলফাজ ইস্তেমাল করিয়া ফারাক্কার দোষ ছোট করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। লেকিন গওর করিয়া দেখিলাম আমার আন্দাজ বিলকুল গলত। বুজর্গ ছাহেবের নাম হইতেছে আতাহার খান। ইয়ানে তিনি একজন মুসলমান। এবং তাহার বয়নটি যখন গুজস্তা ১২ই নভেম্বরের "রোববার" নামক ঢাকারই একখানি হপ্তাওয়ারি কাগজে বাহির হইয়াছে, তখন তিনি শায়েদ একজন বাংলাদেশীই হইবেন। লেকিন বাংলাদেশের কোনও মুসলমান যে পানিকে জল এবং আবহাওয়াকে জল-হাওয়া বলিয়া থাকেন, তাহা আমি আমার জিন্দেগিতে এই প্রথম দেখিলাম।

আতাহার খান ছাহেবের মাফিক বুজর্গরা তো আশা করি বাতচিত করার সময় পানি এবং আবহাওয়াই বলিয়া থাকেন। লেকিন লেখার সময় জল এবং জল-হাওয়া ইস্তেমাল করিয়া তিনি কি "ভদ্রলোক" হওয়ার কোশেশ করিতেছেন? না কি হিন্দুস্থানী বাংলার কালচারকে আমাদের কালচার বলিয়া চালাইতে চাহিতেছেন?

সাপ্তাহিক তকবীর, মোমেনশাহী, ১লা ডিসেম্বর ১৯৭৮।

www.pathagar.com

কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী

বহুত রোজ তক হাল হকিকত দেখিয়া শুনিয়া আমার দিলে একিন পয়দা হইয়াছে যে, আমাদের মুলুকের তামাম বাসিন্দার অন্দরে সবচেয়ে জিয়াদা হিম্মতওয়ালা এবং বাহাদুর আদমি হইতেছেন "কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী।" তাহারা কাহাকেও ডরান না, কাহারও কথা শোনেন না, এবং কাহারও নছিহত মানেন না। সেই কোন জামানা হইতে মহামান্য সরকার বাহাদুর যে তাহাদের মওজুতদারী ও মুনাফাখোরী না করার নছিহত করিতেছেন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না করার জন্য কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছেন, তাহা যেন তাহারা শুনিতেই পাইতেছেন না। কিংবা শুনিতে পাইলেও তাহা গায়ে মাখিতেছেন না। যে সরকারের জেল জরিমানা করার এক্তিয়ার আছে, লাইসেন্স পারমিট বাতিল করার এক্তিয়ার আছে, সঠিকভাবে হিসাব তায়দাদ করিয়া ইনকাম ট্যাকস আদায় করার এক্তিয়ার আছে, সেই মহা পরাক্রমশালী সরকার বাহাদুরের "কঠোর হুঁশিয়ারী" যাহারা হামেশা এনকার করিয়া থাকেন, তাহারা আলবত জিয়াদা ছে জিয়াদা হিম্মতওয়ালা বাহাদুর আদমি না হইয়া যায় না।

আমি যতদূর ইয়াদ করিতে পারিতেছি, সেই উজিরে আলা জনাব নূরুল আমিন ছাহেবের আমলেই শায়েদ এই কিছিমের কঠোর হুঁশিয়ারির আওয়াজ পয়লা শুনিয়াছিলাম। তাহার পর হইতে কত কিছিমের সরকার তশরিফ আনিয়াছেন এবং ওয়াপস হইয়া গিয়াছেন। তাহারা সকলেই নিজের নিজের আমলে মিঠা জবানে নছিহত করিয়াছেন এবং কড়া জবানে হুঁশিয়ার করিয়াছেন। লেকিন সেই 'কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী' তাহাদের কাহাকেও কোনও আমল দেন নাই। তাহারা হামেশা তাহাদের কারবার বাকায়দা চালাইয়া গিয়াছেন, এবং মওকায় বেমওকায় চিজ সামানের দাম বাড়াইয়া গিয়াছেন। তবে হ্যাঁ, ছেরেফ এক মরতবা তাহারা থোড়া বেকায়দায় পড়িয়া ছিলেন।

সেই ১৯৫৮ সালে। মুলুকে যখন পয়লা জঙ্গী কানুন, ইয়ানে মার্শাল ল জারি হয়, তখন। নয়া হুকুমত একটি নির্দিষ্ট সময়ের অন্দরে তামাম সওদাগরকে তাহাদের ষ্টক ডিক্লেয়ার করার হুকুম দিয়াছিলেন। এবং তাহার পর দোকানে দোকানে তামাম জিনিসের দামের ফিরিস্তি লটকাইয়া রাখারও হুকুম ছিল। "কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী" তখন তাহাদের তামাম মাল-সামান দোকান হইতে নামাইয়া রাস্তার উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং ষ্টক নিল দেখাইবার মতলবে পানির দরে বেচিয়াছিলেন। আমার এখনও ইয়াদ আছে, "কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীর" মাল-সামানে তখন ঢাকা শহরের তামাম রাস্তা ভরিয়া গিয়াছিল। আরাম এতমিনানের সহিত পায় দল চলারও উপায় ছিল

www.pathagar.com

না। আটত্রিশ টাকা গজ হওয়ার কারণে ছেরেফ দুই হপ্তা আগে যে কাপড় আমি কিনিতে পারি নাই, দুই হপ্তা বাদ সেই একই কাপড় বারো টাকা দরে কিনিয়া আমি একটি গরম আচকান বানাইয়া ছিলাম।

জঙ্গী কানুন তখন একটি আনকোরা নয়া জিনিস ছিল। উহার আখলাক-খাছিয়ত সম্পর্কে তখন কেহ তেমন ওয়াকিফ ছিল না। তদুপরি এখানে ওখানে দুই একজনকে দোররাও মারা হইতেছিল। লেহাজা "কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী" তখন আসলেই ডরাইয়া গিয়াছিলেন। লেকিন তাহাও থোড়া রোজের জন্য। পরে আবার সব সাবেক বহাল হইয়া গিয়াছিল।

এবং এখনও সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে। ইয়ানে সরকার বাহাদুর দফায় দফায় হুমকি দিতেছেন, এবং "কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী" দফায় দফায় দাম বাড়াইতেছেন। এই দুইয়ের দরমিয়ানে আসলে কোনও তাআল্লুকাত আছে কিনা, তাহা আমি কখনও তায়দাদ করিয়া দেখি নাই। লেকিন আমার তালবেলেম একাব্বর মিয়া থোড়া ওয়াক্ত চোখ মুদিয়া থাকিয়া কহিল-হুজুর! আলবত তাআল্লুকাত আছে!

আমি তাজ্জব হইয়া গেলাম, ছোকরা আবার দ্বীনের তেজারতি করার ছবক হাছিল করিতেছে না তো। থোড়া ওয়াক্ত চোখ বন্ধ করিয়া থাকিয়া কোনও বয়ান জারি করা ভাল আলামত নহে। কহিলাম- কেমন করিয়া বুঝিলে? তুমি কি বাতেনী এলেম হাছিল করিয়া ফেলিয়াছ?

একাব্বর মিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল না হুজুর! ইয়াদ করিয়া দেখিলাম। রমজান মাহিনা শুরু হওয়ার দুই এক রোজ আগে আমাদের মেহেরবান সরকার বাহাদুর যখন মাহে রমজানের পবিত্রতা বজায় রাখার দাওয়াত জানান এবং এই ফজিলতের মাহিনায় চিজ সামনের দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে "কঠোর হুঁশিয়ারী" উচ্চারণ করেন, তখন এক মরতবা দাম বাড়িয়া থাকে। তাহার পর ঈদুল ফিতরের মওকায় সরকার বাহাদুর যখন সাম্য-মৈত্রী ও বেরাদরীর বাণী দিতে যাইয়া আর একবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তখন আর এক মরতবা দাম বাড়িয়া থাকে। এইভাবে ঈদুল আজহা, বান, তুফান অগায়রা তামাম মওকায় সদাশয় সরকার বাহাদুরের হুমকির ইজ্জত রক্ষা করিয়া দফায় দফায় দাম বাড়িয়া থাকে।

খেয়াল করিয়া দেখিলাম, ছোকরা নেহায়েত মন্দ বলে নাই। লেকিন সরকার বাহাদুর ছেরেফ হুমকি মারিয়া নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুমাইয়া পড়েন, এমন কথা বলিলেও নেহায়েত বেইনসাফী করা হইবে। দ্রব্যমূল্য বিষয়ে সরকারের একটি অতিশয় "উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি" আছে। তাহারা মাঝে মাঝে মিটিং করিয়া চা পানি খাইয়া

www.pathagar.com

থাকেন এবং কতিপয় পণ্যের মূল্য "নিম্নগতি হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।" সরকারী কারখানাগুলির অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও অযোগ্যতার খেসারত দেওয়ার জন্য ঐ সকল কারখানায় যে মাল পয়দা হয়, তাহার মূল্য "পুনঃনির্ধারণ" করেন। দেহাতের বাশিন্দাদের কখনও জরুরত হয় না বলিয়া দেয়াশলাই, তেল, কাপড় অগায়রা চিজ ট্রাকে করিয়া ন্যায্যমূল্যে সেরেফ শহর এলাকায় বিক্রি করেন। ওজারতে তেজারতের অধীনে দারুল হুকুমত ঢাকার জন্য যে আটজন এবং মুলুকের দুছরা তামাম জায়গার জন্য যে ছেচল্লিশজন ইনেসপেক্টর আছেন (গুজাস্তা ১৭ই সেপ্টেম্বরের ইংরাজি হপ্তাওয়ারী নিউ নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হিসাব), তাহারা মাঝে মধ্যে অভিযান চালাইয়া থোড়া বহুত চুনোপুঁটি পাকড়াও করিয়া থাকেন। কোনও কোনও শহরে বাজার কমিটি কায়েম হইয়া থাকে। আনজুমানে খাওয়াতীনের প্রতিরোধ কমিটির মিটিং হইয়া থাকে। অগায়রা।

লেকিন তাজ্জবের কথা হইতেছে এই যে, "কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী" তাহাতে আদৌ জব্দ হইতেছে না। তাহারা মালুম হইতেছে কোনও কানুনের এক্তিয়ারে আসিতে আদৌ রাজি নহে। এই হাল হকিকত দেখিয়া আমাদের শিল্প উজির জনাব জামালুদ্দীন আহমদ ছাহেব শায়েদ বহুত গোশ্বা হইয়াছেন। গুজাস্তা ৪ঠা নভেম্বরের রোজানা আজাদে দেখিতেছি, চাটগাম শিল্প ও বণিক সমিতির এক সভায় তকরির করিতে যাইয়া তিনি "দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অসৎ ব্যবসায়ীদের যে কোনও ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়াছেন। ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা লইয়া কাহাকেও ছিনিমিনি খেলিতে দেওয়া হইবে না। তিনি ঘোষণা করেন, এ ব্যাপারে যে কোনও মহলের যে কোনও প্রকারের অসৎ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।"

উজির ছাহেবের এই "কঠোর হুঁশিয়ারি" শুনিয়া "কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী" ঘাবড়াইয়া গিয়াছে কিনা, সে সম্পর্কে আমি কোনও ছহি খবর পাই নাই। একাব্বর মিয়া অবশ্য বাজার হইতে আসিয়া কহিল সে নাকি "কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী"-কে মুচকি মুচকি হাসিতে দেখিয়াছে। লেকিন তাহার বয়ান কবুল করা জায়েজ হইবে না। কেননা, সে একজন মরদ বালেগ মুসলমান হইলেও ছহি হাদীস মোতাবেক কমছে কম দুইজন মরদ বালেগ মুসলমানের গাওয়া না হইলে কোনও খবর ছহি বলিয়া কবুল করা যাইতে পারে না।

আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৮।

www.pathagar.com

গায়ের মুলুকের গোলাম

ছদর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ফিলহাল কয়েক মরতবা গায়ের মুলুকের পায়রাবি করনেওয়ালা আদমিদের সনাক্ত করিয়া বিলকুল বেবুনিয়াদ করার জন্য আমলোকের প্রতি দরখাস্ত জানাইয়াছেন। ছদর ছাহেবের এই দরখাস্ত কোনও নয়া চিজ নহে। বাংলাদেশের ছদারতি কবুল করার বহুত রোজ আগে হইতেই তিনি এই কিছিমের দরখাস্ত জানাইয়া আসিতেছেন। এবং বাংলাদেশের আজাদী ও খোদমুখতারি কায়েম রাখা ও হেফাজত করার জরুরত বহুত জোরেশোরেই বলিয়া আসিতেছেন। তামাম বাংলাদেশীর ইহাতে খুশী হওয়ার কথা, এবং হইয়াছেও। কেননা, কোনও গায়ের মুলুকের ঈমান-আকিদা অথবা খাছিয়ত-খেয়ালাত এই মুলুকে কায়েম হউক, তাহা কেহই চাহে না। বাংলাদেশে বাংলাদেশী খেয়ালাত বহাল থাকুক, ইহাই তামাম লোক কামনা করে। লেহাজা ছদর ছাহেব যখন গায়ের মুলুকের পায়রাবি করনেওয়ালা আদমিদের সনাক্ত করিয়া বেবুনিয়াদ করার কথা বলেন, তখন তিনি তামাম বাংলাদেশীর দিলের মকসুদই জারি করিয়া থাকেন।

লেকিন এই ছওয়ালটির মধ্যে থোড়া খটকা রহিয়া গিয়াছে। দুছরা কাহারও নজরে উহা ধরা পড়িয়াছে কি-না, তাহা জানিনা, লেকিন আমার মাফিক একজন বেএলেম নালায়েক আদমির নিকট এই খটকা একটু জিয়াদা জটিল বলিয়াই মালুম হইতেছে।

পয়লা ছওয়াল হইতেছে এই যে, এই মুলুকের আমলোক গায়ের মুলুকের পায়রাবি করনেওয়ালা আদমিদের অতি সহজেই সনাক্ত করিতে পারে বটে, লেকিন বেবুনিয়াদ করিতে পারে না। করিলে বা করিতে চাহিলে কানুন ও আমানের ছওয়াল পয়দা হইয়া যাইতে পারে, এবং গায়ের সরকারী দস্তে কানুন ইস্তেমাল হওয়ার খতরনাক হালত পয়দা হইয়া যাইতে পারে। লেহাজা আমলোকের পক্ষে ছেরেফ সনাক্ত করিয়া দেওয়াই জায়েজ ও দুরস্ত হইবে। তাহার বেশি কদম বাড়ানো বিলকুল ছহিহ্ হইবে না। এবং বেবুনিয়াদ করার তামাম দায়-দায়িত্ব হুকুমতকেই গ্রহণ ও পালন করিতে হইবে।

দুছরা ছওয়াল হইতেছে এই যে, আমলোক আজতক কোনও গায়ের মুলুকের পায়রাবি করনেওয়ালাকে সনাক্ত করিতে পারিয়াছে কিনা? এবং পারিয়া থাকিলে তাহার নতিজা কি হইয়াছে? আমরা যতদূর ওয়াকিফ আছি, অনেক বাংলাদেশী তকরির-বয়ানের মারফত, এবং অনেক রোজানা ও হফতাওয়ারি আখবার খবর ও রিপোর্ট ছাপাইয়া গায়ের মুলুকের অনেক খরিদা গোলামকে ইতিমধ্যেই সনাক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহাদের নাম-তারিফ তক এলান করিয়া দিয়াছে। এমন কি কোন গোলামের নামে কোন মুলুক হইতে কোন কিছিমের তোহফা কোন তরিকায় আসিয়া থাকে, তাহাও

www.pathagar.com

জারি করিয়া দিয়াছে। লেকিন তাহার নতিজা ও ফায়দা কি হইয়াছে? এইসব গায়ের মুলুকী গোলামেরা হামেশা ছিনা টান করিয়া তাহাদের নিজের নিজের মনিবের ঈমান-আকিদা জোরেশোরে প্রচার তো করিতেছেই, এমনকি যাহারা তাহাদের সনাক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি নানান কিছিমের হুমকি দিতেছে। ইহা আলবত কোনও বেহতের আলামত নহে। এই ছুরতেহাল বহাল থাকিলে ছদর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ডাকে আখেরতক কেহ সাড়া দিতেই শায়েদ আর হিম্মত করিবে না।

তিসরা ছওয়াল হইতেছে এই যে, এই মুলুকে এমন অনেক গায়ের মুলুকী গোলাম আছে, যাহারা দুছরা কাহারও দ্বারা সনাক্ত হওয়ার জন্য ইন্তেজার না করিয়া নিজেরাই শান-শওকতের সহিত নিজেদের সনাক্ত করিয়া দিতেছে। এবং নানান কিছিমের মজলিছ-জলসায় তকরির-বয়ান করিয়া এবং রোজানা ও হফতাওয়ারি আখবারে খবর ও রিপোর্ট ছাপাইয়া প্রকাশ্যেই গায়ের মুলুকী খাছিয়ত-খেয়ালাত প্রচার করিতেছে। লেকিন তাহাদের কায়-কারবারে এযাবত কেহ কোনও বাধা দেওয়ার কোশেশ করিয়াছে অথবা তাহাদের বেবুনিয়াদ করার জন্য কেহ কোনও কদম উঠাইয়াছে, এমন কোনও খবর শায়েদ আজতক শুনা যায় নাই। এই সুবাদে আমার একটি মিছালের কথা ইয়াদ হইল।

এই মুলুকের অধিকাংশ বাসিন্দার দিলে যিনি জখম পয়দা করিতে পারেন, এবং তাহাদের ঈমান-আমানের উপর হামলা করাকে প্রগতিশীলতা বলিয়া মনে করেন, তাহাকে আর যাহাই বলা হউক না কেন, বাংলাদেশী স্বার্থ ও কওমিয়াতের সহায়ক অন্তত বলা যাইতে পারে না। দাউদ হায়দার নামক জনৈক শায়ের যে এই কিছিমের একজন আদমি, তাহাতে শায়েদ আর কোনও আন্দেশার মওকা নাই। তিনি মুসলমানের পিয়ারা নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লামের উপর হামলা করিয়া শে-র রচনা করিয়া নিজেই নিজেকে এই মুলুকের অধিকাংশ বাশিন্দার দুশমন এবং কোনও একটি গায়ের মুলুকের গোলাম বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন। ফলে তাহাকে বেবুনিয়াদ করার জন্য তামাম আমলোক যখন কদম উঠাইয়াছিল, তখন ধর্মনিরপেক্ষতার বে-আস্তিন কোটওয়ালা বাকশালী হুকুমত হেমায়েতি পানাহ দিয়া তাহাকে গায়ের মুলুকে ভেজিয়া দিয়াছিল। যতদূর জানা যায়, তিনি এখন সেই মুলুকেরই নাগরিক হইয়া গিয়াছেন। এদিকে বাংলাদেশে এখন আর বাকশালী হুকুমত নাই। ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে দস্তুরে বিসমিল্লাহের রহমানুর রহিম এবং আল্লাহ্‌র উপর একিন কায়েম করার হুকুম বহাল হইয়াছে। লেকিন তাহা সত্ত্বেও আমাদের বাঙলা একাডেমী ও হফতাওয়ারি 'বিচিত্রা'র মত সরকারী ইদারা এখনও সেই দাউদ হায়দারের শে-র ছাপাইয়া তাহাকে পানাহ্ জোগাইতেছে। তাহাকে লেহাজা এখন

www.pathagar.com

ছেরেফ ইসলাম নহে, কোনও দ্বীনকেই যাহারা কবুল করে না, এবং একমাত্র রাশিয়ার ওছুল ছাড়া দুছরা কোনও ওছুলকে যাহারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া মনে করে না, সেই কম্যুনিষ্ট পার্টিতো নিজেরাই নিজেদের বিদেশপন্থী বলিয়া জাহির ও সনাক্ত করিয়াছে। তাহাদের ছরদার জনাব মনি সিং তো প্রকাশ্যেই এলান করিয়া দিয়াছেন যে, দ্বীনের নামে যাহারা ময়দানে নামিবে, তাহাদের তিনি বেবুনিয়াদ করিয়া দিবেন। এই বেবুনিয়াদ করনেওয়ালাদের তাহা হইলে বেবুনিয়াদ করিবে কাহারা? এই দায়-দায়িত্ব কাহার উপর বহাল আছে?

বাংলাদেশে যাহারা হরহামেশা দ্বীনকে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা বলিয়া গালিগালাজ করিয়া থাকেন, তাহাদেরই কেহ কেহ যখন আজমীর শরীফে হজরত খাজা মইনুদ্দীন হাসান চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহের মাজার জিয়ারতের এরাদা জাহির করেন, পয়লা কদমে তখনই তো আন্দেশা পয়দা হওয়া উচিত ছিল? লেকিন তাহা হয় নাই। এমন কি আজমীর শরীফের নাম করিয়া কলিকাতায় যাইয়া পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট উজিরে আলা জনাব জ্যোতিবসু এবং পলাতক বাকশালীদের সহিত গুফতগু করিয়া যাহারা গায়ের মুলুকী ওছুলের পায়রবি করনেওয়ালা বলিয়া নিজেরাই নিজেদের সনাক্ত করিলেন, তাহাদের বেবুনিয়াদ করার জরুরতের কথা কি কাহারও মনে হইয়াছে?

আইউবী আমলে একজন জবরদস্ত ওমরাহ বিভিন্ন সরকারী ইদারায় বাছিয়া বাছিয়া কম্যুনিষ্ট ও দুছরা কিছিমের বিদেশপন্থীদের চাকুরী দিতেন। তিনি বলিতেন যে, উহাদের জবান দিয়া সরকারে বাতচিত বলানো এবং নীতি ওছুল বয়ান করানো হইলেই উহারা ধীরে ধীরে বামপন্থী হইতে ডানপন্থী এবং বিদেশপন্থী হইতে স্বদেশপন্থী হইয়া যাইবে। লেকিন আসলে তাহা হয় নাই। বামপন্থীরা বামপন্থী এবং বিদেশপন্থীরা বিদেশপন্থীই থাকিয়া গিয়াছিল। মাঝখান হইতে মনিবসহ ঐ ওমরাহ ছাহেব নিজেই বেবুনিয়াদ হইয়া গিয়াছিলেন।

ছদর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন বেবুনিয়াদ করার কথা বলিতেছেন, তখন ঐ জবরদস্ত ওমরাহ ছাহেবের মাফিক এখনও কেহ বিদেশপন্থীদের আপোষে বয়েত করার কোশেশ করিতছে না তো?

আজাদ, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

নালায়েক বয়ান

রোজানা আজাদে "সংস্কৃতির অঙ্গণে কালোহাত" নামে যে ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও কোনও মহলে বাকায়াদা জানকান্দানি শুরু হইয়াছে বলিয়াই মালুম হইতেছে। ঐ রিপোর্টে যে সকল তথ্য ও খবর এলান করা হইয়াছে, তাহার কোনওটির খেলাফেই এযাবত কেহ কোনও এতরাজ করিতে পারেন নাই। কেননা, ঐগুলি ছিল সঠিক ও সত্য। এতরাজ করিতে পারিলে গোশ্বা শায়েদ হালকা হইয়া যাইত। লেকিন সেই মওকা যখন হয় নাই, তখন গোশ্বার গরম জিয়াদা হইতে হইতে এখন উহা জানকান্দানিতে পরিণত হইয়াছে। এবং এই কারণে খিস্তি-খেউড় ও গালি-গালাজ করিয়া আজাদ, আজাদের লেখক, কলামিষ্ট এবং এমনকি আজাদের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেবের উপর পর্যন্ত এলোপাতাড়ি হামলা করা হইতেছে।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব মুসলিম বাংলা সাংবাদিকতার ওয়ালেদ। ইহা তাঁহার দুশমনেরাও বিনা ওজরে কবুল করিয়া থাকেন। বেশুমার বাধা-বিপত্তির খেলাফে হামেশা জেহাদ করিয়া এবং অপরিসীম তকলিফ কবুল করিয়া সাংবাদিকতার জগতে তিনি বাংলার মুসলমানদের জন্য ইজ্জতের কুরছি কায়েম করিয়া গিয়াছেন। লেকিন আফছোছের বাত হইতেছে এই যে, বিনা তকলিফে ঐ কুরছিতে বসিয়া কোনও কোনও নালায়েক বালখিল্য সাংবাদিক এখন তাহার ওয়ালেদ ছাহেবকেই প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতি-বিরোধী বলিয়া সাবুদ করার কোশেশ করিতেছে। সেদিন এই কিছিমের একজন নাবালক কলামিষ্ট রোজানা ইত্তেফাকে বয়ান করিয়াছেন যে, মওলানা ছাহেব যতদিন জিন্দা ছিলেন, ততদিন নাকি রোজানা আজাদে ছিনেমার কোনও তছবির ছাপা হয় নাই, এবং তাঁহার ওফাতের পর হইতেই উহা ছাপা হইতেছে। এই এরশাদ ফরমাইয়া তিনি সাবুদ করিতে চাহিয়াছেন যে, মওলানা ছাহেব প্রগতির বিরোধী ছিলেন, এবং তাঁহার ওফাতের পরই রোজানা আজাদের পাতায় পাতায় প্রগতির চাকা গড়গড় করিয়া চলিতে শুরু করিয়াছে।

এইরূপ একটি ডাহা মিথ্যা কথা ছাপার হরফে বলার আগে নাবালক কলামিষ্ট ছাহেব যদি মেহেরবানী করিয়া তাহার নিজের অফিসেরই কোনও সাবালক সাংবাদিকের নিকট ছওয়াল করিতেন, তাহা হইলেই তিনি জানিতে পারিতেন যে, তিনি যখন পয়দা হন নাই, তখন হইতেই মওলানা ছাহেব তাঁহার রোজানা আজাদের ফিলমিস্তান নামক হপ্তাওয়ারি ফিচারে ছিনেমার তছবির ছাপিতেন।

www.pathagar.com

আর মওলানা ছাহেব প্রগতিশীল ছিলেন কিনা তাহা সাবুদ করার দায়িত্ব কোনও নাবালক ও মতলবী কলামিষ্টের উপর নিশ্চয়ই বর্তায় নাই।

ঐ একই কাগজের আর একজন কলামিষ্ট সেদিন দেখিলাম বোতপরস্তির জরুরত বয়ান করিতে যাইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তামাম গোশ্বা ইস্তেমাল করিয়াছেন "প্রবীণ সহযোগী" ইয়ানে আজাদের উপর। ইহাতে তাজ্জব হওয়ার কিছুই নাই। কেননা, আজাদ ইসলামী মূল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তার ঝান্ডা হামেশা উঁচা করিয়া ধরিয়াছে। এবং বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর যাহারা আচানক মাথার চুল লম্বা করিয়া ঢাকায় এপার বাংলা-ওপর বাংলা এক বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে পান্ডাগিরি করিয়াছে এবং দুই পাতা ডাস ক্যাপিটাল পড়িয়া মস্কোকে হোম বলিয়া খেয়াল করিতে শুরু করিয়াছে, তাহাদের হাঁড়ি একেবারে হাটের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। লেহাজা তাহাদের তো গোশ্বা হইবারই কথা। প্রগতি নামের এক আজব মালের আড়তদারি করিয়া তাহারা যে টুপাইস রোজগার করিতেছিলেন এবং ঘনঘন মস্কো-কলিকাতায় তেজারতি ছফর করিতেছিলেন, আজাদের রিপোর্টের ফলে তাহাও এখন বাতিল-বরবাদ হইয়া গিয়াছে। লেহাজা ছেরেফ গোশ্বা নহে, কলামে কলামে এখন আগের মাফিক খিস্তিখেউড়ও শায়েদ নেহায়েত বেমানান হইবে না।

বিচিত্রা নামক হপ্তাওয়ারি সরকারী কাগজে জনৈক খোন্দকার মাঝে মধ্যে ভাঁড়ামি ও মশকারাবাজি করিয়া পাঠকদের খুশি করার কোশেশ করিয়া থাকেন। বিলকুল সার্কাস খেলার ক্লাউনের মাফিক। লেকিন ফিলহাল তিনি আচানক খাপ্পা হইয়া ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাহার চুনকালি-মাখা বদছুরত মুখ হানুমানিক তরিকায় ভেংচাইতেছেন কেন, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। "সংস্কৃতির অঙ্গনে কালোহাত" নামক রিপোর্ট কি তাহার দিল-কলিজায় নেজা বসাইয়া দিয়াছে? নহিলে খোদ সরকার যখন ইসলামের পোষকতা করিতেছেন, ঠিক সেই সময় একখানি সরকারী কাগজে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য হামলা চালান হইতেছে কেমন করিয়া?

একসময় কলিকাতার রোজানা আখবার আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী ও অমৃতবাজার, এবং লেখক শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়, মনোজ দত্ত, বিমল বসু, সমরেশ রায় অগায়রা (পাঠক, আমি হিন্দু নামের লকব ঠিক রাখিতে পারি না বলিয়া মাফি মাঙ্গিতেছি) ইসলাম ও পাকিস্তানকে একই অর্থে ব্যবহার করিতেন এবং খুনী, মাতাল, নারী-ধর্ষণকারী, কসবিবাজ ও মুসলমানকেও একই অর্থে ব্যবহার করিতেন। বহুত রোজ বাদ খোন্দকার আলী আশরাফ ছাহেবও বিলকুল সেই একই কাজ করিয়াছেন। পাকিস্তান, ইসলাম, আলবদর, আলশামস, শরাবী, রান্ডিবাজ ও মুসলমান

www.pathagar.com

লফজগুলিকে তিনি একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ইহাই সাবুদ করিতে চাহিয়াছেন যে, যাহারাই নিজেদের মুসলমান বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাহারাই বাংলাদেশেরঘোরবিরোধী।

খোন্দকার ছাহেব যে খোন্দকারী তালাক দিয়া গুরুমন্ত্র লইয়াছেন, তাহা মাশাআল্লাহ ছাফছাফ ই মালুম হইয়া যাইতেছে। লেকিন একটি জরুরী চিজ তিনি শায়েদ খেয়াল করেন নাই যে, এই আজাদ বাংলাদেশে দাদাগিরি ও গুরুমন্ত্র জারির দিন খতম হইয়া গিয়াছে। আনন্দবাজারী তরিকায় হানুমানিক মশকরাবাজি করিলে তাহার দাদাগণ ও গুরুগণ খুশি হইবেন বটে, লেকিন মুসলমানগণ তাহাকে সনাক্ত করিয়া ফেলিবেন। তাহাকে শায়েদ ইয়াদ দেলাইয়া দেওয়া জরুরী যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ বাশিন্দা মুসলমান, এবং তাহাদের একিন–এরাদা মোতাবেক দেশের দস্তুরেও ইসলামী গেলাফ লাগান হইয়াছে। লেহাজা এই ছুরতেহালে এখন এই মুলুকে তাহার ঐ বাকশালী নাগমা এবং আনন্দবাজারী হানুমানিক নৃত্যের টিকিট আর কেহ খরিদ করিবে না। এবং তিনি মেহেরবানী করিয়া কোনও সরকারী কাগজকে তাহার কুকর্মের বাহন হিসাবে ব্যবহার না করিলেই ভাল করিবেন।

বাংলাদেশের দস্তুরে যখন বিভিন্ন মুসলিম দেশের সঙ্গে দোস্তী কায়েম করার ওছুল রহিয়াছে, ছদর জিয়াউর রহমান যখন নিজে হামেশা এই সুবাদে কোশেশ করিয়া বহুত কামিয়াবী হাছিল করিয়াছেন, এবং মাহে রমজানে যখন তামাম মুসলিম জাহানে ইসলামী সংহতির মাহিনা বলিয়া গণ্য হইতেছে, ঠিক সেই সময় এই অর্বাচীন খোন্দকার ছাহেব মুসলিম দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের রিশতাদারি ও তায়াল্লুকাত সম্পর্কে তিরছি নজর মারিয়া মশকারা করার হিম্মত পাইলেন কেমন করিয়া? এবং কোথা হইতে?

জ্বি না, খোন্দকার ছাহেব! আপনারা যতই কোশেশ করুন না কেন, বাংলাদেশের মুসলমানরা কখনই লক্ষ্মণসেনের আওলাদ অথবা আপনাদের মাফিক দৌআশলা হইবে না। তাহারা মুসলমানই থাকিবে, এবং তাহাদের সংস্কৃতির অঙ্গনে আপনাদের কালোহাতের বিরুদ্ধে হামেশা প্রতিবাদ করিবে। চারিদিকে ইসলাম ও মুসলমান দেখিয়া আপনারা কেন যে চোখেসর্ষপ পুষ্পদেখিয়া থাকেন এবং ভুল বকিয়া থাকেন, তাহা আমরা ইনশাআল্লাহ মালুম করিতে পারি। মেহেরবানী করিয়া তিড়িং–বিড়িং করিবেন না, ছওয়াল এড়াইবার কোশেশ করিবেন না। হিম্মত থাকিলে রোজানা আজাদের সংস্কৃতি সম্পর্কিত রিপোর্টের তথ্য ভিত্তিক প্রতিবাদ করুন।

আজাদ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

চেতনায় রবীন্দ্রনাথ

মশহুর শায়ের জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লইয়া আমাদের কোনও কোনও এলেমদার বুজর্গ আদমি ফিলহাল বহুত বেচায়েন ও বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ছাহেব। তাঁহার তড়পানি ও পেরেশানি দেখিয়া মালুম হইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ মেঘনার পানিতে ডুবিয়া যাইতেছেন, এবং তাঁহাকে উদ্ধার করার সোল এজেন্সি সেরেফ তিনিই লইয়াছেন। তাঁহার এই মৌরসী মোকাররররী লাখেরাজ তালুকে দুছরা কেহ যাহাতে কোনও হিস্‌সা বসাইতে না পারে, সেজন্য তিনি হালুম-হুংকার করিয়া এইছা জোরে জঙ্গী আওয়াজ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কিতাব পড়ার ব্যাপারে যাহাদের দিলে থোড়া-ছা-থোড়া দিলচসপিও ছিল, তাহারাও বিলকুল তড়কাইয়া গিয়াছে।

শায়ের ছাহেবের ওফাতের সালগিয়ায় তাঁহার কাব্য, কিতাব ও ফালসফা লইয়া ওয়াজ-নছিহত হওয়ার কথা। লেকিন বাঙলা একাডেমীর জলছায় ছদারতি করিতে যাইয়া অধ্যাপক ছাহেব যাহা করিয়াছেন, তাহাতে খোদ রবীন্দ্রনাথেরই শরমিন্দা হওয়ার কথা। কেননা, তিনি শায়ের ছাহেবের কোনও হুনর-হেকমত বা তারিফ বয়ান করেন নাই। শায়ের ছাহেবকে ওছিলা করিয়া একটি ছিয়াছি বয়ান ইয়ানে রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়াছেন। রোজানা সংবাদের রিপোর্ট মোতাবেক তিনি ফরমাইয়াছেন - "মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক ভূষণে আখ্যায়িত করে কিছু মহল যখন রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে, তখন প্রতিটি সচেতন বাঙ্গালীকে বুঝতে হ'বে, এর পিছনে অন্য কোনও স্বার্থ রয়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন ফ্রন্টের মাধ্যমে এই কুচক্রী মহল রবীন্দ্র-বিরোধিতায়তৎপর।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে "মুসলিম-বিরোধী" বলা বিলকুল দুরস্ত বা জায়েজ নহে। ইহাই তো আপনি বলতে চাহেন, অধ্যাপক ছাহেব? খায়ের। আপনি মেহেরবানী করিয়া প্রমাণ দিন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমানদের ধর্ম ও তাহজিব-তমদ্দুনের সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন। আপনি শায়েদ ফাহাম করিতে পারিবেন যে, ছেরেফ প্রমাণ দাখিল করিতে পারিলেই আপনার বয়ান ছহি বলিয়া সাবুদ ও কবুল হইবে। আপনার আস্ফালন বা গোশ্বার ফোঁস-ফোঁস আওয়াজে কেহ ডরাইবে না। এবং তাহার কোনও জরুরতও হইবে না। এই হপ্তানামা প্রকাশিত হওয়ার এক মাহিনার মধ্যে আপনি মেহেরবানী করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুসলিম সমর্থক ও সহায়ক বলিয়া সাবুদ করিয়া এই কাগজে একটি রচনা পাঠাইবেন। অন্যথায় আমরা ধরিয়া লইব যে, আসলে আপনি বাগাড়ম্বর ও এলেমদারী দাগাবাজি করিয়া মজলিস গরম করিতে চাহিয়াছেন। এবং

www.pathagar.com

আমাদের দস্তুরের ইসলামী খাছিয়ত ও বাংলাদেশী কওমিয়াত রদ-রহিত করিয়া আবার "বাঙ্গালী" কওমিয়াত ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুনর্বহাল করার মতলবে যাহারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যবহার করিতেছে, আপনি সেই গায়ের মুলুকী মহলের হাতের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করিতেছেন।

জনাব অধ্যাপক ছাহেব আরও ফরমাইয়াছেন যে, "রবীন্দ্রনাথ নাকি আমাদের চেতনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছেন। তিনি আমাদের সত্ত্বা, ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

একদিক হইতে জনাব অধ্যাপক ছাহেবের এই ফয়সালা বিলকুল ছহি। তিনি এবং তাহার মাফিক যাহারা তাহাদের মুসলমানিত্ব সম্পর্কে শরম ও বিব্রত বোধ করিয়া থাকেন, এবং শহরের শানদার দহলিজে বসিয়া কাব্যচর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাহাদের জন্য তাহার এই বয়ান বরহকভাবে ছহি। লেকিন এই মুলুকের আম মুসলমানের জন্য উহা আদৌ প্রযোজ্য হইতে পারে না। এবং অধ্যাপক ছাহেবের বদনছিব যে, এই মুলুকে উহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই সুবাদে আমার একটি পুরানা ঘটনা ইয়াদ হইতেছে। কয়েক সাল আগের কথা। বাকশালী সালতানাতের তখন শানদার জমজমাট হালত। সেই সময় মুসলিম রেনেসাঁর নকীব মশহুর শায়ের ফররুখ আহমদ যেদিন ইন্তেকাল করেন, সেইদিন তাঁহার ইয়াদগারিতে ঢাকা টেলিভিশনে একটি খাস মজলিসের ইন্তেজাম হয়। আমাদের কথিত অধ্যাপক ছাহেবও ঐ মজলিসে শরিক হইয়াছিলেন। সেখানে ওয়াজ করিতে যাইয়া তিনি ফররুখ আহমদের কবি প্রতিভা কবুল করিয়াও তাঁহাকে একজন "প্রচারধর্মী কবি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। স্পষ্টতই ফররুখ আহমদ ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুনের ঝান্ডা উঁচা করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তিনি পছন্দ করিতে পারেন নাই।

জনাব অধ্যাপক ছাহেবের মাফিক জনৈক ডক্টর ছাহেবও জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি যাহা নন তাহাই বলিয়া তারিফ করিয়াছেন। বাংলাদেশ পরিষদের এক মজলিসে ছদারতি করিতে যাইয়া তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন – "কবিগুরু কোনও দেশের, ধর্মের বা কোনও জাতির কবি নন, তিনি মানবতার কবি। তিনি এত বিরাট ও ব্যাপক যে, তাঁকে বাদ দিলে নিজেকেই অস্বীকার করা হয়। তিনি আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার। বর্তমানে কিছু মহল যে আবার রবীন্দ্র বিরোধিতায় নেমেছে, এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এরা এখনও হীন স্বার্থ ও কূপমন্ডূকতায় লিপ্ত রয়েছে।"

জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কোনও খাছ দেশ, ধর্ম বা জাতির কবি নহেন, এমন দাবী তিনি নিজেও শায়েদ কখনও করেন নাই। কারণ, তাঁহার তামাম সাহিত্যকর্মের

www.pathagar.com

বুনিয়াদই হইতেছে বৈদিক হিন্দুস্থান। উপনিষদই হইতেছে তাঁহার অনুপ্রেরণার উৎস। যে দেশের আবহাওয়ায় তিনি লালিত হইয়াছিলেন, যে জাতির ভাবধারায় তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এবং যে ধর্মীয় আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, নিজের কালজয়ী প্রতিভার স্পর্শে তিনি তাহাকে একটি ব্যাপক পরিমন্ডলে সার্বজনীন রূপ দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু নিজের উৎসমূল হইতে তিনি কখনই বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হন নাই। ইহা তাঁহার স্বাজাত্যাভিমানের প্রমাণ এবং এজন্য তিনি তারিফ পাওয়ার হকদার।

লেকিন তাঁহার চিন্তাধারার পরিমন্ডলে মুসলমান কখনও স্থান পায় নাই। মুসলমান তাহাকে বাদ দেয় নাই, তিনিই মুসলমানকে বাদ দিয়াছেন। হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধ তাহজিব-তমদ্দুন তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে, লেকিন মুসলিম তাহজিব তমদ্দুনকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। অথচ যে জামানায় তিনি বিকাশ লাভ করিয়াছিলেন, সেই জামানার বাংলাদেশেও মুসলমানই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানকে বাদ দিয়া যদি মানবতার ধারণা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে ডক্টর ছাহেবের সহিত আমরাও একমত যে, তিনি মানবতার কবি।

ঠিক একই যুক্তিতে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডক্টর ছাহেবদের গৌরব ও অহংকার হইতে পারেন, লেকিন মুসলমানদের গৌরব ও অহংকার তিনি কখনই নহেন। এবং এই কথা দ্বারা রবীন্দ্রনাথের অগৌরব যেমন সূচিত হয় না, তেমনি মুসলমানদের কূপমন্ডূকতা বা হীন স্বার্থও প্রশ্রয় পায় না। এই সহজ কথাটি ঠান্ডা মাথায় ভাবিয়া দেখিলে ডক্টর ছাহেবের শায়েদ অমন মারমুখী হইয়া আস্ফালন করার জরুরত হইত না।

তিনি শায়েদ ধরিয়া লইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের অমর সর্বজয়ী প্রতিভা মুসলমানদের স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাঁহার এই ধারণা বিলকুল গলত ও বেবুনিয়াদ। মুসলমানদের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতিতে রবীন্দ্র প্রতিভার কিছুমাত্র হেরফের হইবে না। হোমার যেমন গ্রীসের কবি, দান্তে যেমন ইটালির কবি এবং শেক্সপিয়ার যেমন ইংল্যান্ডের কবি রবীন্দ্রনাথও তেমনি বৈদিক হিন্দুস্থানের কবি হিসাবে আপন মহিমায় চিরভাস্বর হইয়া থাকিবেন। মুসলমানদের স্বীকৃতির জন্য তিনি নিজে যে কোশেশ করেন নাই, সেই কোশেশ এখন অধ্যাপক বা ডক্টর ছাহেবরা মেহেরবানী করিয়া না করিলেই আর সাদা পানি ঘোলা হইবে না।

আজাদ, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

কওমিয়াতের ছওয়াল

আমরা বাংলাদেশীরা কি কোনও আলাহিদা কওমিয়াত হাছিল করিয়াছি? নাকি এখনও হিন্দুস্থানী কওমিয়াতের ছাহাম হইয়া রহিয়াছি?

এতনা সাল বাদ এই কিছিমের ছওয়াল করায় অনেকে শায়েদ আমার দিল-মগজে কোনও শক্ত বিমারি আছে বলিয়াই আন্দেশা করিবেন। কেননা, হিন্দুস্থানী কওমিয়াত হইতে আমরা তো বহুত সাল আগেই তফাত-ফারাগত হইয়া গিয়াছি। তারপর পাকিস্তানী কওমিয়াত হইতেও ফারাক হইয়া বাংলাদেশী কওমিয়াত কায়েম করিয়াছি। বাংলাদেশ এখন মাশাআল্লাহ একটি আজাদ ও খোদমুখতার মুলুক। এই ছুরতেহালের কথা ইয়াদ রাখিলে আমাদের হিন্দুস্থানী কওমিয়াতের ছাহাম হওয়া অথবা আজাদ ও খোদমুখতার বাংলাদেশী কওমিয়াত কায়েম না হওয়ার কোনও ছওয়ালই পয়দা হইতে পারে না। লেকিন হইয়াছে, এবং আমাদের বদনছিব যে, বাংলাদেশের একটি সরকারী কাগজই এই ছওয়াল পয়দা করিয়াছে। হফ্তাওয়ারি 'বিচিত্রা' তাহাদের ঈদ-জমীমায় "স্বরূপ-অন্বেষা" নামক একটি এলেমদারি প্রবন্ধে ফরমাইয়াছেন-"পাকিস্তানের ইতিহাসে ষাটের দশকের পর তিনটি আন্দোলন এদেশের মানুষকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। পরিণতিতে এই আন্দোলন সরকার উৎখাতের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই এদেশের মানুষ একাত্তরের সংগ্রামে জীবন দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় সত্ত্বা নিরূপণের বিতর্ক এখনও অসমাপ্ত।"

ইয়ানে আমাদের কওমিয়াতের শেক্ল-ছুরত কোন্ কিছিমের, তাহা এখনও ফয়ছালা হয় নাই। এই সুবাদে এখনও বাহাছ চলিতেছে এবং এই বাহাছ এখনও খতম হয় নাই। লেকিন ঐ বাহাছ যে কোথায় চলিতেছে, এবং কাহারা যে উহাতে শরিক হইতেছে, বিচিত্রা তাহা আমাদের জানায় নাই। খায়ের। আমরা কবুল করিয়া লইলাম যে, আমাদের কওমিয়াতের ছওয়াল এখনও ফয়ছালা হয় নাই। লেকিন বাংলাদেশের দস্তুরে আমাদের কওমিয়াতকে বাংলাদেশী কওমিয়াত বলিয়া যে ফয়ছালা ও বয়ান দেওয়া আছে, তাহার নতিজা কি হইল? জেনারেল জিয়াউর রহমানের হুকুমত কি দস্তুরের ঐ বিধান বাতিল-বরবাদ করিয়া দিয়াছেন? এবং বাতিল-বরবাদ হইয়া থাকিলে তাহা এই মুলুকের আমলোককে না জানাইয়া ছেরেফ বিচিত্রা-কে জানানো হইল কেন? আর আসলে যদি দস্তুরের কানুন বাতিল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমলোক কাহার বয়ান হক বলিয়া কবুল করিবে? দস্তুরের না বিচিত্রার?

বিচিত্রা আরও ফরমাইতেছেন-"ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহু দূরে অবস্থিত

www.pathagar.com

জনগণ বারবার স্বরূপ অন্বেষায় বিভ্রান্ত হয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু আজো সঠিক পথের সন্ধান তাদের মেলেনি। ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় সত্ত্বার ভিত্তিতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলেও সংকটের অবসান হয়নি। তাই দেখি স্বাধীনতার প্রথম উষালগ্নে সফল আন্দোলন। ভাষার আন্দোলন শুধু সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আন্দোলন ছিল স্বরূপ অন্বেষার আন্দোলন। সোজা কথায় জাতীয় সত্ত্বা নিরূপণের আন্দোলন।" ইয়ানে আমরা লড়াই করিয়াছি, জান দিয়াছি, আজাদী হাছিল করিয়াছি, লেকিন কওমিয়াতের ফয়ছালা করিতে পারি নাই। এবং এই সুবাদে এখনও সঠিক রাহার হদিস পাই নাই। খায়ের।

তাহা হইলে হাছেল কালাম দাঁড়াইতেছে এই যে, আমরা এখনও কোনও কওম হইতে পারি নাই। লেকিন তাহাই বা হইতে পারে কেমন করিয়া? কওমিয়াত তো আমাদের একটি আলবত থাকা উচিত, এবং আছেও। তাহা কি? বিচিত্রা হিম্মত করিয়া ছাফ করিয়া বলিতে পারেন নাই, লেকিন কাফি ইশারা দিয়াছে। উহা হইতেছে – হিন্দুস্থানী কওমিয়াত।

"আসমুদ্র–হিমাচল বিস্তৃত এই জনপদের মানুষকে কি জাতি আখ্যা দেয়া যায়? এরা কখনও জাতি হয়ে উঠেছিলেন?" এই ছওয়াল করিয়া বিচিত্রা নিজেই তাহার জবাব দিয়াছেন হ্যাঁ বলিয়া। "ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন" একটিমাত্র জাতি গঠনের আন্দোলন ছিল। এবং এই হককথা কবুল না করায় বিচিত্রা স্যার জন ষ্ট্রাচি, স্যার জন সিলি এবং সাইমন কমিশন রিপোর্টকে গালিগালাজ করিয়াছেন। "বাস্তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশের আশা–আকাংখার প্রতিফলন মাত্র" – সাইমন কমিশনের এই মন্তব্য সম্পর্কে বিচিত্রা ফরমাইয়াছেন – "এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন রেখে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বিপথগামী করা।"

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ইয়ানে হিন্দুস্থানী কওমিয়াতের জন্য বিচিত্রার দরদ ও এশক–মোহাব্বতের আর যেন সীমাসরহদ নাই। এককালে মুসলমানরা যে তাহাদের জন্য একটি আলাহিদা মুলুক দাবী করিয়াছিল, বিচিত্রা তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা, ইংরেজের ষড়যন্ত্র এবং 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ'কে বিপথগামী করার কোশেশ ছাড়া দুছরা কিছু মনে করিতে পারেন নাই। থোড়া নমুনা দিই। বিচিত্রা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, "ভারতীয় জাতীয়তার বিকাশের ইতিহাস দীর্ঘ। এই ইতিহাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বাসমূহের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।"

বিভিন্ন লফজের পর সমূহের লফজ ইস্তেমাল করায় জবানের কমজোরি জাহির

www.pathagar.com

হওয়া সত্ত্বেও ইহা "শক-হুনদল-পাঠান-মোগল একদেহে হল লীন"-এর কথা ইয়াদ দিলাইয়া দেয় না কি?

"সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চেষ্টা চলে ভারত শাসনের। লেলিয়ে দেয়া হয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের।"

"ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিকাশকে বিপথগামী করার জন্য সাম্প্রদায়িক দ্বিধাবিভক্তিকে উস্কে দেয়া হয়।"

"ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং নির্যাতনে নিষ্পেষিত মুসলমান অথবা হিন্দু ভারতীয়ের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে রক্ষা করার জন্য।"

ইহা কাহাদের জবান? কাহাদের মনতেক? তৎকালীন হিন্দুস্থানের মুসলমানরা যখন আলাহিদা মুলুক ও খোদমুখতারি দাবী করিয়াছিল, তখন যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা তাহাদের খেলাফে এই একই জবান ও একই মনতেক ইস্তেমাল করিত। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে হিন্দুস্থানী কওমিয়াতের গোলামির জিনজির টুটিয়া ফেলিয়া যখন আসল আজাদী হাছিল করিয়াছে এবং আল্লাহর উপর ঈমানকে তামাম কামের বুনিয়াদ হিসাবে কবুল করিয়া ইসলামী রাহা বাছিয়া লইয়াছে, ঠিক সেই সময় সেই যুগান্তর ও আনন্দবাজার বলিতেছে – "বাংলাদেশের ইসলামদরদ সাত হাত মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।"

"মোল্লার আলখাল্লা গায়ে দিয়ে জেনারেল জিয়া ইসলামী দেশগুলির সঙ্গে দোস্তী করতে যাচ্ছেন। সেলাম! মৌলানা জেনারেল সেলাম!"

"ধর্মনিরপেক্ষতা উঠিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার পত্তন করা হচ্ছে।"

কলিকাতার যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ঢাকার সরকারী কাগজ বিচিত্রার সুর ও তাল একই কিছিমের হইল কেমন করিয়া? উভয়েই মুসলমানের ইসলাম দরদকে সাম্প্রদায়িকতা বলিতেছে কেন? আর বাংলাদেশ সরকারের কাগজ বিচিত্রা এখন এই সময় আমাদের কোনও কওমিয়াত নাই বলিয়া বগল বাজাইয়া হিন্দুস্থানী কওমিয়াতের নামে জিন্দাবাদ দিতেছে কেন? ইহা কি কোনও খতরনাক মুছিবতের আলামত! আবার হিন্দুস্থানী কওমিয়াতের গোলাম বানাইবার মতলবে আমাদের কি তাহা হইলে মানসিক দিক হইতে প্রস্তুত করিয়া তোলা হইতেছে?

আজাদ, ২১শেঅক্টোবর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

বাগান গায়েব

ফিলহাল যখন বহুত শান শওকত ও এশক জজবার সহিত বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু হইয়াছিল, খবরটি ঠিক তখনই প্রকাশিত হইয়াছিল। আল্লাহর কি কুদরত। তিনি মেহেরবানী করিয়া আমাদের উজারতে জঙ্গলের উপর নেকনজর এনায়েত করিয়াছেন। এবং সন্দ্বীপের চরে একটি বিরাট গায়েবী জঙ্গল কায়েম করিয়া দিয়াছেন।

গুজাস্তা ৩০শে জুন চাটগামের রোজানা জামানায় এই খবরটি প্রকাশিত হয়। উহাতে বলা হয় যে, সন্দ্বীপের দক্ষিণ–পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ৭৯ নং মগধরা মৌজায় ৭৩৫ একর জমিতে একটি উমদা কিছিমের জঙ্গল পয়দা করা হইয়াছে। এবং যাহারা উহা পয়দা করিয়াছেন, উজারতে জঙ্গলের সেই মুলাজিম ছাহেবান গুজাস্তা ১৯৭৭ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের ৩৭০ চিঠিতে উপরের মহলে উহার বাকায়দা রিপোর্টও করিয়াছেন। এই কামিয়াবী সরেজমিনে দেখিতে যাইয়া জামানার নোমায়েন্দা ছাহেব ঐ গায়েবী জঙ্গলের সন্ধান পাইয়াছেন।

তিনি বাতাইয়াছেন যে, মগধরা মৌজার দুম্বার খাল হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণে কাটাখালী তক এলাকায় যেখানে ঐ ৭৩৫ একরের জঙ্গল থাকার কথা, সেখানে তিনি নাকি উহা তালাশ করিয়া পান নাই। যাহা পাইয়াছেন, তাহা নাকি সেরেফ খালি জমিন। মাঝে মধ্যে দুই একটি গাছ আছে বটে, লেকিন তাহাও নাকি দুই তিন ফুটের জিয়াদা লম্বা নয়। এবং এই জঙ্গল পয়দা করিতে নাকি সময় লাগিয়াছে ছেরেফ বারো সাল, এবং খরচ হইয়াছে প্রতি একশো একরে তিরিশ হাজার টাকা হিসাবে প্রায় আড়াই লাখ টাকা।

নোমায়েন্দা ছাহেব নাকি তালাশ করিয়াছেন। লেকিন তিনি বাকায়দা ছহি তরিকা মতে তালাশ করিয়াছেন কিনা, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। করিলে কেন পাওয়া যাইবে না? তালাশ করিয়া এই দুনিয়ায় কি পাওয়া না যায়? দুছরা ছওয়াল হইতেছে এই যে, গায়েবী চিজ দেখার মত কাবেলিয়াত হাছেল করিয়া ওজু করিয়া পাকসাফ হইয়া তিনি খালেছ নিয়তে তালাশ করিয়াছেন কিনা। না করিয়া থাকিলে নাহক উজারতে জঙ্গলের বিরুদ্ধে শেকায়েত করিয়া কোনও ফায়দা নাই। কেননা, রিপোর্টে যাহার বয়ান থাকিবে, বিলকুল সেই চিজই যে সরেজমিনে থাকিতে হইবে, এমন কোনও আজব মুচলেকা নিশ্চয়ই কেহ নোমায়েন্দা ছাহেবকে দেয় নাই। তাহা হইলে?

নোমায়েন্দা ছাহেব মালুম হইতেছে নওজোয়ান আদমিই হইবেন। দুনিয়াদারির এলেম কালাম তিনি শায়েদ এখনও বাকায়দা রপ্ত করিতে পারেন নাই। পারিলে তিনি

www.pathagar.com

আলবত কিয়াছ করিতে পারিতেন যে, কাজি ছাহেবের গরুর বয়ান কিতাবের পাতায় যত বেহেতেরিন থাকুক না কেন, গোয়ালে যে উহা হামেশা হাজির পাওয়া যাইবে এমন কোনও কথা নাই।

রোজানা জামানার ঐ খবরে আরও জানা যাইতেছে যে, মবলগ ২ হাজার ৩ শত ৩৫ একর জমিতে জঙ্গল হওয়ার কথা থাকিলেও বারো সাল সময়ের অন্দরে হইয়াছে ছেরেফ ৭৩৫ একর জমিতে, যাহাও আবার তালাশ করিয়া পাওয়া যায় নাই। তামাম এলাকায় এখন কে বা কাহারা নাকি বেআইনিভাবে আবাদ করিয়া হরসাল বিপুল পরিমাণ ধান ফলাইতেছে। তবে নোমায়েন্দা ছাহেব জঙ্গল তালাশ করিয়া না পাইলেও জঙ্গলের অফিস পাইয়াছেন। সাইনবোর্ডওয়ালা ঐ ঘরে যাহারা বাস করেন তাহারা নাকি মছলি শিকার করিয়া এবং তাহা শুকাইয়া আরাম এতমিনানের সহিত দিন গুজরান করিয়া থাকেন। তাহাদের এলাকার অন্দরে গরু মহিষ প্রবেশ করিলে তাহারা নাকি উহা আটক করেন এবং মালিকেরা "বখরা" না দেওয়া তক ছাড়িয়া দেন না।

তামাম মুলুকে যখন খোরাকির পয়দাওয়ার বাড়ানোর জন্য জোর কোশেশ করা হইতেছে, তখন জঙ্গল পয়দা না করিয়া ধান পয়দা করাই তো বেহেতের। লেকিন ইহা আবার বেআইনি হইল কেমন করিয়া তাহা ঠিক মালুম করা যাইতেছে না। আর কেহ যদি মছলি শিকার করে, অথবা তাহা শুকায় তাহাতেই বা শেকায়েত করার কি আছে? এইরূপ কাজ করা যাইবে না বলিয়া কোনও কানুন তো জারি করা হয় নাই। আর যে ধান হইতেছে মানুষের খোরাক, গরু মহিষ ছাড়িয়া দিয়া তাহা বরবাদ করিলে বহুত খতরনাক কাম করা হয়। লেহাজা মালিকেরা যে জেল না খাটিয়া সেরেফ বখরা দিয়া রেহাই পাইয়া থাকে, এজন্য তো তাহাদের শোকরানা নামাজ আদায় করা উচিত।

এই খবর লিখিতে যাইয়া নোমায়েন্দা ছাহেব কয়েকটি আজব কালাম ইস্তেমাল করিয়াছেন। 'স্থানীয় জনসাধারণের মনে নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দিয়াছে' 'জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে' অগায়রা। ইহা তিনি কেন লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক মালুম করিতে পারিলাম না। আমলোকের দিলের অন্দরে ছওয়াল বা ক্ষোভ পয়দা হইলে এই মুলুকে যেন কাহারও কিছু আসিয়া যায়। নয়া জঙ্গল যদি নাই পয়দা হয়, এবং এমনকি মওজুদা জঙ্গলও যদি সব বরবাদ হইয়া যায়, তাহা হইলে কি উজারতে জঙ্গল উঠিয়া যাইবে, না গায়ের জরুরী হইয়া পড়িবে? ইনশাল্লাহ কোনওটিই হইবে না। যাহাদের দিলে ছওয়াল ও ক্ষোভ পয়দা হইয়া থাকে, তাহাদের মুখে ছাই দিয়া হরসাল তামাম মুলাজিমের সংখ্যা বাড়িবে, দফায় দফায় প্রমোশন হইবে, এবং মওকায় মওকায় বিদেশ ছফর হইবে। লেহাজা কাহার দিলে ছওয়াল পয়দা হইল আর কাহার মেজাজ গরম হইল, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আদৌ কোনও জরুরত দেখি না।

www.pathagar.com

নোমায়েন্দা ছাহেব এই সুবাদে একটি মজার কথা বলিয়াছেন। স্থানীয় বাশিন্দারা এবং কয়েকটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছাহেবান নাকি লিখিতভাবে নালিশ করিয়াও কোনও সাড়া পান নাই। এবং কোনও উপরের মুলাজিমও সরেজমিনে তদন্তে আসেন নাই। যেন নালিশ করিলেই সাড়া পাওয়া যায়, এবং বড় বড় মুলাজিম অকুস্থলে ছুটিয়া আসেন। যে সমস্যা ছেরেফ একটি প্রেসনোট জারি করিয়াই ফওরান সমাধান করা যাইতে পারে, তাহার জন্য সাড়া দেওয়ারই বা জরুরত কি, আর তদন্ত করারই বা ফায়দা কি? তদুপরি নোমায়েন্দা ছাহেব নিজেই বলিয়াছেন যে, জায়গাটি নির্জন ও দূর্গম। লেহাজা শহরের আরাম আয়াশ ছাড়িয়া তকলিফ করিয়া সেখানে যাওয়ার কোনও ছওয়ালই পয়দা হইতে পারে না।

আমি যখন এই হপ্তানামা লিখিতেছি তখনও প্রেসনোট জারি হয় নাই। তবে আশা করিতেছি, ইনশাল্লাহ ফওরান হইয়া যাইবে। এবং উহাতে প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইবে যে, অমুক তারিখে তমুক কাগজে যে খবর বাহির হইয়াছে, তাহা বিলকুল ঝুট, মতলবী ও বেবুনিয়াদ। ইয়ানে সম্পূর্ণ মিথ্যা, দুরভিসন্ধিমূলক ও ভিত্তিহীন। পাবলিকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই এই খবর প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং এই প্রেসনোট মুলুকের তামাম কাগজে ছাপা হইবে।

বাস! কিচ্ছা খতম। মামলা ডিসমিস।

আজাদ, ২৮শে জুলাই ১৯৭৮।

ফতোয়ায়ে আবুল ফজলী

গুনাহ না করিয়া থাকিলে হজ্ব করার কোনই জরুরত নাই। জ্বি হ্যাঁ। ইহা হইতেছে বিলকুল ছহি ফতোয়া। একেবারে খাছ ফতোয়ায়ে আবুল ফজলী। এনকার এতরাজ করার আদৌ কোনও মওকা নাই। কোরআন হাদিসে এতকাল যাহা পড়িয়া আসিয়াছেন, তাহা বেমালুম ভুলিয়া যাইতে পারেন। এবং জনাব আবুল ফজল ছাহেব যখন মুসলমান কওমের তরক্কির জন্য মেহেরবাণী করিয়া এই নয়া ফতোয়া এনায়েত করিয়াছেন, তখন এই নয়া ছবক তামাম মুসলমানকে কবুল করিতেই হইবে।

আশা করি ইসলামের দোস্ত এবং মুসলমানের নেগাহবান এই আবুল ফজল ছাহেবকে সনাক্ত করিতে আপনাদের কোনই তকলিফ হইতেছে না। তাহার তারিফ আমি গোনাহগার নাচিজ আর কি বয়ান করিব। তথাপি যে সকল নওজোয়ান মুসলমান

www.pathagar.com

এবং আমা অপেক্ষা জিয়াদা নালায়েক আদমি তাহার সুবাদে ওয়াকেবহাল নহেন, ছেরেফ তাহাদের সুবিধার জন্য আমি তাহার বেএন্তেহা তারিফের থোড়া ছা থোড়া বয়ান করার কোশেশ করিব।

জনাব আবুল ফজল ছাহেব একজন মশহুর শিক্ষাবিদ। ইয়ানে তামাম জিন্দেগি তিনি স্কুল কলেজে মোদাররেছগিরি করিয়া সরকারী নোকরী হইতে ফারাগত কবুল করিয়াছেন। বাকশালী আমলে তিনি একরোজ আচানক চাটগাম বিশ্ববিদ্যালয়ের "উপাচার্য" ইয়ানে ভাইস চ্যান্সেলরের কুরছিতে কায়েম মোকরর হইয়াছিলেন। তারপর গায়ের বাকশালী আমলে আমাদের উজিরে তালিমও হইয়াছিলেন। তাহার আর একটি তারিফ হইতেছে এই যে, তিনি একজন জবরদস্ত কাতিব। ইয়ানে তিনি কিতাব পয়দা করিয়া থাকেন। তাহার একখনি কিতাবের নাম হইতেছে "মানবতন্ত্র"।

এই কিতাবে তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, আসলে আল্লাহ বলিয়া কেহ নাই (মাআজাল্লাহ!)। ইনছান তাহার নিজের জরুরতে খোদগরজী হইয়া ঐ কিছিমের একজনকে পয়দা করিয়া লইয়াছে (নাউজুবিল্লাহ)।

লেহাজা সাবুদ হইয়া যাইতেছে যে, ইসলাম সম্পর্কে ফতোয়া জারি করার জন্য তাহার যেরূপ জবরদস্ত হক আছে,

দুছরা কাহারও সেরূপ নাই। এহেন জনাব আবুল ফজল ছাহেব ফিলহাল "মুক্তিবাণী" নামক একখানি বাকশালী হপ্তাওয়ারী কাগজে ছহিবড় মুজিবনামা লিখিতেছেন। এবং উহারই মারফত নাদান নালায়েক মুসলিম কওমের তরক্কির জন্য মাঝে মাঝে থোড়াবহুত দ্বীনি এলেম খয়রাত করিতেছেন। গুজস্তা ২০শে আগষ্টের মুক্তিবাণীতে তিনি এই কিছিমের থোড়া এলেম আমলোকের জন্য এনায়েত করিয়াছেন। বাংলাদেশের ছদর জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদের সহিত তাহার মোলাকাতের এক বয়ান দিতে যাইয়া তিনি ফরমাইয়াছেন–

"রেওয়াজ মাফিক কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন আমার বয়স কত?

বল্লাম –তিয়াত্তর চলছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, হজ করেছেন?

বিস্মিত হলাম এ প্রশ্নে। বল্লাম, না। তেমন কোনও বড় রকমের গোনাহ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তাই হজ করার আর প্রয়োজন বোধ করিনি।

তারপর ছদর মোশতাক আহমদ তাঁহাকে সরকারী হজ প্রতিনিধি দলের সদস্য

www.pathagar.com

হওয়ার দাওয়াত জানাইলে তিনি জবাব দেন, "তেমন বড় রকমের পাপ যখন করিনি, তখন হজের আর প্রয়োজন কি? আর এ বয়সে এত কষ্ট সহ্যও হবে না।"

তাহা হইলে হাসেল কালাম কি দাঁড়াইতেছে?

তিয়াত্তর সাল উমরের কোনও মুসলমানকে যদি ছওয়াল করা হয় যে তিনি হজ করিয়াছেন কিনা, তাহা হইলে তিনি বেহদ বেইজ্জতী বোধ করিবেন এবং বিলকুল তাজ্জব হইয়া যাইবেন। কেননা হজ ছেরেফ তাহারাই করিয়া থাকেন, যাহারা "বড় রকমের গোনাহ" করিয়াছেন। এবং যাহারা ঐ কিছিমের গোনাহ করেন নাই, তাহাদের হজ করার কোনই জরুরত নাই।

খায়ের। লেকিন "বড়রকমের গোনাহ" বলিতে কি বুঝায়? আমার তো মনে হয় বড় রকমের গুনাহ মানে হইতেছে কবিরা গোনাহ। আমি উহার সংজ্ঞা জানিনা, লেকিন থোড়া তমছিল দিতে পারি। যেমন, আদমিলোক খুন করা, দুছরা মরদের খুবছুরত বিবিকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়া, এতিমের আমানতী মালের খেয়ানত করা, মাহরুম আওরতকে শাদী করা, শাদী শুদা ছাড়াই মওকা পাওয়া মাত্র যে কোনও আওরতকে লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া অগায়রা।

এবং আলা হজরত জনাব আবুল ফজল ছাহেব ফরমাইয়াছেন যে, কাবাঘর কায়েম হওয়ার সেই কাদিম জামানা হইতে এযাবত যাহারা হজ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ঐ কিছিমের কোনও না কোনও কবিরা গোনাহ করিয়াছেন। তাহার এই আজগুবী বয়ানের খেলাপে ছেরেফ রোজানা আজাদে শুজাস্তা ২৪শে আগস্ট তারিখে একখানি এতরাজি খত জারি হওয়া ছাড়া দুছরা কোনও এনকার এতরাজ আমার নজরে পড়ে নাই। অথচ শুনিতে পাই ইহা নাকি মুসলমানের মুলুক। অবশ্য আম মুসলমানদের দোষ দিয়া কোনও ফায়দা নাই। কারণ তাহারা আবুল ফজলকেও চেনেনা, আর ইসলামের ইজ্জত হুরমত যাহারা বহাল রাখেন বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, সেই নায়েবে নবী ছাহেবানরা ও তো শায়েদ কোন ফুরসতই করিতে পারেন নাই। কেননা জনাব আবুল ফজল ছাহেবের ঐ বয়ান যখন জারি হইয়াছে (২০শে আগস্ট, মোতাবেক ১৫ই রমজান), তখন একদিকে যেমন ছওয়াব হাসিলের মওসুম চলিতেছে, দুছরা দিকে তেমনি আবার ইফতার ও ছেহেরির জামাত চালু হইয়াছে, এবং ছদকা শিরনি খয়রাতের বাটোয়ারাও শুরু হইয়া গিয়াছে।

লেহাজা জয় আবুল ফজল কি জয়।

সাপ্তাহিক তকবীর, মোমেনশাহী, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

www.pathagar.com

প্রমোদবালা গ্রেফতার

প্রমোদবালা গ্রেফতার। জ্বি না, আমি কোনও নয়া খবর দিতেছি না। কেননা এই কিছিমের খবর আপনারা হামেশা রোজানা আখবারে পড়িয়া থাকেন। এবং পড়িতে পড়িতে তামাম বয়ান আপনাদের এইছা হেফজ হইয়া গিয়াছে যে, এখন ছেরেফ হেডিং দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারেন যে খবরের বয়ানে আসলে কি আছে। প্রমোদবালার নাম ও সংখ্যা, এবং গ্রেফতারের জায়গার বয়ানে শায়েদ থোড়া হেরফের হইতে পারে। লেকিন তাহা ছাড়া তামাম বয়ান ইনশাল্লাহ ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইবে। খবর পড়ার আর আপনাদের কোনই জরুরত হইবে না।

আপনাদের মাফিক আমিও মাশাআল্লাহ ঐ কাবেলিয়াত থোড়া বহুত হাছিল করিয়া ফেলিয়াছি। আমারও ফিলহাল আর খবর পড়ার জরুরত হয় না। ছেরেফ হেডিং দেখিলেই তামাম বয়ান ফওরান মালুম করিতে পারি। এই সুবাদে আমার আর একটি ব্যাপার খেয়াল হইতেছে।

আমি যতদূর ইয়াদ করিতে পারিতেছি, প্রমোদ-বালক ইয়ানে খরিদ্দার গ্রেফতার হওয়ার কোনও খবর শায়েদ আমার নজরে পড়ে নাই। ছেরেফ প্রমোদবালাদের গ্রেফতার হওয়ার খবরই পড়িয়াছি। ইহা কোন কিছিমের ইনসাফ তাহা আমি ঠিক মালুম করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। প্রমোদবালার তেজারতি যদি বেআইনী হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রমোদ-বালকের কারবার বেআইনী হইবে না কোন বুনিয়াদে? আমার তো মনে হয়, দোনো তরফের কারবারই সমানভাবে বেআইনী। খুব সম্ভবত এই কারণেই ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের একজন মহিলা সদস্য প্রমোদ-বালকদেরও সমান সাজা দেওয়ার দাবী জানাইয়াছেন।

জনাবা আসমা সাইয়ারোনি নামক ঐ মোহতারেমা অবশ্য নিজে আওরত বলিয়াই শায়েদ ছেরেফ প্রমোদ বালকদের জন্যই ফাঁসি দাবী করিয়াছেন। কেননা, তিনি মনে করেন যে, আওরত হইতেছে দোকান্দার, আর মরদ হইতেছে খরিদ্দার। লেহাজা খরিদ্দার যদি না থাকে তাহা হইলে দোকানী আর তাহার তেজারত চালাইতে পারিবে না। ইন্দোনেশিয়ায় যদি কসবিবাজি বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা ছাড়া দুছরা কোনও রাহা নাই, জনাবা সাইয়ারোনির এই খেয়ালাত আমার নিকট অবশ্য থোড়া এক তরফা বলিয়াই মালুম হইতেছে। এক হাতে যেহেতু তালি বাজে না, সেহেতু সাজা যদি দিতেই হয়, তাহা হইলে দোনো তরফকেই সমানভাবেই দেওয়া উচিত। লেকিন আমাদের মুলুকে আমরা তো সেরেফ এক তরফা কারবারই দেখিতে পাইতেছি।

www.pathagar.com

যাহারা গ্রেফতার করিয়া থাকেন, তাহারা শায়েদ মনতেক দিতে পারেন যে, প্রমোদবালাদের যত সহজে চেনা যায় প্রমোদ বালকদের তত সহজে চেনা যায় না এবং এই কারণেই ছেরেফ প্রমোদবালাই গ্রেফতার হইয়া থাকে। প্রমোদ বালকেরা কানুনের নাকের ডগা দিয়া আছানির সহিত পিছলাইয়া যায়। ইহা যে একটি শক্ত বিমারী তাহাতে কোনই আন্দেশা নাই। লেকিন আমি শায়েদ এই বিমারীর একটি জবরদস্ত দাওয়াই বাতাইয়া দিতে পারি।

মহিলা পুলিশ ছাবেহানীরা যদি মেহেরবানী করিয়া আওরতের আম লেবাছ পিন্দিয়া মাগরেবের ওয়াক্তে খাছ খাছ রাস্তা, পার্ক অগায়রা জায়গায় থোড়া ঘোরাঘুরি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা ইনশাল্লাহ বহুত আছানির সহিত প্রমোদবালক গ্রেফতার করিতে পারেন। এই দাওয়ায় বিমারী খতম হইবেই। এমন কি বিফলে মূল্য ফেরতের গ্যারান্টিও দেওয়া যাইতে পারে। লেকিন একটি ছওয়াল অবশ্য থাকিয়াই যাইতেছে। এই তকলিফ করার আদৌ কোনও জরুরত আছে কি? প্রমোদ বালকদের কথা না হয় বাদই দিলাম। প্রমোদবালাদেরই বা গ্রেফতার করা হইতেছে কেন? কোন কানুন মোতাবেক?

আমি যতদূর ওয়াকিফ আছি, ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে এমন একটি ধারা আছে, যাহার বুনিয়াদে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করণেওয়ালা যে কোনও আদমিকে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারে। সাধারণতঃ উহা চুয়ান্ন ধারা নামে পরিচিত। লেকিন গ্রেফতারের পর ঐ আদমির বিরুদ্ধে যদি কোনও সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে খালাস করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনও রাহা থাকে না। আমার মনে হয়, প্রমোদবালা গ্রেফতার হওয়ার যে সকল খবর আমরা রোজানা আখবারে হামেশা দেখিয়া থাকি, তাহার তাবত গ্রেফতারই ঐ চুয়ান্ন ধারা মোতাবেক করা হইয়া থাকে।

এবং এই কারণেই আমরা ছেরেফ খবর পাই প্রমোদবালা গ্রেফতার। কোনও প্রমোদবালার জেল হইয়াছে বা দুছরা কোনও সাজা হইয়াছে, এমনও খবর আমার অন্তত কখনও নজরে পড়ে নাই। এবং আমি কমছে কম গুজাস্তা তিরিশ সাল তক রোজানাআখবারপড়িতেছি।

অবশ্য প্রকাশ্য স্থানে সাধারণ শালীনতা ও নৈতিকতা বিরোধী কোনও কাজ করা হইলে তাহার জন্য সাজা দেওয়ার একটি কানুন আছে বলিয়া আমি শুনিয়াছি। লেকিন সেই কানুন মোতাবেক কোনও প্রমোদবালার সাজা হওয়ার কোনও খবরও আমি কখনও শুনি নাই। তাহা হইলে? প্রমোদবালাদের গ্রেফতার করা হয় কেন?

www.pathagar.com

ঐ তেজারতি বন্ধ করার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই তো? লেকিন বন্ধ হইযাছে কি? অবশ্য অপরাধীকে সাজা দেওয়ারও একটি খাছ জরুররত আছে জানি, লেকিন সাজা কাহারও হইয়াছে কি? আর বাছিয়া বাছিয়া ছেরেফ প্রমোদবালাদের গ্রেফতার করা হয় কেন? প্রমোদ বালকেরা কোন ছওয়াবের কামটি করিয়াছে?

যাহারা প্রমোদবালা গ্রেফতার করিয়া থাকেন, তাহারা মেহেরবানী করিয়া এই ছওয়ালগুলি থোড়া গওর করিয়া দেখিলেই মালুম করিতে পারিবেন যে, তাহারা যাহা করিতেছেন, তাহা ছেরেফ নিষ্ফল বাহাদুরীর হাস্যকর কোশেশ ছাড়া আর কিছুই নহে। আসল সমস্যা সমাধানের কি আর কোনও রাহা নাই?

আজাদ, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

হিন্দুস্থানী ধর্মনিরপেক্ষতা

নাটোর মুনসেফী আদালতে ও পোষ্টাফিসে মুছলমানের জন্য নামাজের ছুটি নাই। বর্তমান মুনসেফ বাবুর মতে নামাজ শুধু শুক্রবারেই পড়িতে হয়, অন্য দিনের নামাজ কিছুই নয়। আর বর্তমান পোষ্টাফিসের তার বাবু ভয়ানক গোঁড়া; তিনি নাকি সমস্ত [illegible] কেরানী [illegible] ও পিওনদের নামাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও হুকুম দিয়াছেন যে, অফিসের মধ্যে নামাজ পড়া চলিবে না; এমনকি জায়নামাজ ও ওজুর বদনাও রাখা চলিবে না।

খবরটি বেশক খতরনাক। লেকিন আল্লাহর হাজার শোকর উহা তরতাজা নহে। ১৯৩৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর 'নামাজে আপত্তি' শিরোনামে উহা রোজানা আজাদে প্রকাশিত হইয়াছিল। ফিলহাল "৪০ বছর আগে" নাম দিয়া ঐ কাগজে যে খাছ কলাম বাহির হইতেছে, তাহা হইতে আমি উহা হুবহু তুলিয়া লইয়াছি।

ঘটনাটি যখন ঘটিয়াছিল, ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, তখন এই মুলুকে ইংরেজ হুকুমত কায়েম ছিল। ইয়ানে মুসলমানদের মাফিক হিন্দুরাও পরাধীন ছিল। এবং ইংরেজদের হটাইয়া দিয়া আজাদী হাছিলের জন্য এই দুই কওমই তখন কাফি আগুয়ান হইয়াছিল। লেহাজা একই রাহার রাহাগীর বলিয়া তাহাদের খেয়ালাত একই কিছিমের হওয়া উচিত ছিল। লেকিন তাহা হয় নাই। হিন্দু আজাদী চাহিয়াছে ছেরেফ ইংরেজকে হটাইয়া নহে, সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানকে বাদ দিয়া। এবং এই কারণেই তখন আলাহিদা মুলুক কায়েম করার জন্য মুসলমানদের দাবী তুলিতে হইয়াছিল।

www.pathagar.com

ইংরেজ আমলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর যে খেয়াল ও নজর ছিল, উপরের খবরে তাহার থোড়া আলামত পাওয়া যাইবে। আজাদী লাভের পরও উহাতে কোনও রদবদল হয় নাই। বলকে ইংরেজ থাকার সময় তাহাদের মুসলিম দলনের কাজে হুকুমতের তরফ হইতে রোকাওয়াট পয়দা করার যে সম্ভাবনা ছিল, এখন তাহা না থাকায় মুসলমানের তামাম একিন–এরাদা ও তাহজিব–তমদ্দুন বাতিল–বরবাদ করার ব্যাপারে তাহারা এখন বিলকুল আজাদ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানে গরু জবাই বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য হিন্দুস্থানী হুকুমত ফিলহাল যে কদম উঠাইয়াছেন, তাহা তাহাদের এই আজাদীরই আর একটি আলামত।

হিন্দু মতে মেহমান হইতেছে নারায়ণ। আর সেই মেহমান যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে তাহার ইজ্জত ও দর্জা জিয়াদা বাড়িয়া যায়। বৈদিক হিন্দুস্থানে এই কিছিমের মেহমানের জন্য গরু জবাই করিয়া উমদা তরিকার খানাপিনার ইন্তেজাম করার রেওয়াজ ছিল। গরু জবাই করিয়া খিলাইতে হইত বলিয়া মেহমানের দুছরা নাম ছিল গোঘ্ন। লেকিন আজাদ হিন্দুস্থানের মালিক–মোখতার ছাহেবান শায়েদ তাহাদের কওমের গুজাস্তা জামানার এই রেওয়াজ বিলকুল ভুলিয়া গিয়াছেন। এমনকি ছিকিউলারিজম ইয়ানে ধর্মনিরপেক্ষতার যে বিরাট সাইনবোর্ড তাহারা ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার কথাও তাহাদের শায়েদ খেয়াল নাই। থাকিলে হিন্দুস্থানের উজিরে আজম জনাব মোরারজী দেশাই অমন বেশরম এলান আলবত করিতে পারিতেন না। তিনি ফরমাইয়াছেন যে, তাঁহার হুকুমত তামাম হিন্দুস্থানে গরু জবাই বন্ধ করার জন্য পাকাপোক্ত এরাদা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আরও বয়ান করিয়াছেন যে, ফিলহাল উজিরে আলাদের এক মজলিসে আয়েন্দা চার সালের মধ্যে তামাম হিন্দুস্থানে গরু জবাই করা বিলকুল বন্ধ করিয়া দেওয়ার মনসুবা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, ছেরেফ তিনটি ছাড়া হিন্দুস্থানের তামাম রাজ্যে এখন গরু জবাইয়ের উপর রোকাওয়াট কায়েম আছে। বাদ বাকি তিনটি রাজ্যে বহুত জলদি একই কিছিমের রোকাওয়াট জারি করা হইবে বলিয়া উজিরে আজম ছাহেব এরাদা এলান করিয়াছেন।

কিতাবে কলমে এবং পাবলিসিটিতে হিন্দুস্থান একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক মুলুক। হিন্দুস্থানের দস্তুরের ২৫ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে – "সকল মানুষের বিবেকের আজাদী এবং ধর্মপালন ও প্রচারের হক রহিয়াছে।" এবং কাহারও ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও হুকুমতেরই কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না করার রেওয়াজ তামাম দুনিয়ায় কায়েম রহিয়াছে। গরু কোরবানী করা এবং গরুর গোশত খাওয়া মুসলমানদের একটি দ্বীনি রেওয়াজ। হিন্দুস্থানে মুসলিম বাশিন্দার সংখ্যা নেহায়েত কম নয়, এবং উজিরে আজম হিসাবে জনাব মোররজী দেশাই ছাহেবের তাহা জানা থাকার কথা। লেকিন

www.pathagar.com

তাঁহার নিজের দ্বীন এবং দ্বীনি কওমের স্বার্থ তাহার নিকট এতই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে যে, উজিরে আজম হওয়া সত্ত্বেও মুলুকের দস্তুরের গলায় ছুরি চালাইয়া সেই ছুরির সাহায্যে হিন্দুস্থানী মুসলমানদের দ্বীনের উপর হামলা করিতেও তিনি শরমিন্দা হন নাই। ইহাই হইতেছে হিন্দুস্থানী ধর্মনিরপেক্ষতার আসল ছুরত। এই সুবাদে হিন্দুস্থানী লেখক জনাব অন্নদাশংকর রায়ের একটি মন্তব্য ইয়াদ করা যাইতে পারে। ১৩৬৭সালের ২০শে কার্তিক কলিকাতার রোজানা যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন– "স্বাধীনতার পর হতে ভারতের অনেক রাজ্যে গরু জবেহ এবং গরুর গোশত বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এই নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাহিদা মোতাবেকই করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ীই নীতি নির্ধারিত হয়। সেদিক দিয়ে এই সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক নয়। কিন্তু সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দ–অপছন্দ এবং চাহিদা প্রয়োজনের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে ঐ গণতান্ত্রিক মেজরিটির প্রশ্ন অচল,এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই এক সর্বজনস্বীকৃত দলিল।"

এই সঙ্গে তাহাদের গণতন্ত্রের ছুরতের উপরও থোড়া নজর দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দুস্থানী হুকুমতের চুনোপুঁটি হইতে শুরু করিয়া রুই–কাতলা তক তামাম আদমি গায়ের মুলুকে হরহামেশা হিন্দুস্থানকে 'বিগেষ্ট ডেমোক্রেসি ইন এশিয়া' বলিয়া এলান করিয়া থাকেন। লেকিন এই বিগেষ্ট ডেমোক্রেসির বিগ চাকার তলায় পড়িয়া হিন্দুস্থানী মুসলমানগণ যে বিলকুল খতম তাবাহ হইয়া যাইতেছে, তাহা তাহারা দেখিয়াও দেখেন না। মুসলমানদের এই চরম দুরবস্থা ও বেইজ্জতি দেখিয়া অনেক নিষ্ঠাবান ও পরহেজগার হিন্দুও বিচলিত বোধ করিয়াছেন। আনকরির বিশ সাল আগে লেখা জনাব রায়ের ঐ প্রবন্ধ হইতেই আর একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন – "আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এমন এক শক্তিশালী পক্ষ রয়েছে, যারা মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়িতই করতে চায়, তা সম্ভব না হলে তাদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে চায়। আর তা'ও যদি সম্ভব না হয়, তা'হলে মুসলমানদের অন্ততঃ সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা হিন্দুতে পরিণত করার পক্ষপাতী।"

তাহা হইলে হাছেল কালাম কি দাঁড়াইতেছে? ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, অগায়রা বড় বড় লফজ ছেরেফ ভাঁওতাবাজি। আসলে ১৯৩৮ সালে নাটোরের মুনসেফ বাবু ও তারবাবু মুসলমানদের সম্পর্কে যে ওছুল গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ ১৯৭৭ সালেও জনাব মোরারজী দেশাই এবং তাঁহার হুকুমত সেই একই রাহায় রাহাগীর আছেন। চল্লিশ চল্লিশটি লম্বা সাল গুজরাইয়া গেলেও মুসলমানের সুবাদে হিন্দুর খায়েশ–খেয়ালাতে কোনও রদবদল হয় নাই।

আজাদ, ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

তামদ্দুনিক হামলা

ফিলহাল ঢাকা ও বগুড়ায় যে খতরনাক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর এক মরতবা সাবুদ হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের আজাদী ও খোদমুখতারীর দুশমনরা নেহায়েত খামোশ হইয়া বসিয়া নাই। তাহারা সামনাসামনি লড়াই করে নাই, আয়েন্দাতেও করিবে না। তাহারা অন্ধকারের হাইওয়ান। অন্ধকারেই পিছন হইতে আসিয়া আচানক আমাদের পিঠে খন্‌জর মারিবে। এই কারণে, ছদর জিয়াউর রহমান এই মুলুকের তামাম লোকের নিকট হুঁশিয়ার থাকার জন্য যে দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন, তাহা খাছ করিয়া গওর করিয়া দেখার জরুরত আছে।

এই সুবাদে খেয়াল করা যাইতে পারে যে, দুছরা মুলুকের গোলামির জিন্‌জির টুটিয়া ফেলিয়া বাংলাদেশ যখন হইতে ছহি তরিকার আজাদী হাসিল করিয়াছে, এবং ইসলামী রাহায় রাহাগীর হইয়াছে, ঠিক তখন হইতেই এই কিছিমের বুজদিলী হামলা শুরু হইয়াছে। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাহিনার হামলা এবং মওজুদা সালের অক্টোবর মাহিনার হামলার শেক্‌ল–ছুরতের মধ্যে শায়েদ থোড়া ফারাগত আছে, লেকিন মতলব মকছুদের মধ্যে কোনও ফারাগত নাই। এই কিছিমের হামলায় দুশমনেরা হাতিয়ার ইস্তেমাল করে, জানমালের নোকছান করে, এবং রোজানা মামুলি কায়–কারবারে রুকাওয়াট পয়দা করে। লেহাজা ইহা খুব সহজেই সকলের নজরে পড়ে। লেকিন দুছরা এক কিছিমের হামলা তাহারা বহুত রোজ তক চালাইয়া যাইতেছে, যাহা অত সহজে সকলের নজরে পড়িতেছে না বটে, তবে মতলব–মকছুদের দিক হইতে তাহা ঐ জঙ্গী হামলার মাফিকই সমান খতরনাক।

ইহা হইতেছে তামদ্দুনিক হামলা। বাংলাদেশ কায়েম হওয়াকে কিছু লোক এই মুলুক হইতে ইসলাম তাবাহ হইয়া যাওয়া বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। ফলে, ইসলামের তামাম আলামত ফওরান মুছিয়া ফেলার জন্য তাহারা বহুত তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার পর্দা টাঙ্গাইয়া দিয়া তাহার আড়ালে তাহারা আসলে মুসলমানদের তাহজীব–তমদ্দুনই কোতল করিতেছিল। এই কারণেই শেখ মুজিব হালাক হওয়ার পর কলিকাতার মৈত্রেয়ী দেবী লন্ডনে একজন বাংলাদেশী কবি সৈয়দ শামসুল হকের নিকট আফছোছ জাহির করিয়া বলিয়াছিলেন "তাহলে তোমরা আবার বাবা মোচলমানই হয়ে গ্যালে।" (মর্দে মু'মিন, আজাদ, ৩১শে আগস্ট, ১৯৭৭)।

ইহার পর যখন ধর্মনিরপেক্ষতার আগাছা ছাঁটাই করিয়া এই মুলুকের দস্তুরে বিসমিল্লাহ শরীফ এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমানকে বাইজ্জত কায়েম করা হইয়াছে, তখন মোহতারেমা মৈত্রেয়ী দেবী এবং তাঁহার এই দেশী শাগরেদদের জানে তো আর পানি

www.pathagar.com

থাকার কথা নয়। তাহারা দস্তুরের এই রদবদলকে আমাদের "ঘোরতর মুসলমান" হওয়া বলিয়া মশকারা করিতেছে, আমাদের বাংলাদেশী কওমিয়াতকে "দোদুল্যমান জাতীয়তা" বলিয়া এলেমদারি বয়ান জারি করিতেছে, এবং আমাদের জবানের খাছ খাছিয়তকে বাতিল করার মতলবে কলিকাতায় পয়দা করা স্নাতক, আচার্য, জলবিদ্যুত, সচিবালয়, অধ্যাদেশ অগায়রা লফজ এন্তার ইস্তেমাল করিতেছে। কারণ, তাহারা জানে যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের তাহাদের তাহজীব-তমদ্দুন হইতে ফারাক করিতে পারিলেই হিন্দুস্থানী বাংলার সহিত তাহাদের মিশাইয়া ফেলার পথ সহজ হইয়া যাইবে। কেননা – "Islam is at once a culture and a religion, and in which the culture can hardly be conceived of as existing apart from religion. Consequently, if the muslims lose their culture, they lose with it their religion, and undergo a process of social dissolution." - Professor Christphore H. Dawson.

তরজমা – ইসলাম একই সঙ্গে একটি তমদ্দুন ও একটি ধর্ম। ইসলামে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া তমদ্দুনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ফলে, মুসলমানরা যদি তাহাদের তমদ্দুন হারায়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ধর্মও হারাইয়া ফেলে, এবং ক্রমে ক্রমে সামাজিকভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়। – অধ্যাপক ক্রিষ্টফোর এইচ ডসন।

জনাব ডসন ছাহেবের এই বয়ানের দুছরা কোনও তফছিছের জরুরত নাই। আমাদের খোলা নজরের সামনেই জিন্দা নজির মওজুদ রহিয়াছে। ১৯৪৭ সালের পর হইতে আজতক হিন্দুস্থানী বাংলার মুসলমানদের মধ্য হইতে একজনও মশহুর ফানকার, আদাকার, শায়ের, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্রকর, অভিনেতা, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, সরকারী মুলাজেম, সওদাগর, অগায়রা কাবেল আদমি পয়দা হইল না কেন? কলিকাতার রেডিও আকাশ বাণী হইতে ফজরের ওয়াক্ত হইতে দুপুর রাত তক নানান কিছিমের অনুষ্ঠান এলান করা হইলেও কোনও মুসলমানের নাম বা আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় না কেন? কারণ, জনাব ডসনের জবানীতে তাহাদের সোশ্যাল ডিসলিউশন ইয়ানে সামাজিক বিলুপ্তি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে যাহারা এখনও কলিকাতাকে তাহাদের কিবলাহ বলিয়া মনে করেন, দুই বাংলার তমদ্দুন এক বলিয়া নছিহত করেন, এবং "সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী হামলা দ্বারা দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ব্যবধানের দেওয়াল ভেঙ্গে দেওয়ার" খোয়াব দেখেন (কলিকাতায় আবদুল গফফার চৌধুরীর বক্তৃতা, মর্দে মু'মিন, আজাদ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭), তাহারা মেহেরবানী করিয়া ছওয়ালটি গওর করিয়া দেখিতে পারেন। আজ হইতে বিশ সাল আগে হিন্দুস্থানী

www.pathagar.com

লেখক জনাব অন্নদা শংকর রায় যাহা বলিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানী বাংলায় তাহা হরফে হরফে ফলিয়া গিয়াছে এবং এখনও ফলিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন – "আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এমন এক শক্তিশালী পক্ষ রয়েছে, যারা মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়িতই করতে চায়, এবং তা' সম্ভব না হলে তাদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে চায়। আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তারা মুসলমানদের অন্তত সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দুতে পরিণত করার পক্ষপাতী।" (যুগান্তর ২০শে কার্তিক, ১৩৬৭)।

জনাব ডসন যাহাকে "সামাজিক বিলুপ্তি" বলিয়াছেন, জনাব অন্নদাশংকর রায় তাহাকেই "সাংস্কৃতিক দিক হইতে হিন্দুতে পরিণত করা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহার আসল তছবিরের শেকল-ছুরত যে কেমন হিন্দুস্থানী বাংলার মুসলমানদের উপর নজর দিলেই তাহা বিলকুল মালুম হইয়া যাইবে।

আমাদের বাহাদুর সিপাহীরা ঢাকা ও বগুড়ায় দুশমনদের হাতিয়ারের হামলা রুখিয়াছেন। তাহাদের মারহাবা ও মুবারকবাদ জানাই। সঙ্গে সঙ্গে দুশমনদের তামদ্দুনিক হামলা রুখিবারও যে জরুররত রহিয়াছে, এই মওকায় তাহা তামাম বাংলাদেশীকে ইয়াদ করাইয়া দিতে চাই।

আজাদ, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৭৭।

হিন্দুস্থানে মুসলিম কোতল

হিন্দুস্থানে আবার সংখ্যালঘুদের উপর হামলা শুরু হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ু হইতে একই কিছিমের খবর আসিয়াছে।

ইহা কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নহে। দুই সম্প্রদায়ের দরমিয়ানে যে মারামারি, খুন-খারাবী হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। লেকিন হিন্দুস্থানে এখন যাহা হইতেছে, তাহা হইতেছে সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুর হামলা। হিন্দুস্থানের সাবেক উজিরে আজম মিসেস ইন্দিরা গান্ধীও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। লক্ষ্ণৌতে এক ছওয়ালের জবাব দিতে যাইয়া তিনি আলিগড়ের ঘটনা সম্পর্কে বলিয়াছেন– "উহাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যায় না। উহা ছিল আর এস এস কর্মীদের হামলার বিরুদ্ধেপ্রতিরোধ।"

হামলা যাহারাই করিয়া থাকুক না কেন, বরবাদ মিসমার হইয়াছে কিন্তু সেই মুসলমানরাই। বরাবরই যাহারা হইয়া থাকে। তবে এইবার একটি খাছ খাছিয়ত নজরে

www.pathagar.com

পড়িতেছে। সকলেই ছেরেফ একটি জামাতের বিরুদ্ধে শেকায়েত করিতেছেন। জামাতটি হইতেছে আর এস এস ইয়ানে রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘ।

হিন্দুস্থানী পার্লামেন্টের ২২ জন মুসলিম সদস্য হিন্দুস্থান সরকারের নিকট ঐ সংঘ বেআইনী ঘোষণা করার দাবী জানাইয়াছেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুর রহমান আঁতুল বলিয়াছেন যে, আলিগড়ের দাঙ্গার জন্য একমাত্র ঐ সংঘই দায়ী। জনাব রাজনারায়ন (যিনি রায়বেরিলির নির্বাচনে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজিত করেন, এবং ফিলহাল জনতা সরকারের স্বাস্থ্য উজিরের পদ হইতে ইস্তাফা দিয়াছেন) বলিয়াছেন যে, আর এস এস হইতেছে একটি ঘোরতর সম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। আর খোদ মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন যে, জনতা সরকারের উপর রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘের প্রভাবের ফলেই দেশে রাজনৈতিক সংকট ঘণীভূত হইতেছে।

লেহাজা মালুম হইয়া যাইতেছে যে, আর এস এস কোনও মামুলি জামাত নহে। লেকিন আসলে উহা কি? উহার আখলাক খাছিয়তই বা কি?

দৃশ্যত রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘ হইতেছে একটি তামদ্দুনিক ইদারা। লেকিন আসলে উহা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী একটি আধা সামরিক চরমপন্থী জামাত। কেশব রাও বালিরাম হেজোয়ার নামক একজন ডাক্তার ১৯২৫ সালে তাঁহার জন্মস্থান নাগপুরে উহার গোড়াপত্তন করেন। তাহার এরাদা ছিল এই উপমহাদেশে একটি পুরাদস্তুর হিন্দুশাহী কায়েম করিয়া হিন্দু কালচারের তরক্কী হাছিল করা এবং দুছরা তামাম কালচার মিসমার করিয়া দেওয়া। কেননা, ছেরেফ হিন্দু কালচার ছাড়া দুছরা তামাম কালচার হইতেছে গায়ের মুলুক হইতে আমদানী করা। তিনি সংঘের সদস্যদের সাদা হাফশার্ট এবং খাকি হাফপ্যান্ট পরা এবং বাঁশের লাঠি লইয়া কুচকাওয়াজ করার রেওয়াজ চালু করেন।

১৯৪০ সালে কেশবরাও বালিরাম হেজোয়ার ইন্তেকাল করেন এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার তাহার স্থলে সংঘের ছদর হন। এই গোলওয়ালকার ছাহেব এমন ঘোর সাম্প্রদায়িক ছিলেন যে, অহিন্দু কোনও কিছুর নাম পর্যন্তও তিনি শুনিতে পারিতেন না। "বাঞ্চ অব থটস" নামক একখানি কিতাবে তিনি তাঁহার ও তাঁহার জামাতের একিন এরাদা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গোলওয়ালকার ছাহেবের পরে বালাসাহেব দেওরাস ১৯৭৩ সালে সংঘের ছদারতি গ্রহণ করেন। এই ছাহেবই আলিগড়ের দাঙ্গাতে তাঁহার জামাতের জড়িত থাকার শেকায়েত অস্বীকার করিয়াছেন।

হংকং-এর হপ্তাওয়ারি "এশিয়া উইক" পত্রিকার মতে "বহু ভারতবাসী এখন দেওরাসকে দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। জনতা সরকারের

www.pathagar.com

হিন্দু চরিত্র এখন এতই প্রকট যে, দলের ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা সত্যিই চিন্তিত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘ কিন্তু কখনই সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত হয় না। তবে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাহাদের একটি নিজস্ব তরিকা আছে। গুজাস্তা ৫ই মে তারিখে "এশিয়া উইক" বলিয়াছেন– "জনসংঘ ছিল তাহাদের প্রধান রাজনৈতিক শাখা। গত বছর জনসংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে উহার সদস্যগণ জনতা পার্টি ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেন। তাহাদের মারফত সংঘের আদর্শ মোতাবেক সরকারের নীতি প্রণীত হইয়া থাকে।"

জনসংঘ গঠিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘের রাজনৈতিক শাখা ছিল হিন্দু মহাসভা। সংঘের অন্দর হইতে বাছ বাছা বিশ্বস্ত কর্মীদের হিন্দু মহাসভায় বদলি করিয়া দেওয়া হইত। "এশিয়া উইক" বলিতেছেন– "একটি মশহুর নজীর হইতেছে নাথুরাম গডসে, মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী। সংঘের উপর তাহার রাজনৈতিক কর্মের কোনও প্রভাব যাহাতে না পড়ে, সে জন্য তিনি রেওয়াজ মোতাবেক আর এস এস হইতে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। লেকিন গান্ধীর কোতল হওয়া এমন একটি বিরাট ব্যাপার ছিল যে, আর এস এস শেষতক দায়–দায়িত্ব এড়াইতে পারে নাই। গডসের ফাঁসি হওয়ার সময় আর এস এস–ও বেআইনী ঘোষণা করা হয়। এক সাল পরই অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। তাহার পর বহুত রোজতক দুছরা কেহ আর এই জামাতের গায়ে হাত দিতে হিম্মত করে নাই। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর আমলে যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়, তখন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া আর একবার আর এস এস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। লেকিন জনতা পার্টি ক্ষমতার তখতে বসিয়াই ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের সরকার ও সরকারের বাহিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘের প্রভাব সম্পর্কে 'এশিয়া উইক' যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা রীতিমত ভয়াবহ। পত্রিকা বলিতেছেন– "সম্প্রতি একদিন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদকে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দেওয়ার জন্য বিদেশে যাইতে দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের লেখা কয়েকটি বই সম্প্রতি পাঠ্য তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইলে পন্ডিত মহলে চরম বিস্ময় সৃষ্টি হয়। উভয় ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ মোগলদের বর্বররূপে এবং হিন্দু সভ্যতাকে মহৎ রূপে চিত্রিত করিতে ব্যর্থ হওয়ায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জনতা সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘ যে কি পরিমাণ প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছে, এই ঘটনা হইতে জনসাধারণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছে।"

অন্যান্য ক্ষেত্রে এই প্রভাবের বর্ণনা দিতে যাইয়া পত্রিকা বলিয়াছেন–"আর এস এস তাহাদের মনোনীত ব্যক্তি বীরেন্দ্র সাকলেচাকে মধ্যপ্রদেশের উজিরে আলা নিয়োগ করিতে জনতা পার্টিকে বাধ্য করে। অপর দুইজন উজিরে আলা হরিয়ানার দেবীলাল

www.pathagar.com

এবং হিমাচল প্রদেশের শান্তা কুমারও আর এস এস সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় সরকারে সংঘের শিকড় আরও গভীরে প্রবেশ করিয়াছে। পররাষ্ট্র উজির অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং তথ্য উজির কে এল আদভানি সাবেক আর এস এস সদস্য। জনতা পার্টির চারজন জেনারেল সেক্রেটারীর একজন নানাজী দেশমুখ তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় আর এস এস-এর সহিত কাজ করিয়াছেন।

"আর এস এস নয়াদিল্লীর নগর প্রশাসন কমবেশী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর ভারতের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক ইউনিয়ন ও তাহারা দখল করিয়াছে। অন্ধ্র প্রদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেরালার কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়সহ দক্ষিণ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও তাহারা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। আর এস এস ধীরে সুস্থে কাজ করায় বিশ্বাসী। তাহারা এখন বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিতেছে, এবং অনেকে মনে করেন যে, তাহারা সিভিল সার্ভিস, বিভিন্ন পেশা এবং এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্য হইতেও সমর্থক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহারা সদস্যদের কোনও তালিকা রাখে না, এবং তহবিলের ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া থাকে।"

হিন্দুস্থানের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার এই ব্যাপক প্রসারের পটভূমিকায় উজিরে আজম জনাব মোরারজী দেশাই ফিলহাল রাজ্যসভায় বলিয়াছেন- "সকল রাজনৈতিক দলের উচিত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দূর করার জন্য সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।"

বিলকুল হক কথা। লেকিন উজিরে আজম ছাহেবের এই বয়ানের অন্দরে দিলের দরদ কতখানি আছে, তাহা শায়েদ তালাশ করিয়া দেখার জরুরত আছে। কেননা, যে শান্তিবাদী দেশাই ছাহেব একদা আনবিক বিস্ফোরণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তিনি এখন এই ব্যাপারে একটি "গতিশীল" মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "বাঞ্চ অব থটস" নামক কিতাবখানি ইতিমধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছেন কিনা, তাহা অবশ্য জানা যায় নাই। লেকিন গোলওয়ালকার ছাহেব ঐ কিতাবে যে সকল জরুরী মছলা বয়ান করিয়াছেন, তাহার একটি হইতেছে- "বিশ্ব শক্তির পূজা করে।"

আর গান্ধী হত্যার মূল আসামী বলিয়া যে আর এস এস সম্পর্কে তিনি হামেশা কঠোর মনোভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, "এশিয়া উইক" বলিতেছেন, জনতা পার্টি গঠিত হওয়ার পর গান্ধীবাদের একনিষ্ঠ মুরীদ সেই দেশাই ছাহেব এখন আর এস একে "একটি স্বাধীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাই হইতেছে হিন্দুস্থানের লৌকিক রাষ্ট্র এবং তাহার ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের আসল ছুরত। লেহাজা মাঝে মাঝে সেখানে কিছু কিছু মুসলমান তো হালাক হইবেই।

আজাদ, ১লা ডিসেম্বর ১৯৭৮।

www.pathagar.com

৭ই নবেম্বর

গুজাস্তা ৭ই নভেম্বর আমরা একটি খাছ এওম পালন করিয়াছি। উহা হইতেছে ইনকিলাব ও কওমী ইত্তেহাদের দুছরা সালগিরা। আমাদের আজাদী, কওমিয়াত ও খোদমুখতারির উপর দুশমনেরা যে বুজদিলী হামলা করিয়াছিল, দুই সাল আগে বাংলাদেশের বাহাদুর আওয়াম তাহাতে রুকাওটা পয়দা করিয়া দুশমনদের বিলকুল নাস্তানাবুদ ও হালাক করিয়া দিয়াছিল। এই তাওয়ারিখ সম্পর্কে সকলেই মুখতাছর হালতে ওয়াকিবহাল আছেন। লেকিন আমাদের দরমিয়ানে এখনও থোড়া-বহুত এমন কিছিমের আদমি আছেন, যাহারা শায়েদ এই কওমী ইনকিলাবের তফছির-এবারত পুরাদস্তুর মালুম করিতে পারেন নাই।

ঐ ইনকিলাব যদি কামিয়াব না হইত, তাহা হইলে আমরা ছেরেফ আজাদী খোয়াইয়া গোলামির জিনজিরেই আটক হইতাম না, আমাদের তাহজীব-তমদ্দুন, আখলাক-খাছিয়ত এবং ঈমান-আমানও বাতিল-বরবাদ হইয়া যাইত। ওজারতি-তেজারতি, ওকালতি-জজিয়তি, এলেম-কালাম অগায়রা তরক্কির তামাম দরজাও আমাদের জন্য বন্ধ হইয়া যাইত। থোড়া খেয়াল করিলেই মালুম হইয়া যাইবে যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তক আমরা আসলে একটি তাঁবেদার কওম ছিলাম। গায়ের মুলুকের মনিবের পায়রাবি করিয়া এবং তাহার হক-নাহক তামাম হুকুম তামিল করিয়া আমাদের দিন গুজরান করিতে হইত। আমাদের হুকুমতের দফতরে দফতরে গায়ের মুলুকের নোমায়েন্দারা বড় বড় কুরছি-কেদারায় কায়েম-মোকাররর হইয়া আমাদের জিন্দেগানির তামাম ছওয়ালের সুবাদে উমদা উমদা নছিহত জারি করিয়া আমাদের হামেহাল সরফরাজ করিতেন।

আল্লাহর খাছ মেহেরবানী ঐ জিল্লতির জামানা খতম হইয়া গিয়াছে। ১৯৭৫ সালের ঐ ১৫ই আগস্ট যে ইনকিলাবি রদবদল কায়েম হয়, তাহার ফলে ঠিক ঐ রোজ হইতেই বাংলাদেশ আজাদীর রাহায় রাহাগীর হয়। মনিবের জরুরত এনকার করিয়া এই মুলকের বাশিন্দারা খোদমুখতারি কায়েমের কোশেশ শুরু করে। ইহার ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই সাবেক মনিব ও তাহার খরিদা গোলামদের দিলে জখম পয়দা হইয়া যায়। তাহারা দোবারা একজোট হইয়া ঐ একই সালের ৩রা নভেম্বর আচানক হাতিয়ারের হামলা চালাইয়া তাহাদের পুরানা কুরছি দখল করিয়া ফেলে। একটি খাছ মহল নিজেদের দরমিয়ানে মিঠাই খাওয়া ও মিঠাই বাঁটিয়া দেওয়ার পাল্লা শুরু করিয়া দেয়। এই মুলুকের আওয়াম বহুত গমগীন হালতে উহা খেয়াল করিয়া দেখে, এবং চার রোজ বাদ একাজোট হইয়া জঙ্গী হামলা চালাইয়া বেঈমানদের খায়েশের কেল্লা মিসমার করিয়া দেয়। ইহাই হইতেছে ইনকিলাব ও কওমী ইত্তেহাদের রোজ মানাইবার মুখতাছর তাওয়ারিখ।

www.pathagar.com

লেকিন ইহার একটি দুছরা তাছির আছে। ১৫ই আগস্টের ইনকিলাব যেমন বাংলাদেশের আজাদীর রাহা খোলাছা করিয়া দিয়াছে, ৭ই নভেম্বরের ইনকিলাব তেমনি এই মুলুকের বাশিন্দাদের বাংলাদেশী হওয়ার মওকা আনিয়া দিয়াছে।

ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর বাঙ্গালী কওমিয়াত নামের এক আজব চিজ আমদানী করিয়া এই মুলুকের মুসলমানদের তাহজীব-তমদ্দুন, আখলাক-খাছিয়ত ও ঈমান-আমান বাতিল-বরবাদ করার এক খতরনাক সাজিশ শুরু করা হইয়াছিল। আবদুল গাফফার চৌধুরী তো মুসলমানদের দুর্গা পুজায় শরিক হওয়ার ফতোয়া তক জারি করিয়া ফেলিয়াছিল। আর মুসলমানরা যাহাতে আর কখনও মুসলমান বলিয়া নিজেদের তারিফ বয়ান না করিতে পারে, সেই মতলবে দুনিয়ার কোথাও যাহার হাস্তি নাই, সেই ধর্মনিরপেক্ষতা নামক এক আজব দাওয়াই আমদানী করিয়া তাহাদের পিলাইবার কোশেশ করা হইয়াছিল। বাংলাদেশের খাছ-দখলী মৌরসি মোকাররারি স্বত্বের জমিন বেরুবাড়ী গায়ের মুলুকের দখলে ছাড়িয়া দিয়া গোলামির তাঁবেদারি সাবুদ করা হইয়াছিল। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আল্লাহর দেওয়া লা-ছানি সম্পদ পাটের শিকড় তক দুছরা মুলুকের মালিকানায় তুলিয়া দেওয়ার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলা হইয়াছিল। পঁচিশ সাল আগে যে সকল হিন্দু হিন্দুস্থানে হিজরত করিয়াছিল, তাহাদের আওলাদেরা দলে দলে ওয়াপস আসিয়া তাহাদের ওয়ালেদদের এই মুলুকের সাবেক জেলার নাম করিয়া এই দেশী বনিয়া সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিতে বহাল হইতে শুরু করিয়াছিল।

ইহা সবই গুজাস্তা জামানার কথা। লেকিন তথাপি ইহা এই কারণে দোহরাইতেছি যে, এই তাওয়ারিখ ইয়াদ হইলে ৭ই নভেম্বরের ইনকিলাবের তফছির-এবারত ও মানে-মতলব থোড়া আছানির সহিত মালুম করা যাইবে। এখন ঐ ইনকিলাবের পর হাল-হকিকত কোন্ ছুরত ধারণ করিয়াছে, তাহা থোড়া ইয়াদ করা যাইতে পারে।

আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার গজব হইতে নাজাত পাইয়াছি। তাহার জায়গায় আমাদের দস্তুরে এখন বিসমিল্লাহের রাহমানুর রহিম, এবং আল্লাহর উপর ঈমান কায়েম রাখার তাকিদ কায়েম হইয়াছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতি কায়েমের ওছিলায় মুসলিম তাহজীব-তমদ্দুন কোতল করা বন্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালী কওমিয়াত কায়েমের ওছিলায় আমাদের দুছরা মুলুকের গোলাম বানাইবার রাহায় রুকাওট পয়দা হইয়াছে। বাংলাদেশী কওমিয়াত কায়েম হওয়ায় আমরা এখন দুছরা তামাম কওম হইতে ফারাগত করিয়া নিজেদের সনাক্ত করিতে পারিতেছি। নিজেদের মাল-সামান ও ধন-দৌলত নিজেরাই ভোগদখল করিতে পারিতেছি। এবং আমাদের উজির-নাজির ছাহেবানকে এখন আর মাশোয়ারা নছিহতের জন্য ঘড়িঘড়ি কলিকাতা - দিল্লী ছফর করিতে হইতেছে না।

ইহারই নাম আজাদী। ইহারই নাম খোদমুখতারি। ইহাই হইতেছে ৭ই নভেম্বরের ইনকিলাবের আসল ছবক।

আজাদ, ১৮ই নবেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

মুহাব্বতের মাদ্রাসা

আমি যখন নওজোয়ান আছিলাম, তখন জওয়ানির আতশে জ্বলিয়া-পুড়িয়া হামেহাল বড়ই বেকারার হইয়াছি। মোকামে বেমোকামে মওকায় বেমওকায় মুহাব্বতের তালাশ করিয়াছি। বায়োস্কোপ দেখিয়া মুহাব্বত করার তরিকা সম্পর্কে ট্রেনিং লইয়াছি এবং ঐ ট্রেনিং মুতাবেক অশোক কুমার ও জহর গাঙ্গুলির মাফিক মাথার চুল উসকো-খুসকো করিয়া এবং চোখে-মুখে উদাস উদাস ভাব আনিয়া পার্কের মধ্যে আওয়ারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। মেয়ে দিল কি ধড়কান কিছিমের বহুত গানা গাহিয়াছি, এবং এমন কি জমিনের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া লম্বা লম্বা ঘাস তক চিবাইয়াছি (হরগেজ খাই নাই)। লেকিন আফছোছ কি বাত, লীলা চিটনিশ বা কাননবালার মাফিক কোনও নওজোয়ান খুবছুরত লাড়কি ফুল গাছের পিছন হইতে চুপকে চুপকে আসিয়া আচানক আমার মুখের ঘাস কাড়িয়া লয় নাই।

আমাদের মাকানের নজদিকে কয়েকজন নওজোয়ান লাড়কি বাস করিত বটে, লেকিন রাস্তা-ঘাটে দূর হইতে নজরে দেখা ছাড়া তাহাদের সহিত কোনও তাআল্লুকাত কায়েম করার কোনও তরিকা ছিল না। তাহাদের ওয়ালেদ ছাহেবানের লাঠির চিকনাই এবং ভাই-বেরাদরের তাকত দেখিয়া খত লিখিতে বা কাহারও মাকানের নজদিকে যাইতে আদৌ হিম্মত হইত না।

হায়-হায়! আমার আফছোছের আহাজারি আর কাহাকে শুনাইব। টুটে হুয়ে দিলের দরদ আর কাহাকে বুঝাইব! আমার জওয়ানি যখন চলিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই সময় এখন দারুল হুকুমত ঢাকায় সরকারী খরচে মুহাব্বতের একটি মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছে। কোন তরিকায় মুহাব্বত করা যায়, কোন ওছিলায় দস্তে দস্ত ঠেকানো যায়, কোন বাহানায় কোন জবানে খত লেখা যায়, কিভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িতে হয়, অগায়রা অগায়রা তাবত বিষয়ে সেখানে ছবক দেওয়া হয়। এবং উপরের দিকের জামাতে তফছির-ইবারত ও শানে-নজুল সহকারে বাকায়দা হাতে-কলমে এলেম দেওয়া হয়। তদুপরি হেড মুদাররেছ ছাহেব নিজে একজন শায়ের হওয়ায় হাল জামানার শায়েরি জবানে মুহাব্বতের খত লেখার তালিম লইতে তালবেলেমদের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। এই মাদ্রাসার একটি উমদা ছিফাত হইতেছে এই যে, এখানে ওয়ালেদ ছাহেবানের লাঠি কিংবা ভাইবেরাদরের ঘুষি-তামেচার বিলকুল কোনও ডর নাই। তালবেলেমরা আমান-এতমিনানের সহিত মুহাব্বতের তামাম কায়কারবার চালাইয়া যাইতেপারে।

এই মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছে একখানি হপ্তাওয়ারী কাগজের পাঠকের পাতা ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বিভাগে। পয়দায়েশের পর জিয়াদা রোজ না হইলেও ইতিমধ্যে উহা

www.pathagar.com

এইছা কামিয়াবি হাছেল করিয়াছে যে, হর হপ্তা বেশুমার নয়া নয়া তালবেলেম পিলপিল করিয়া আসিয়া উহাতে ভর্তি হইতেছে। বেয়াদব আদমিরা ফরমাইতেছে যে, ফিলহাল প্রাইভেট কসবি ইয়ানে প্রমোদবালা এবং পাবলিক কসবিখানার যে শানদার তছবির ছাপানো হইয়াছে, তাহার মধ্যেই নাকি মাদ্রাসার ছবকের ফিরিস্তি বয়ান করা হইয়াছে। এবং উহা দেখিয়াই নাকি ভর্তি হইবার জন্য নয়া নয়া তালবেলেমের দিলে দিলচসপি পয়দা হইয়াছে। লেকিন বেয়াদব আদমিরা বরাবরই বেয়াদব। ঐ তছবির এলান হওয়ায় তামাম কওমের যে বেহদ খেদমত করা হইয়াছে, নজর খাটো হওয়ায় তাহারা তাহা বিলকুল দেখিতে পায় নাই।

মাদ্রাসার তালবেলেমরাও মাশাআল্লাহ তাহাদের ছবক বহুত জলদি হাছেল করিয়া ফেলিতেছে। দুছরা মাদ্রাসার মাফিক পাস করার জন্য বছরের পর বছর ইন্তেজার করিতে হইতেছে না। একজন তালবেলেম দেখিতেছি এইছা ফওরান পাস করিয়া ফেলিয়াছে যে, স্বাভাবিক আওরতে তাহারা আর মন উঠিতেছে না। তিনি চাহিতেছেন পারমিসিভ গার্ল ইয়ানে যে আওরত শাদি-শুদা ছাড়াই বিবি হিসাবে বেগানা মরদের সহিত তাআল্লুকাত কায়েম করিতে রাজি। দুছরা একজন তালবেলেম শায়েদ বহুত জিয়াদা এলেম হাছেল করিয়া ফেলিয়াছেন। লেহাজা তিনি নিজে আর শাদির ধান্দার মধ্যে না যাইয়া দুছরা মরদের শাদি করা বিবির সহিত তাআল্লুকাত কায়েমের খায়েশ জাহির করিয়াছেন। তিছরা একজন তালবেলেম দেখিতেছি একজন আওরত। তিনি খোল্লামখুল্লা বয়ান করিয়াছেন যে, তিনি তাহার শওহরের দোস্তের সহিত অন্তরঙ্গভাবে ইয়ানে দিলেদিলে ছিনা-ব-ছিনা মিশিয়া থাকেন, এবং তাহা দেখিয়া তাহার শওহর ছাহেব বেজার হইলে তিনি বড়ই খুশি হইয়া থাকেন।

শুকুর আলহামদুল্লিহ। মুহাব্বতের এলেম-কালাম ও তালিম-ইস্তেমালের ব্যাপারে আমাদের এই যে তরক্কি হইতেছে, তাহাতে দুছরা তামাম মুলুককে আমরা ইনশাল্লাহ বহুত জলদি পিছনে ফেলিতে পারিব।

লেকিন আমাদের কওমী তরক্কির এই রাস্তায় এখনও কিছু কিছু নালায়েক দুশমন ঘুরাফিরা করিতেছে। তাহাদের সম্পর্কে মাদ্রাসার মালিক মুখতারদের বহুত হুঁশিয়ার হইতে হইবে। সামন্তবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল আকিদার এই সকল সরকারী-বেসরকারী বাতিল মুরব্বিরা এখনও বিভিন্ন জলসা মজলিসে আমাদের নওজোয়ানদের সংযত ও শালীন হইয়া চলার নছিহত করিতেছে। তাহাদের এই হীন ষড়যন্ত্রকে বানচাল করার জন্য বাংলাদেশের তামাম নওজোয়ান আশেক মাশুককে এক জামাতে শামিল হইয়া মুহাব্বতের মাদ্রাসার আলিশান ঝান্ডাকে তাঁহাদের নাক বরাবর তুলিয়া ধরিতে হইবে।

আজাদ, ১৪ই মে, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

(মুং) বা (হিং) লিখুন

সব আদমির নামের মধ্যেই দ্বীনের তারিফ জারি থাকে। ইয়ানে কে কোন কিছিমের দ্বীনে পাবন্দি করিয়া থাকে, তাহা তাহার নাম দেখিয়াই মালুম করা যায়। আব্দুল মালেক যে মুসলমান, হরিপদ ভট্টাচার্য যে হিন্দু, অথবা জন টমাস যে নাছারা, তাহা আর কাহাকেও তফছির করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। এই রেওয়াজ বহুত রোজতক এই মুলুকে কায়েম আছে। লেকিন ফিলহাল পত্র-পত্রিকায় এমন কিছু নাম দেখিতে পাইতেছি, যাহা মুসলমানের না হিন্দুর, তাহা বিলকুল মালুম করিতে পারিতেছি না। কয়েকটি নমুনা দিই। ন্যায়প্রকাশ খোন্দকার, সুদূরিকা আলি, সৌমেন হাসান, কৌশিক রহমান, সৈকত মাহমুদ, নীরদ আহমদ, পায়েল মাহবুব, মজিদআল-সন্ন্যাসী, সোহাগ আজাদ, রানা রাসেল।

মশহুর এক লেখকের পয়দা করা একটি কিচ্ছার নায়কের নাম ছিল পাঁচুগোপাল। গ্রাম হইতে শহরে আসিয়া ঐ গুজাস্তা জামানার নামের জন্য নয়া ইয়ার-দোস্তের নিকট সে বড়ই শরমিন্দা হইতে লাগিল। লেহাজা একরোজ হেকমত করিয়া সে ঐ দেহাতী নাম তালাক দিয়া মডার্ণ নাম লইল লালিমা পাল। ইহাতে তাহার শরমিন্দা কমিল বটে, লেকিন ঝামেলা বাড়িল। মরদ লোকেরা তাহাকে খুবছুরত কলেজ গার্ল মনে করিয়া ইশকের বোখারে বেচায়েন হইয়া খত লিখিতে লাগিল।

পাঁচুগোপাল হতভম্ব হইয়া গেল। নয়া নামটি তাহার বড়ই পছন্দ। উহা সে বাদ দিতে রাজি নয়। লেহাজা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটি নয়া লফয যোগ করিয়া সে লিখিতে শুরু করিল লালিমা পাল (পুং)।

আমাদের এইসব ছাহেব-ছাহেবানীদের আদি নাম হুজ্জতুন্নেছা, সোনা মিয়া, তিনকড়ি, কাটি মিয়া, অথবা খেঁদারাম ছিল কিনা, তাহা বরহক ভাবে জানা যাইতেছে না। জানার কোনও তরিকাও দেখিতেছি না। লেকিন তাহারা যদি মেহেরবানী করিয়া তাহাদের নামের শেষে (মুং) বা (হিং) লিখিতেন, তাহা হইলে তাহাদের সনাক্ত করিতে আমার মত নালায়েক লোকের বড়ই আছানি হইত।

গুজাস্তা জামানায় মুসলিম রায়তের কোনও আওলাদ পয়দা হইলে জমিদার বাবু বা নায়েব মশায় বাকায়দা দস্তুরি নিয়া নাম রাখিতেন নারদ আলী, কালাচাঁদ শেখ, মাখন মন্ডল, গৌরী বিবি, মেনকা বানু অগায়রা অগায়রা। ইহা যে তাহাদের তাহজিব-তমুদ্দুনের খেলাফ, অনেক রায়তই তাহা মালুম করিতে পারিত না। যাহারা পারিত, তাহারাও মনিবকে খুশি রাখার গরজে খামোশ হইয়া থাকিত। লেহাজা "এক দেহে লীন" করিয়া ফেলার কোশেশ তখন বেশ জোরেশোরেই জারি ছিল। ফিলহাল যাহাকে বাংলাদেশী কওমিয়াতের পয়লা নকীব বলিয়া তারিফ করা হইয়াছে, সেই হাজি

www.pathagar.com

শরিয়তুল্লাহ হইতে শুরু করিয়া মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তক বহু মুজতাহেদ ইহার খেলাফে জোর আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ফলে অনেক নারদ আলী নঈমউদ্দীন এবং মেনকা বানু মনোয়ারা হইয়া যায়। এইভাবে মুসলমানেরা আস্তে আস্তে তাহাদের নিজস্ব ইজ্জত-হাশমত সম্পর্কে সজাগ হইতে থাকে। মুসলমান নওজোয়ানেরা লেখাপড়া শিখিয়া শহরে যাইয়া পানিকে জল এবং গোশতকে মাংস বলিয়া ভদ্রলোক বনিবার তোহমত হইতে রেহাই পায়। লেকিন তাহা সত্ত্বেও মনিবদের দাপট তখন এতই জিয়াদা ছিল যে, কাশেম মল্লিককে কে, মল্লিক নামে গান গাহিতে হইত, ফতেহ লোহানীকে কিরণকুমার নামে অভিনয় করিতে হইত, এবং ওবায়দুল হককে হিমাদ্রি চৌধুরী নামে ফিলিম পরিচালনা করিতে হইত। শখ করিয়া নহে, নেহায়েত মজবুর হইয়াই তাহাদের ঐরূপ করিতে হইত।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর অবশ্য এই জিন্দানখানার দরজা খুলিয়া যায়। মনিবের দাপট খতম হইয়া যাওয়ায় কাশেম মল্লিক, ফতেহ লোহানী, ওবায়দুল হক এবং তাহাদের মত আরও অনেকে সগর্বে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর পাঞ্জাবী জুলুম খতম করিয়া এদেশের আমলোক যখন আজাদ বাংলাদেশ কায়েম করিল, তখন কিছু সংখ্যক সেবাদাসের বে-আস্তিন কোটের জেবে চড়িয়া পুরানা মনিব আবার আলিশান তরিকায় তশরিফ আনিলেন। মওকা বুঝিয়া নঈম-উদ্দীনরা আবার নারদ আলী হইল, এবং নানান ফিকিরে মনিবের মোসাহেবী করিতে লাগিল। অনুমান করিতে তকলিফ হয় না যে, ন্যায়প্রকাশ খোন্দকার, সৌমেন হাসান অগায়রা নাম এই মোসাহেবীরই একটি জিন্দা আলামত। লেকিন এই সকল ছাহেব-ছাহেবানীর নিঁদ এখনও টুটিতেছে না কেন, তাহা ঠিক মালুম করা যাইতেছে না। তাহারা যদি মেহেরবাণী করিয়া এখন চোখ খোলেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, তাহাদের সেই বে-আস্তিন কোট বাতিল হইয়া গিয়াছে, এবং পেয়ারের মনিবও ওয়াপস হইয়া গিয়াছেন। আর তাহারা ফুলচন্দন দিয়া যে কদমে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন, যাইবার সময় মনিব ছাহেব সেই কদমও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

লেহাজা এখন তাহাদের আর ধর্মনিরপেক্ষ নামের লাগাম পরিয়া লেজ নাড়াইয়া চিঁহি-চিঁহি আওয়াজ করিয়া কাহারও দিলে তছল্লি পয়দা করার কোনও জরুরত নাই। লেকিন তথাপি যদি তাহারা ঐ দোআঁশলা নামের মোহাব্বতে ইস্তাফা না দিতে পারেন, তাহা হইলে মেহেরবাণী করিয়া উহার শেষে ব্রাকেটের মধ্যে মুং বা হিং লিখিয়া দিলে আমলোকের বেশুমার আছানি হইবে।

আজাদ, ২৭শে মে, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

দাউদ হায়দার

যে দাউদ হায়দার হুজুরে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের উপর বদজবানি হামলা করিয়া তৌহিদবাদী বাংলাদেশীদের গোশ্বার আতশে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতে যাইতে বাকশালী ছাতার আড়ালে লুকাইয়া গোপনে গায়ের মুলুকে পলাইয়া গিয়া জান বাঁচাইয়াছিল, সেই আস্তাকুড়ের কীড়াটি ফিলহাল আবার বাংলাদেশে আনাগোনা করিতেছে এবং তাজ্জবের কথা, এখানকারই কোনও কোনও সংস্কৃতিওয়ালা এলেমদার আদমির ছায়ায় দাঁড়াইয়া তাহার সেই পুরাতন খেলা দোবারা শুরু করিয়াছে।

ইসলাম এবং ইসলামের সুবাদে কোনও কিছুর নাম শুনিলে সে কামড়াইবে না ছোবল মারিবে ঠিক করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া গোঙাইতে থাকে; এবং ঐ হালতে থাকা অবস্থায় মুখ দিয়া ফেনা বাহির করিয়া থাকে। ঐ ফেনা গায়ে মাখিয়া আওয়ামের সামনে নাচিতে গিয়া রোজানা আখবার "সংবাদ" একবার বহুত নাজেহাল হইয়াছিল। শেষতক নাকে খত দিয়া মাফি মাঙ্গিয়া রেহাই পাইয়াছিল। এবার ঐ ফেনা মুখে মাখিয়া বগল বাজাইতে বাজাইতে ময়দানে নামিয়াছে একটি সরকারী ইদারা, যাহার নাম হইতেছে বাংলা একাডেমী।

"একুশের সংকলন–'৭৭" নামে একাডেমী যে কিতাব বাহির করিয়াছে, তাহার ১৫০–১৫১ পাতায় সেই কুখ্যাত দাউদ হায়দারের একটি গবিতা ছাপা হইয়াছে। উহার নাম "যা আমার নয়, যা আমি বুঝি না।" ইহা দ্বারা সে যাহাবুঝাইতেচাহিয়াছে, তাহা হইতেছে আরবী ভাষা। সে বয়ান করিয়াছে যে, শহীদ মিনারের কাছে রিকশায় উঠবার আগে –

> "আমার চোখে পড়ল,/ তীর চিহ্নে অংকিত হাজী / ক্যাম্পের পথ–নির্দেশ
> এবং তার পাশে আরবীতে / লেখা একটি সাইনবোর্ড / যা আমার কোনকালের
> ভাষা নয়, যা আমি কক্‌খনো / বুঝি না।"

দাউদ হায়দার তো দুনিয়ার কত ভাষাই বোঝে না, লেকিন খাছ করিয়া আরবীর উপরে নাখোশ হইল কেন? উহা কোরআন পাকের জবান বলিয়া? হজরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের জবান বলিয়া? মুসলমানের নিকট মুবারক জবান বলিয়া?

আমরা যতদূর ওয়াকিফ আছি, হাজী ক্যাম্পের ঐ ইন্তেজাম খোদ সরকারই করিয়াছিলেন। তাহা হইলে বাংলা একাডেমী একটি সরকারী ইদারা হইয়াও উহার প্রতি ঐ তিরছি নজরের বেইজ্জতী হামলা সমর্থন ও প্রকাশ করিলেন কেমন করিয়া? সরকার ও বাংলা একাডেমীর ওছুল ও রাহার মধ্যে তাহা হইলে কি ফারাক রহিয়াছে? সেই বাকশালী ছাতার আড়ালে পলাইয়া যাইবার পর হইতে দাউদ হায়দার

www.pathagar.com

দুছরা মুলুকের বাশিন্দা হইয়াছে বলিয়াই আমরা জানি। নিজের আখলাক খাছিয়তের জন্যই সে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই মুলুকের বাশিন্দাদের ঈমান-আকিদার এই খতরনাক দুশমন এখানে যে আর কখনও জায়গা পাইবে না, তাহা শায়েদ সে নিজেও ভাল করিয়াই জানে। লেকিন তাহা সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে এখানে আসিয়া ফেরেববাজী ও দুশমনী করার জন্য তাহাকে মওকা দিতেছে কাহারা? মদদ জোগাইতেছে কাহারা?

দাউদ হায়দার নিজেই ঐ গবিতার মধ্যে "বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ডকটর ভদ্রলোকের বাসভবনে" যাইয়া তাঁহারা সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও জীবনানন্দের রূপসী বাংলা লইয়া আলোচনার কথা বলিয়াছে। এই ডকটর ভদ্রলোকটি কে? দাউদ হায়দারের এইসব মদদগার রিশতাদারদেরও বাংলাদেশীরা চিনিয়া রাখিতে চায়।

দাউদ হায়দার বাংলাদেশে বাস করে না। এখানে তশরিফ আনিতে বহুত তকলিফ হইয়া থাকে। এমনকি ভিসারও জরুরত হইয়া থাকে (তাহার বাংলাদেশী নাগরিকত্ব শায়েদ খারিজ হইয়া গিয়াছে, নহিলে নিজের মুলুকে ওয়াপস আসিতে ভিসার জরুরত হইবে কেন?)। এই সকল বাতচিত সে নিজেই ঐ গবিতার মধ্যে আহাজারি করিয়া বয়ানকরিয়াছে।

> "গত এক বছর পর / আমি ঢাকায় ফিরেছি। /ইদানীং বারো-তের মাসের
> মাথায় একবার করে / স্বদেশে ফিরে আসি। / আসতে একটি জরুরী
> ভিসার প্রয়োজন,/ নইলে প্রবেশ নিষিদ্ধ।"

তাহার এই কবুল জবানী হইতে সাবুদ হইয়া যাইতেছে যে, ফিলহাল সে বাংলাদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ তাআল্লুকাত কায়েম রাখিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে "একুশের সংকলন '৭৭"-এর সম্পাদক ছাহেব ফরমাইতেছেন - "নতুন-পুরাতন সকল লেখকের লেখা, যা সংকলন বিভাগ স্বল্প সময়ে সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তা-ই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।"

তাহা হইলে মোয়ামেলাটি আখেরে কি দাঁড়াইতেছে? যে আদমি নিজেই কবুল করিতেছে যে, সে গায়ের মুলুকে থাকে, এবং এখানে আসিতে তাহার বহুত তকলিফ হয়, বাংলাদেশের বিতড়িত দুশমন বলিয়া জানা সত্ত্বেও "সংকলন বিভাগ স্বল্প সময়ে" তাহার এই লেখাটি সংগ্রহ করিলেন কেন? এবং কেমন করিয়া?

লেখাটি পুরাতন হইলে তাহারা শায়েদ একটি অজুহাত খাড়া করিতে পারিতেন। লেকিন ব্যাপার তো তাহা নহে। তদুপরি বাংলাদেশীদের দিলে জখম পয়দা করিবে বলিয়া জানা সত্ত্বেও এই লেখাটি তাহারা ছাপাইলেন কেন? এবং ইহাই সবচেয়ে জরুরী ছওয়াল-দাউদ হায়দারের তামাম তাওয়ারিখ সম্পর্কে ওয়াকিফ থাকা সত্ত্বেও তাহার নাপাক মুখের ঐ বদবুঁদার ফেনা তাহারা মুখে মাখিতে অত উৎসাহী হইলেন কেন?

আজাদ, ১লা জুলাই, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

হাজার বছর পরে

বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর হামেশা একটি নয়া নগমা শুনিতে পাইতাম। জলছা-মজলিসেও শুনিতাম, আবার রেডিওতেও শুনিতাম। নানান গাওয়াইয়া নানান গায়েকিতে গাহিতেন, লেকিন রেডিওতে যিনি গাহিতেন তাহার গায়েকিই সবচেয়ে বেহেতর বলিয়া মালুম হইত। দিলের তামাম দরদ এবং ইশকের তামাম জজবা গলার মধ্যে আনিয়া ভাবে ও ভক্তিতে গদগদ হালত হইয়া তিনি গাহিতেন-

"হাজার বছর পরে, আবার এসেছি ফিরে এই বাংলায়।" তাহার পরের লাইনগুলি এতদিন পরে আর আমার ইয়াদ নাই। এবং তাহার শায়েদ কোনও জরুরতও নাই। কেননা, ঐ পয়লা লাইনই হইতেছে আসল কেরামতি। হাজার সাল বাদে কাহারা এই বাংলায় ওয়াপস আসিলেন? তাহাদের শকল-ছুরত কি রকম? রেডিওতে আনকরিব হররোজ ঐ একই নগমা শুনিতে শুনিতে এই কিছিমের থোড়া ছওয়াল আমার দিলের মধ্যে পয়দা হইয়া গিয়াছিল। এবং মনে মনেই উহার জবাব তালাশ করিতে শুরু করিয়াছিলাম।

পয়লা কদমে আমাদের জঙ্গে আজাদীর বাহাদুর ছিপাহীদের কথা ইয়াদ হইল। কেননা, তাহারাও তো জিয়াদা রোজ বাদে ওয়াপস আসিয়াছেন। লেকিন তায়দাদ করিয়া দেখিলাম হাজার সাল নহে। লেহাজা ঐ নগমার বয়ান যে তাহাদের জন্য নহে, তাহা বিলকুল মালুম হইয়া গেল। ঐ সময়, ইয়ানে ১৯৭২ সালের দিকে হিন্দুস্থান হইতে নানান কিছিমের বহুত লোক বোঁচকা-জাম্বিল লইয়া বর্ডার পার হইয়া পিলপিল করিয়া এই বাংলায় তশরিফ আনিতেছিল। লেকিন নগমার বয়ানের সহিত তাহাদেরও কোনও মিল-মিলাপ পাইলাম না। কেননা, তাহারা ওয়াপস আসিতেছেন জিয়াদা ছে জিয়াদা চব্বিশ সাল বাদে, আর নগমায় বলা হইতেছে হাজার সাল বাদে। লেহাজা আমি মজবুর হইয়া তাওয়ারিখের কিতাব হাতড়াইতে লাগিলাম।

ছিপাহছালারে আজম ইখতিয়ার-উদ-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি ১২০৩ সালে বাংলাদেশ দখল করেন, এবং শাহানশাহ লক্ষ্মণসেন খিড়কির দরজা দিয়া পলাইয়া গিয়া রেহাই পান। ঐ ১২০৩ সাল হইতে শুরু করিয়া ১৭৫৭ সাল তক একটানা সাড়ে পাঁচশত সাল হইতেও জিয়াদা রোজ তক বাংলাদেশে মুসলমানদের সালতানাত ও হুকুমত কায়েম ছিল। ১৭৫৭ সালে মীরজাফর ও উমিচাঁদদের বেঈমানিতে জঙ্গে পলাশীতে বাংলাদেশের তখত ও তাজ মুসলমানের নিকট হইতে নাছারাদের নিকট চলিয়া যায় এবং তাহারা ১৯৪৭ সাল তক একটানা আনকরিব দুইশত সাল হুকুমতে কায়েম থাকে। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের হুকুমত আবার

www.pathagar.com

মুসলমানদের হাতে ওয়াপস আসে, এবং ইনশাআল্লাহ এখনও উহা কায়েম মোকাররর আছে। ১৯৭১ সালের জঙ্গে জুলুমবাজ পাঞ্জাবীদের তাড়াইতে গিয়া তাহারা গায়ের মুলুকের মদদ কবুল করে। ঐ জঙ্গ ফতেহ হইয়া যাওয়ার পর ১৯৭২ সালে মদদ দেনেওয়ালারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের হুকুমত শায়েদ পুনরায় তাহাদের কবজায় চলিয়া গিয়াছে। এবং এই কারণেই তাহারা হেলিয়া-দুলিয়া গলিয়া-গলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া দরাজ গলায় গান ধরিয়াছিলেন- "হাজার বছর পরে, আবার এসেছি ফিরে এই বাংলায়।"

১২০৩ সাল হইতে ১৯৭২ সাল তক অংকের হিসাবে ঠিক হাজার সাল হয় না বটে, লেকিন নগমা ও শায়েরির হিসাবে হয়। এই তরিকায় হিসাব-তায়দাদ খাড়া করার পর আমার দিলে আর বিলকুল কোনও আন্দেশা রহিল না যে, ১৯৭২ সালে ঢাকায় বসিয়া যাহারা ঐ গান গাহিতেন, তাহারা দুছরা কেহ নহে, খোদ শাহানশাহ লক্ষণসেনের আওলাদ।

ঐ নগমাটি কলিকাতায় লেখা হইয়াছিল, এবং সুর-তাল অগায়রা ঠিক করিয়া বাংলাদেশী গাওয়াইয়াদের শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৭২ সাল হইতে ১৯৭৫ সাল তক একটানা এই চার বছর উহা ঢাকা রেডিও হইতে অহরহ এলান করা হইত। অজিত রায়ের দরাজ গলায় গাওয়া এই গানটি শায়েদ অনেকেই শুনিয়াছেন।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব কতল হওয়ার পর রেডিও হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর ছিপাহী-জনতা এক কাতারে শামিল হইয়া যখন এই মুলুককে প্রকৃতপক্ষে আজাদ করে, তখন শাহানশাহ লক্ষণসেনের আওলাদ এবং বানোয়াটি আওলাদদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের দাদাজানের মাফিক খিড়কির দরজা দিয়া পলাইয়া গায়ের মুলুকে চলিয়া যান। যারা যান নাই, তাহারা এতদিন ঘাপটি মারিয়া খামোশ হইয়া ছিলেন। এই সাল ১৫ই আগষ্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসাবে ঘোষণা হইতে দেখিয়া তাহারা আবার নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়াছেন। এবং তৌহিদবাদী মুসলমানের মুলুকে বোতপরস্তি কায়েম করার মতলবে হালুম-হুংকার শুরু করিয়া দিয়াছেন। লেকিন ইয়াদ দেলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, হাজার সাল বাদে ওয়াপস আসিয়াছেন বলিয়া খেয়াল করিলেও আসলে কিন্তু তাহারা ওয়াপস আসিতে পারেন নাই। কেননা, আজাদ বাংলাদেশে এখনও ইনশাআল্লাহ মুসলিম হুকুমত কায়েম আছে।

আজাদ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

হারামজাদা

আমাদের জবানে ''হারামজাদা'' বলিয়া একটি লফজ আছে। লোগাত মতে উহার মতলব হইতেছে জারজ। ইয়ানে কোনও মরদ ও আওরত যদি শাদি-শুদা ছাড়াই কোনও আওলাদ পয়দা করে তাহা হইলে তাহাকে হারামজাদা বলা হইয়া থাকে। লেহাজা উহা হইতেছে একটি গালি। কেহ কাহাকেও এই গালি দিলে গালি খানেওয়ালা যে, ভাবে-ভক্তিতে গদগদ হইয়া আদব-তমিজ করিয়া গালি দেনেওয়ালাকে কুর্নিশ করিবে, এমনটি শায়েদ কখনও আশা করা যাইতে পারেনা লেকিন হইয়াছে ঠিক তাহাই। কেননা বাস্তব ঘটনা হইতেছে কিচ্ছার চেয়েও আজব।

বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর ১৯৭২ সালে আমাদের ছিনেমার অঙ্গনে গায়ের মুলুকের তমদ্দুনের কালোহাতের থাবা মারা এবং ঐ তমদ্দুনের ছবক দেওয়ার মতলবে মেহেরবাণী করিয়া যাহারা হিন্দুস্থান হইতে তশরিফ আনিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মরহুম জনাব ঋত্বিক ঘটক। একজন বাংলাদেশী ছিনেমা কর্মীকে তিনি পয়লা মুলাকাতে এইভাবে ইস্তেকবাল জানাইয়াছিলেন- ''কিরে হারামজাদা! তোর পকেটে তিন তিনটে কলম কেন? আঁতেলীপনা! যাও কবিতা লেখ গিয়ে, ফিল্ম করতে এসনা।"

এই বাংলাদেশী ছিনেমা-কর্মী হইতেছেন জনৈক মহম্মদ খসরু। ঐ মধুর সম্ভাষনের মিঠা মিঠা বুলি তাহাকে এমনই মাতোয়ালা করিয়া ফেলিয়াছে যে, ১৯৭২ সালের সেই মুহাব্বত তিনি এই ১৯৭৭ সালেও ভুলিতে পারেন নাই। ঢাকার একটি চলচ্চিত্র সংসদ ফিলহাল "ধ্রুপদী" নামে যে একটি সংকলন বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তিনি "শেষ সাক্ষাৎকার প্রথম নমস্কারের আগে" নাম দিয়া বহুত জজবা ও ফখরবাজির সহিত তাহার ঐ হারামজাদা নামে অভিহিত হওয়ার কিচ্ছা বয়ান করিয়াছেন। ছেরেফ পয়লা মোলাকাতের সময় নয়, পরে যখন তিনি সাক্ষাতকার নেওয়ার কথা বলিয়াছেন, তখনও জনাব ঋত্বিক ঘটক বলিয়াছেন-"কই, টেপ-রেকর্ডার এনেছ? হারামজাদা, এভাবে ঋত্বিক ঘটকের সাক্ষাৎকার হয় না।" সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার বয়ান দিয়া জনাব খসরু বলিয়াছেন-"ঋত্বিক'দা একটা বিড়ি ধরালেন। আমরা টেপ-রেকর্ডার গুটিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে এলাম। ঋত্বিকদাকে সেই প্রথম নমস্কার শেষ সাক্ষাৎকারের আগে।"

ছিনেমার ব্যাপারে জনাব ঋত্বিক ঘটক একজন বহুত বুজর্গ ও কাবেল আদমি। লেকিন নিজের দীন, ইজ্জত, কওমিয়াত ও তাহজিব-তমদুন বাতিল-বরবাদ করিয়া এইরূপ ফুল-চন্দন দিয়া দুছরা কেহ আর কখনও তাঁহার চরণ-পুজা করিয়াছেন

www.pathagar.com

মনে হয় না। গুজাস্তা জামানায় জমিদার বাবু রায়তকে লাথি মারিলে রায়ত নিজের গায়ে হাত না বুলাইয়া জমিদার বাবুর পায়ে হাত বুলাইয়া উহাতে দরদ লাগিয়াছে বলিয়া আফছোছ করিত। জনাব খসরুর বয়ানটি পড়িয়া মালুম হইতেছে যে, তিনি মাশাআল্লাহ ঐ কিছিমের রায়তদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

কোনও মুসলমান কখনও কাহাকেও নমস্কার করিতে পারেন ইহা আমি অন্তত কখনও আন্দাজ করিতে পারি নাই। লেকিন জনাব খসরু দেখিতেছি নমস্কার ছেরেফ করেনই নাই, বরং বহুত রোজ বাদ সেই বয়ান ছাপাইয়া ফখরের সহিত এলানও করিয়াছেন। এইরূপ হীনমন্যতার নজির আর কোথাও পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

আর একটি ছওয়াল। বয়ানের পাতায় পাতায় আনকরিব তিন লাইন পর পর জনাব খসরু "ঋত্বিকদা" "ঋত্বিকদা" বলিয়া গলিয়া গলিয়া পড়িয়াছেন। ইহাও তাঁহার চরম হীনমন্যতার আর একটি নজির। জনাব খসরু তাঁহার পেয়ারের "ঋত্বিকদা" অথবা তাঁহার কওমের দুছরা কাহারও জবানে কখনও খসরু ভাই লফজটি উচ্চারণ হইতে শুনিয়াছেন কি? তাঁহার ঋত্বিকদা ছাড়াও তাঁহার রাজেনদা, মহেন্দ্রদা, মৃণালদা অগায়রা অনেক "দাদাই" তো তখন হিন্দুস্থান হইতে তশরিফ আনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন এবং তাহাদের সহিত বেশ কিছু রোজ তাঁহার তাআল্লুকাত ও যোগাযোগ কায়েম হইয়াছিল বলিয়াও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। লেকিন তাঁহাদের কাহারও জবানে তিনি "পানি" লফজটি শুনিয়াছেন কি? আলবত শোনেন নাই। অথচ তিনি নিজে "ঋত্বিকদার" বাথরুমে "জল" পড়ার শব্দ শুনিয়াছেন। যাহারা "ভাই" বা "পানি" বলিয়া তাহাকে খুশি করার জরুরত বোধ করে নাই তাঁহাদের খুশি করার জন্য তিনি নিজের তাহজিব কোতল করিয়া "দাদা" ও "জল" বলিলেন কিভাবে? আত্মসম্মানবোধের অভাব এবং হীনমন্যতা আর কাহাকে বলে?

আগেই বলিয়াছি, ছিনেমার সুবাদে জনাব ঋত্বিক ঘটক একজন বহুত উমদা কিছিমের বুজর্গ ও কাবেল আদমি। এবং এই বাবদে তিনি তামাম লোকের ইজ্জত ও তারিফ পাওয়ার হকদার। লেকিন আমাদের মুলুক এই আজাদ বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁহার একিন–এরাদা কি রকম? তাঁহার মুরিদ জনাব মুহম্মদ খসরুর জবানিতেই উহা শুনা যাইতে পারে। মুর্শিদকে ছওয়াল করার ছলে মুরিদ ছাহেব বলিতেছেন– "দেশভাগ অর্থাৎ ভাঙ্গা বাংলার প্রতি আপনার যে মমত্ববোধ, সেটা আপনার ছবির একটি বিশেষ দিক। আপনার মতে আমাদের এই ভাগ হয়ে যাওয়াটার কারণেই আজকের এই আর্থনৈতিক সংকট। স্বাভাবিকভাবে তাই আপনার ছবিতে কিছু রাজনৈতিক সমস্যাও আলোকিত হয়। আপনি কি ভাবেন না ভাবেন সেটা বড় কথা নয়,

www.pathagar.com

আপনার ছবিটাই বলে দিচ্ছে এই না হলে হয়ত অন্যরকম হত। বেশ বুঝা যায়, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আপনার ব্যথাটা কোথায়।

মুর্শিদের দিলের দরদ মুরিদ ছাহেব বরহক ভাবে মালুম করিতে পারিয়াছেন। এবং আমরাও ইনশাল্লাহ মালুম করিতে পারিতেছি যে, "ভাঙ্গা বাংলা" আবার জোড়া লাগিলেই মুর্শিদ ছাহেবের খোয়াব কামিয়াব হইবে, এবং মুরিদ ছাহেব দাদা–কালচারে স্নান করিয়া স্নাতক হইয়া বগল বাজাইয়া নৃত্য করিতে পারিবেন।''

হিন্দুস্থান হইতে আসা মুর্শিদদের দস্তে দস্ত মিলাইয়া ১৯৭২ সালে যাহারা বয়েত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে এখনও ঐ গুরুমন্ত্র মুতাবেক কাম করিতেছেন, তাহার একটি আলামত "ধ্রুপদী" নামক ঐ কিতাবের ভূমিকাতেই পাওয়া যাইতেছে। বাংলাদেশে একটি ফিলিম আর্কাইভ কায়েম করার জরুরত বয়ান করিয়া কিতাবের সম্পাদক জনাব মুহম্মদ খসরু বলিতেছেন যে, বহুত রোজ আগে তাঁহারা সরকারের নিকট উহার একটি মনসুবা দাখিল করিয়াছিলেন, লেকিন "সরকারের পক্ষ থেকে আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হলেও দুঃখজনকভাবে আজ অবধি হয়নি।" বহুত আফসোস কি বাত। লেকিন আর্কাইভের ঐ মনসুবাটি কোথায় বানানো হইয়াছে? কে বানাইয়াছেন? সম্পাদক ছাহেব বলিতেছেন– "আমাদের অনুরোধক্রমে এই খসড়া প্রণয়ন করেছেন পুনা ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশন বিভাগীয় অধ্যাপক শ্রী সতীশ বাহাদুর।" ইয়াদ করা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর আমাদের তাহজিব–তমদ্দুন সম্পর্কে এলেম ও ছবক দেওয়ার জন্য হিন্দুস্থান হইতে যাহারা মেহেরবাণী করিয়া তকলিফ কবুল করিয়া বাংলাদেশে তশরিফ আনিয়াছিলেন, ইনি ছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

ফিল্ম আর্কাইভের মনসুবা বানানোর মত কাবেল আদমি বাংলাদেশে কি কেহ নাই? যে মুলুকের বাশিন্দারা ছিনেমার তরক্কির জন্য ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাফিক একটি টেকনিক্যাল ইদারা নিজেরাই কায়েম করিয়া চালু রাখিতে পারিয়াছে, এবং যে মুলুকের আদাকার–ফানকারা গায়ের মুলুকে ইজ্জত ও তারিফ পাইয়াছে, সেই মুলুক ফিলহাল কি এতই দেওলিয়া হইয়া পড়িয়াছে যে, আর্কাইভের মনসুবার জন্য তাহাকে হিন্দুস্থানের দরজায় খয়রাত মাঙ্গিতে হইবে? একমাত্র "ভাঙ্গা বাংলা" জোড়া লাগাইবার খোয়াবে বিভোর, হীনমন্য ও আত্মসম্মানবোধহীন আদমিদের দ্বারাই শায়েদ ইহা সম্ভব হইতে পারে। জনাব ঋত্বিক ঘটক ছাহেবের মাফিক একজন বুজর্গ ও মুরব্বি আদমি যে হারমজাদা লফজটি ইস্তেমাল করিয়াছেন, তাহা শায়েদ তিনি নেহায়েত বেওজর বেহুদাভাবে করেন নাই।

আজাদি, ২০শে আগষ্ট, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

সত্য সমাগত

বাংলাদেশের দস্তুরে যখন ইসলামী গেলাফ লাগান হইয়াছে এবং বাংলাদেশীরা যখন একটি ইজ্জতমন্দ ও খোদমুখতার কওম হিসাবে শিরখাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঠিক সেই সময় একটি খাছমহল হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশের দরমিয়ানে আসলে কোনও তফাত-ফারাগত নাই বলিয়া সাবুদ করার জন্য জান কবুল করিয়া কোশেশ করিতেছে। খেয়াল করা যাইতে পারে যে কম্যুনিজম ও ক্যাপিটালিজমের এক্তিয়ারের বাহিরে পারস্পরিক বেরাদরি ও রিশতাদারির বুনিয়াদে একটি আলাহিদা ইসলামী অর্থনৈতিক জামাত কায়েম করার জন্য দুনিয়ার তামাম ইসলামী মুলুক এখন এক কাতারে শামিল হইয়াছে। এবং বাংলাদেশও মাশাআল্লাহ একই নিয়ত বাঁধিয়া ঐ কাতারে খাড়া হইয়া গিয়াছে। ছেরেফ তাহাই নহে, এই কিছিমের জামাত কায়েম করার জন্য তাহার দস্তুরের বুনিয়াদী কানুনেও খাছ তাকিদ মুকাররর করা হইয়াছে।

মুলুকে এবং গায়ের মুলুকে বাংলাদেশের এই ছুরতহাল দেখিয়া ঐ খাছমহলটি ফিলহাল তাহাদের কোশেশ বহুত জোরদার করিয়া ফেলিয়াছে। কোনও এক গায়ের মুলুকের খরিদা একজন বাংলাদেশী গোলাম তো ইতিমধ্যে ফতোয়াই দিয়া ফেলিয়াছেন যে বাংলাদেশী তমদ্দুন আসলে হিন্দুস্থানী তমদ্দুনেরই একটি ছাহাম। এবং এই ছিলছিলায় বাংলাদেশীদের তরক্কীর জন্য তিনি রোজানা সংবাদ এর পাতায় নানান কিছিমের নছিহতও খয়রাত করিয়াছেন ।

খরিদা গোলাম ছাহেবের শায়েদ ইয়াদ আছে যে, পাকিস্তানী আমলেও তিনি এবং তাহার ইয়ার দোস্তরা ঐ একই শামগান সুর করিয়া গাহিতেন। এবং তাহার ফলে বাংলাদেশ আজাদ হওয়ার পর কলিকাতা হইতে এই মুলুকে হিন্দুস্থানী তমদ্দুনের একটি জবরদস্ত নহরও বহিয়া গিয়াছিল। লেকিন তিনি এবং তাহার ইয়ার দোস্তরা কলিকাতার বাজারে তাহাদের একখানি কেতাবও নগদ পয়সায় বেচিতে পারেন নাই।

তমদ্দুন কোনও হাওয়াই বা গায়েবী চিজ নহে। ইনছান, জমিন ও আল্লাহর দেওয়া দৌলতই তামাম তাহজিব তমদ্দুনের বুনিয়াদ। এই সুবাদে গুজাস্তা ৯ই জুলাই তারিখের রোজানা ইত্তেফাকে প্রকাশিত জনাব স্পষ্টভাষী ছাহেবের লেখা মঞ্চে-নেপথ্যে কলামের একটি কালাম আমার ইয়াদ হইল। পাট সম্পর্কে বাতচিত করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন- "বর্ডারে মুর্শিদাবাদী সিল্কের জামাপরা, দামী দামী আংটি পরা একশ্রেণীর লোকের আনাগোনা শুরু হইয়াছে। ওপারের এই মহাপুরুষরা এপারের দালালদের মারফতে পাটচাষীদিগকে প্রচুর দাদন দিয়া রাখিয়াছে। বাজারে নতুন পাট নামার আগেই তাদের দাদনের পাট চাই। সেজন্য দালালরা চাষীদের পিছনে হরওয়াকত

www.pathagar.com

লাগিয়াই রহিয়াছে। কেউ যেন দাদনের পাটের বুঝ না দিয়া বাজারে পাট না তুলিতে পারে, সেদিকে তাদের শ্যেনদৃষ্টি।"

ঐ মহাপুরুষ ছাহেবান তাহা হইলে অখন্ড হিন্দুস্থানী তমদ্দুনেরই হিস্যা-তায়দাদ লইতে আসিয়াছেন বলিয়া মালুম হইতেছে। খরিদা গোলাম ছাহেব কি বলেন?

গোলাম ছাহেব আরও ফরমাইয়াছেন যে হিন্দুর চতুর্বর্ণ ও ষড়দর্শন হইতে মুসলিম সমাজ এত জিয়াদা চিজ কবুল করিয়াছে যে উভয়ের দরমিয়ানে এখন "পার্থক্য নির্ণয় করা সত্যই কঠিন"। মালুম হইতেছে যে খরিদা গোলাম ছাহেব তাহার মনিবের কিছু দ্বীনী কিতাব নাড়াচাড়া করিয়াছেন এবং উহা হইতে দুই-একটি ছবকও হেফজ করিয়াছেন। লেকিন তাহার মনিবের আসল দ্বীনী কিতাব বেদ-এর খবর তিনি শায়েদ পান নাই। পাইবেনই বা কেমন করিয়া? একমাত্র শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছাড়া দুছরা কোনও হিন্দু যাহা ছুইতে পারে না, এমন কি যাহার তেলাওয়াতও শুনিতে পারে না (শুনিলে কানে তরল সীসা ঢালিয়া দিতে হয়), সেই কিতাবের নাগাল একজন যবন খরিদা গোলাম পাইবেন কেমন করিয়া? পাইলে তিনি ফওরান মালুম করিতে পারিতেন যে, হিন্দুর কোনও বর্ণ বা দর্শন হইতে মুসলমানের হরগেজ কিছুই কবুল করার জরুরত নাই। কেননা মুসলমানের জন্য তাহার আল-কোরআনই কাফি। এবং এই আল-কোরআন এমনই এক খানি লাছানি কিতাব, যাহার সত্যতা, উহা নাজেল হওয়ার বহু আগেই গোলাম ছাহেবের মনিবের দ্বীনী কিতাব "অথর্ব" নামক বেদে সাবুদ করিয়া দেওয়া হয়। উহা হইতে আমি ছেরেফ দুইটি আয়াত তুলিয়া দিতেছি-

ত্বং হোতার মিন্দ্রো হোতা / ইন্দ্র রামা হাসুরিন্দ্রাঃ।/ আল্লা জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং
পরমং পুর্ণং ব্রাহ্মণ অল্লাম।।/ এবং / ত্বাং অল্লোহ রসুর মহমদ
রকং বরস্য অল্লো আল্লাং। / আদলাবুক মেককং / আল্লাবুকং নিকাতকম।।

ইহার বাংলা তরজমা আমি ইচ্ছা করিয়াই দিলাম না। "যাবন" খরিদা গোলাম ছাহেব তাহার মনিবের নিকট হইতে তরজমা করিয়া লওয়ার কোশেশ করিয়া দেখিতে পারেন। এবং মনিব মেহেরবান হইলে তিনি শায়েদ মালুম করিতে পারিবেন যে ছেরেফ চতুর্বর্ণ ও ষড়দর্শনই নয়, বোতপরস্ত ফালসফার কোনও আকিদাই মুসলমান কখনও কবুল করে নাই। কেননা যাহারা মনিবের পায়রবি করিতে করিতে নিজের ওয়ালেদের কথা ভুলিয়া মনিবকেই ওয়ালেদ কায়েম করিয়া লইয়াছে, এবং নিজের মুসলমানিত্ব সম্পর্কে বিব্রত ও শরমিন্দা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা ছাড়া দুছরা তামাম মুসলমান বরহকভাবে ওয়াকিফ আছেন যে কোরআন নাজেল হওয়ার পর "ওয়াকুল জায়াল হাক্কু, ওয়া জাহাকাল বাতেলু ইন্নাল বাতেলা কানা জাহুকা"- সত্য সমাগত হইয়াছে, মিথ্যা বাতিল হইয়া গিয়াছে, মিথ্যা তো বাতিল হইবেই।

আজাদ, ২৯শে জুলাই, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

জী !

ফারাজি মুনশির সাথে আপনাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। ঠোঁটকাটা স্বভাবের জন্য এ লোকটি জীবনে বহু নিন্দা কুড়িয়েছেন। নন্দিতও হয়েছেন সমান ভাবেই। তিনি জানিয়েছেনঃ দেশে আর বিদেশে তার যে ভক্তকুল আছে, তাদের এক জায়গায় জড়ো করার মত কোন মাঠ পাননি বলে তিনি কখনো জনসমক্ষে আসতে পারেননি। এমন ত্যাদোড় মুনশি আমি কস্মিনকালেও দেখিনি। একবার যে এ মুনশির পাল্লায় পড়েছে সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে মুনশি কি চিজ। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার কি জানেন, বাঘা বাঘা রাঘব বোয়ালদেরও দেখেছি তার সামনে পড়লে লেজ গুটিয়ে পালাতে। মুনশীর চাপার ধার ইস্পাতের ধারের চাইতেও তীক্ষ্ণ।

নাম ধরে ধোলাই না দেয়ার জন্য মুনশিকে অনেকবার বলেছি। কিন্তু মুনশি কি বলেন জানেন? বলেন, ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, তবে যারা মুখোশ পড়ে থাকে দেশ ও জাতির স্বার্থে তাদের মুখোশ কাউকে না কাউকে যে খুলতেই হবে।

এ মুখোশ তিনি খুলছেন দিনের পর দিন–বছরের পর বছর–যুগের পর যুগ। 'আজাদ'–এর পাতায় যুগ যুগ সঞ্চিত সেই 'হপ্তানামার' কয়েকটি নিয়ে বেরোল 'ফারাজি মুনশরি হপ্তানামা' (পয়লা বালাম)। ভক্তরা অবশ্যই পড়বেন–শত্রুরা ধরবেননা।